বইঘর নিবেদন

ওয়েস্টার্ন

শর্ত

গোলাম মাওলা নঈম

সেবা প্রকাশনা

শুভম

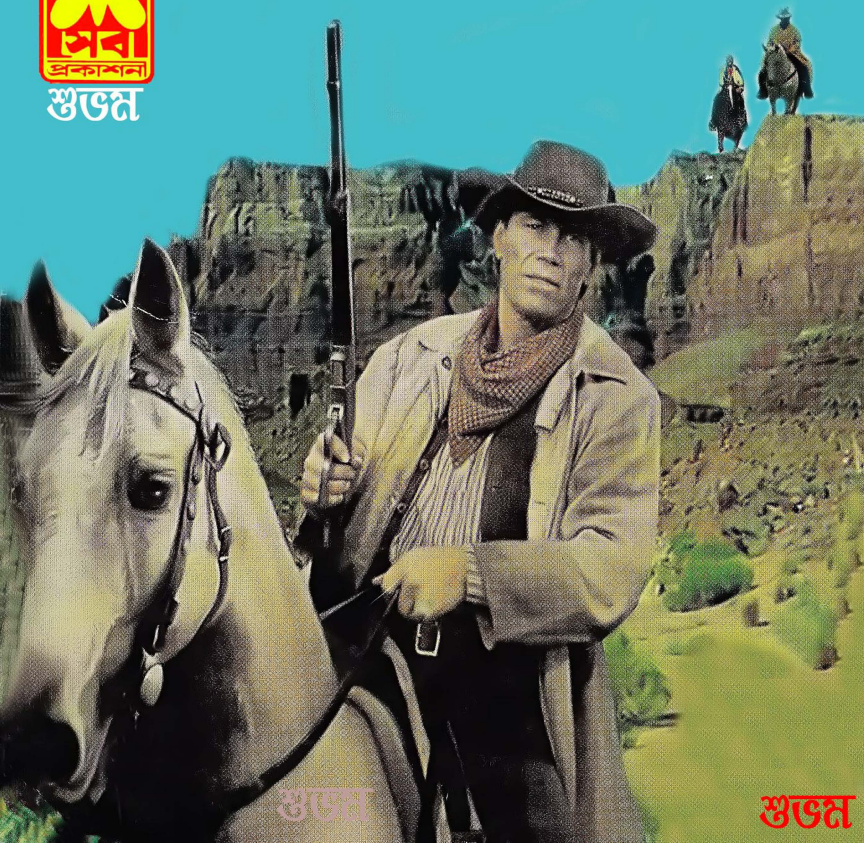

শুভম
শুভম

বইঘর নিবেদন

ওয়েস্টার্ন

শর্ত

গোলাম মাওলা নঈম

ছয় বছর পর চকটো বেন্ডে ফের দেখা হলো
ওদের–আত্মবিশ্বাসী টগবগে দুই যুবক, কর্নেল স্টুয়ার্টের
অধীন সাবেক ক্যাপ্টেন। একসময় পাশাপাশি চলেছে
ওরা, পাড়ি দিয়েছে বহু বিপদসঙ্কুল পথ,
অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতই। কিন্তু এখন··

পরস্পরকে খুন করতে অস্ত্র তুলে নিয়েছে
হাতে। একই উদ্দেশ্য ছিল একদা, কিন্তু
এখন সেখানে স্থান করে নিয়েছে ঘৃণা,
বিদ্বেষ আর এক মেয়ে–কেবল পিস্তলের
ভাষায় যার মীমাংসা করা সম্ভব।
দু'জনেই এ সত্যিটা জানে ওরা।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী শুভম

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ওয়েস্টার্ন

শর্ত

গোলাম মাওলা নঈম

সেবা প্রকাশনী

ISBN 984-16-8223-0

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব লেখকের

প্রথম প্রকাশ: ২০০৩

প্রচ্ছদ: রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল: ০১১-৮০৭৪০৮ (M-M)
জি. পি. ও বক্স: ৮৫০
E-mail: Sebaprok@citechco.net
Web Site: www.ancbooks.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০

SHARTO
A Western Novel
By: Golam Mawla Naeem

সেবা প্রকাশনী

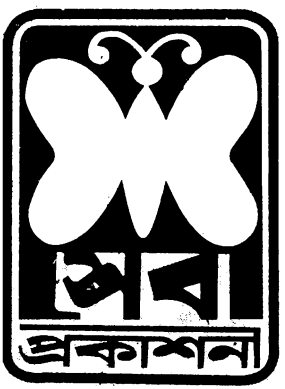

বত্রিশ টাকা

শুভম ক্রিয়েশন

Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!

Don't Remove This Page!

Exclusive

স্ক্যানিং

এডিটিং

শুভম

Visit Us at boighar.net

If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

শর্ত

ওয়েস্টার্ন

শর্ত

গোলাম মাওলা নঈম

SCAN & EDITED BY:

SUVOM

FACEBOOK:

https://www.facebook.com/groups/Boighar - বইঘর

and

https://www.facebook.com/groups/Banglapdf.net/

সেবা প্রকাশনীর
আরও ক'টি ওয়েস্টার্ন

কাজি মাহবুব হোসেন: আলেয়ার পিছে, পাতকী, রক্তাক্ত খামার, জ্বলন্ত পাহাড়, মানুষ শিকার, ভাগ্যচক্র, আর কতদূর, বাঁধন, রাইডার, এপিঠ-ওপিঠ, আবার এরফান, রূপান্তর ডেথ সিটি, বুনো পশ্চিম, ল্যাসোর ফাঁস, লুটতরাজ, অপমৃত্যু, কাউবয়, গানফাইট, দাবানল, বেপরোয়া পশ্চিম, চক্রান্ত, কিং কোল্ট, মৃত্যুর মুখে এরফান, অ্যারিজোনায় এরফান, নিঠুর পশ্চিম, রক্তরাঙা ট্রেইল, রুদ্র সীমান্ত, পাহাড়ী স্লোন, খুনে মার্শাল, নিঃসঙ্গ অশ্বারোহী, ক্ষ্যাপা তিনজন, কালো দালান, ক্ষিপ্ত ঘাতক, আক্রোশ, ভয়াল শটগান, ধোঁকাবাজ, লুটপাট, অ্যাপাচি চীফ, অম্বেষা, সেই এরফান। **খোন্দকার আলী আশরাফ:** কাঁটাতারের বেড়া, লড়াই, ডাইনী। **রওশন জামিল:** ফেরা, ওয়ানটেড, জলদস্যু, নীলগিরি, বসতি, স্বর্ণতৃষা, কুহকিনী, রক্তের ডাক, টোপ, রত্নগিরি, প্রত্যয়, বাথান, নিষ্পত্তি, ছায়া উপত্যকা, অতন্দ্র প্রহরী, মার্সেনারী, সন্ধান, ভয়, বিধাতা, পাড়ি, ছায়াশত্রু, আতঙ্ক, বিদ্বেষ, ক্রোধ, স্বপ্ননগরী, দেনা, প্রতারক, রক্তবসনা, সুবিচার, খুনে নগরী, অশান্ত মরু। **শওকত হোসেন:** প্রতিপক্ষ, দখল, প্রহরী, ঘেরাও, সংঘাত, অস্থির সীমান্ত, আক্রান্ত শহর, অবরোধ, উত্তপ্ত জনপদ, বৈরী বলয়, নীল নকশা, বিপদ, অপসারণ, শত্রুশিবির, দুশমন, ত্রাহি, দুষ্টচক্র, দমন, রুদ্ররোষ, জালিয়াত, নিষিদ্ধ প্রান্তর, রক্তঋণ, হানাদার, মোকাবেলা, যাত্রা অনিশ্চিত, ফয়সালা। **প্রিম রিজভী তৌহিদ:** শেষ মার। **আলীমুজ্জামান:** মরুসৈনিক। **রকিব হাসান:** তৃণভূমি, নির্জনবাস। **হিফজুর রহমান:** শিকারী। **জাহিদ হাসান:** স্বর্ণবিবর, সোনালী মৃত্যু।

আসাদুজ্জামান: দুর্বৃত্ত। **আলীম আজিজ:** সহযাত্রী, স্বপ্ন মরীচিকা, চিরশত্রু, শত্রুশহর। **বজলুর রহমান:** বাজি। **খসরু চৌধুরী:** ভুল।

আদনান শরীফ: পশ্চিম যাত্রা। **এ.টি.এম. শামসুদ্দীন:** শেষ প্রতিপক্ষ। **তাহের শামসুদ্দীন:** স্যাভার্সের রক্ত চাই, গ্রীনফিল্ডের আউট-ল, ঈগলের বাসা, আগন্তুক, শ্যেনদৃষ্টি। **কাজী শাহনূর হোসেন ও আলীম আজিজ:** মুক্তপুরুষ। **কাজী শাহনূর হোসেন:** প্রতিযোগী, স্বর্ণসন্ধানী, বদলা, কারসাজি, শয়তানের চক্র, লোভের ফাঁদে, মৃত্যুপ্রতীক্ষা, শপথ, নির্জন প্রান্তর, জাতশত্রু।

কাজী মায়মুর হোসেন: সেই পিস্তল, উৎখাত, লুটেরা, প্রত্যাবর্তন, শায়েস্তা, অদৃশ্য ঘাতক, ধাওয়া, দুর্গম যাত্রা, প্রহসন, দূরের পথ, দুর্বিপাক, বধ্যভূমি, দক্ষিণে বেনন, স্বর্ণঈগল, প্রবঞ্চক, দুর্জয় পশ্চিম, সীমান্তে সাবধান, দস্যু বেনন, সীমানা, দোষী, বিরান প্রান্তর, প্রতিজ্ঞা, কূটচাল, ক্যালিবার .৪৫, স্বপ্নের খামার, শেষ জংশন, শয়তানের আখড়া, বারুদ, তস্কর, সীমান্তে বিরোধ, নিঠুর আলাস্কা, কয়েদী, সমন-১, সমন-২, খুনে ক্যানিয়ন, মৃত্যু উপত্যকা, বন্দুকবাজ, লুণ্ঠন। **ইফতেখার আমিন:** প্রতিরোধ, প্রায়শ্চিত্ত, নিশি যাত্রা, দখলদার। **গোলাম মাওলা নঈম:** রোধ, দুঃসাহস, শোধ, মীমাংসা, সেয়ানে সেয়ানে, দুর্ভোগ, ত্রাস, পেছনে শত্রু, সামনে বিপদ, মাশুল, লালসা, হরণ, পতন। **টিপু কিবরিয়া:** অশুভ চক্র, হুমকি। **মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ:** ভবঘুরে, আউট-ল, রক্তপিশাচ, প্রতিঘাত, খুনের দায়। **শেখ আবদুল হাকিম:** ভাড়াটে খুনী, পিস্তলবাজ। **মাসুদ আনোয়ার:** আশ্রয়, জ্বালা, জেলঘুঘু, স্বর্ণলালসা, সংঘর্ষ। **আবু মাহ্দী:** পাঞ্চার, গানম্যান, অভিসন্ধি, শো-ডাউন, ঠিকানা, ট্রেইল বস্। **সুস্ময় আচার্য:** অপবাদ।

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভিন্ন প্রচ্ছদে বিক্রয়, ভাড়া দেয়া বা নেয়া, কোনভাবে এর সিডি, রেকর্ড বা প্রতিলিপি তৈরি বা প্রচার করা, এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোন অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা আইনত দণ্ডনীয়।

এক

SUVOM

ইন্ডিয়ান টেরিটরির দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে চকটো ইন্ডিয়ানদের এলাকা, যা পরে ওকলাহামা রাজ্য নামে পরিচিতি লাভ করেছে; এখানকার অসংখ্য পাহাড়ী উপত্যকায় রয়েছে আখরোট, হিক্যারি, ওক, ব্ল্যাক-জ্যাক আর হাকলবেরির ঝোপ। উন্মুক্ত নীল আকাশের নিচে বিস্তৃত প্রেয়ারিতে আছে অবারিত সবুজ ঘাস। অসংখ্য ক্রীক এবং নদী ছিন্নভিন্ন করেছে জায়গাটাকে। একসময় এখানে ছিল পাঁচটি ইন্ডিয়ান গোত্রের আবাস, যাদের মধ্যে চকটোদের প্রাধান্যই ছিল বেশি। কিন্তু সাদা সেটলারদের সঙ্গে সংঘর্ষ এড়ানোর উদ্দেশে আরও পশ্চিমে, আরকান্সাসের সীমানায় পাহাড়ী এলাকায় সরে গেছে তারা।

দু'শো মাইল বিস্তৃত তৃণভূমি জুড়ে সবুজ ঘাস আর ক্রীকে পর্যাপ্ত পানি থাকায় গরু চরার জন্যে আদর্শ জায়গা হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে এই এলাকা। টেক্সাস এবং আশপাশের ক্যাটলম্যানরা এই তৃণভূমির কথা জানার পর থেকে, কিছুদিন ধরে ক্যান্সাসে গরু চালান দেয়ার সময় এই জমি ব্যবহার করতে শুরু করেছে। টেক্সাসের রেড রীভার থেকে চেরোকি ইন্ডিয়ানদের এলাকা হয়ে ক্যান্সাস পৌঁছানোর যে বিপদসঙ্কুল ট্রেইল, তার বিকল্প হিসেবে এই ট্রেইলের গুরুত্ব বেড়ে যায় তখন থেকেই।

'৭১-এর হেমন্তের এক রাত। হালকা চালে অবিরাম বৃষ্টি হচ্ছে। চকটো ট্রেইলের আশপাশে গাছের হলদেটে পাতা আর শাখা-প্রশাখায় অবিরাম শোঁ শোঁ আওয়াজ তুলছে ঝিরঝিরে হিমেল বাতাস, যেন চাবুক কষছে। আবছা ট্রেইল ধরে এগিয়ে চলেছে ছয়জন অশ্বারোহী। প্রায় সবার হ্যাটের কিনারা সামনের দিকে নিচু করা, দমকা বাতাসের সাথে উড়ে আসা বৃষ্টির ফোঁটার অত্যাচার থেকে মুখ বাঁচানোর জন্যে তাদের এই প্রয়াস।

দু'জনের স্যাডলে বসার ভঙ্গি অন্যদের চেয়ে আলাদা। হাত বাঁধা তাদের। সর্বক্ষণ ওদের ওপর নজর রাখছে অন্যরা। বন্দীদের প্রথমজন দীর্ঘদেহী, চওড়া কাঁধ ওর; দৃঢ় ভঙ্গিতে বসেছে স্যাডলে। স্বভাবসুলভ এ ভঙ্গিটি সে আয়ত্ত করেছে সেনাবাহিনীতে থাকার সময়। গায়ের ম্যাকিন্টশ্ রেইনকোট একেবারে পায়ের বুট পর্যন্ত পুরো শরীর মুড়ে রেখেছে। পেছনে স্যাডল-ক্যান্টারের সাথে বাঁধা হাত আর স্বভাবসুলভ টান টান হয়ে বসার ভঙ্গির কারণে কিছুটা হলেও অস্বস্তি বোধ করছে লোকটি।

দ্বিতীয় বন্দী এক ইন্ডিয়ান বালক, স্যাডলহীন পনিতে চেপেছে। বৃষ্টির ঘোলাটে পর্দা ভেদ করে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল সে, কয়েকশো গজ সামনে ট্রেইলের বাম দিকে ক্ষণিকের জন্যে আলোর ঝলক দেখতে পেল। ছেলেটির পেছনে থাকা রাইডারও আলোটা দেখতে পেয়েছে। এই আলো আসলে ইন্ডিয়ান এক কেবিনে জ্বলন্ত লণ্ঠনের ম্লান শিখা মাত্র।

'ডাচ, ট্রেইলের বাম দিকে আলো দেখলাম,' ক্লান্ত সুরে বলল একেবারে পেছনের লোকটা। 'আমরা তো ওখানেই থামতে পারি। ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে চকটো বেন্ড যাওয়ার চেয়ে…'

'কোথায়?' ধমকে উঠল সামনের আরোহী, ডাচ ম্যাথুয়েন। 'আমি তো কিছু দেখতে পাচ্ছি না!'

চিৎকার করে উঠল ইন্ডিয়ান ছেলেটা, চকটো ভাষায় দ্রুত বলল কি যেন। কিন্তু শেষ করতে পারল না ছেলেটি, সপাটে ওর মাথায় পিস্তলের বাঁট নামিয়ে এনেছে পেছনের রাইডার। স্যাডলে মুখ থুবড়ে পড়ল ছেলেটা, তবে স্যাডল-চ্যুত হলো না।

'বেটো, তোমার দাবড়ানি থামাও!' বেটোকে ফের পিস্তল তুলতে দেখে চেঁচাল ম্যাথুয়েন। 'কিং-এর নির্দেশ ছিল ছেলেটার গায়ে হাত তোলা যাবে না।'

'কিন্তু গায়ের জোরে বন্দী করে নিয়ে যেতে দোষ নেই,' প্রথমবারের মত মুখ খুলল অন্য বন্দী। 'যতটা ভেবেছি তারচেয়েও বেশি বোকা তুমি, ম্যাথুয়েন। মাইল খানেকের মধ্যে যত ইন্ডিয়ান আছে, তাদেরকে বন্দী হওয়ার কথা জানানোর চেষ্টা করেছে লিটল জন। কেউ কেউ হয়তো শুনে থাকবে ওর চিৎকার। হয় ওকে ছেড়ে দাও নয়তো ওর স্বজনদের

সামলাও এবার!'

'উঁহুঁ, একমত হতে পারছি না, মি. শেলবি। সেনাবাহিনীর লোক ছিলে তুমি, মাথার খুলিটা তোমার শক্তই হওয়ার কথা। ওটা কি আমাদের চেয়েও শক্ত?' নিচু, উদ্ধত স্বরে জানতে চাইল ম্যাথুয়েন, বলার সুরে তাচ্ছিল্য আর বিদ্রূপ স্পষ্ট প্রকাশ পাচ্ছে। 'পিস্তলের মাজল দিয়ে তোমার মাথায় দু'একটা আঘাত করতে ভালই লাগবে আমার! মনে হচ্ছে তাতে অখুশি হবে না কিং। কারণ আমার ধারণা, ইন্‌জুন ছেলেটার মত কিং-এর কাছে তোমার ততটা গুরুত্ব নেই।'

সূক্ষ্ম বিদ্রূপ, নিঃসন্দেহে অপমানজনক, তারপরও চুপ করে থাকাই সমীচীন মনে করল উইলিয়াম শেলবি। আসলে কিছুই করার নেই, আপাতত। ম্যাথুয়েন চাইছে ও যেন খেপে যায়, তাতে ওর ওপর চড়াও হওয়ার সুযোগ পাবে সে। অযথা মার খাওয়ার কোন মানে নেই, অপেক্ষা করাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। জানে কোথায় যাচ্ছে, কার মুখোমুখি হতে হবে। ডাচ ম্যাথুয়েনের চেয়ে বরং আসন্ন ভবিষ্যৎ ভাবাচ্ছে ওকে বেশি। ম্যাথুয়েন হুকুমের দাস, এসবের পেছনে আছে জ্যাক ফ্লেনার।

কতদিন পর দেখা হচ্ছে? বন্ধু বলা উচিত তাকে, নাকি শত্রু? আজীবনই কি ওদের মধ্যে অঘোষিত শত্রুতা ছিল না? এতদিন পর মুখোমুখি হতে কেমন লাগবে? জানা নেই শেলবির, তবে চিন্তাটা পছন্দ করতে পারছে না। জ্যাক ফ্লেনার ওকে চমকে দিয়েছে, এটা স্বীকার করতেই হবে। ভাবেনি জোর করে ওকে নিজের মুখোমুখি হতে বাধ্য করবে ফ্লেনার। ক্রু পাঠিয়ে তুলে নিয়ে যাচ্ছে ওকে, কারণটা কি?

ঘোড়ার গতি বাড়াল ম্যাথুয়েন, ক্যাপ্টেন শেলবির ধৈর্যে চ্যুতি ঘটেনি বলে নিরাশ হয়েছে। তবে এ নিয়ে ভাবল না সে, জানে অচিরেই সুযোগ এসে যাবে। দ্রুত ইন্ডিয়ান কেবিনটা পেরিয়ে গেল ওরা। ভেতরে কোন আলো দেখা গেল না।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পর চকটো বেন্ডের বিশাল করালের সামনে উপস্থিত হলো দলটা। ছোট্ট একটা শহর গড়ে উঠেছে এখানে, হিক্যারি ক্রীকের চেয়ে বেশ উঁচুতে–ইতস্তত ছড়ানো-ছিটানো কয়েকটি কেবিন আর বাড়ির সমাবেশ। জ্যাক ফ্লেনার এবং তার দলবল আসার আগে এটাই ছিল চকটো চীফ বিগ জন-এর রাজধানী। বেশিরভাগ ইন্ডিয়ানকে

নিয়ে আরকান্সাসের দিকে সরে গেছে চীফ, বিশ মাইল দক্ষিণে নতুন গ্রাম তৈরি করেছে। যে-ক'জন চকটো এখনও থাকছে এখানে, প্রায় সবাই ফ্লেনারের কৃপার পাত্র।

চকটো ট্রেইল দিয়ে ড্রাইভে যাওয়া গরু ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে ঘাসের যে-কর আদায় করে ফ্লেনার, তার খুব অল্পই পায় বিগ জন। সামান্য এ টাকার সাথে আর পায় অল্প কিছু মাংস, যা গরুর পাল থেকে সংগ্রহ করে জ্যাক ফ্লেনার।

ফ্লেনার এখানে 'কিং' নামে পরিচিত। বাস্তবিক অর্থে এখানে তা-ই ওর অবস্থান। ইন্ডিয়ান রিজার্ভেশনে ছোট্ট এ শহরের একচ্ছত্র অধিপতি সে। প্রায় চল্লিশজনের মত দক্ষ একদল ক্রু আছে ওর, গরু বা ঘোড়া দাবড়ানোর পাশাপাশি পিস্তলেও চালু সবাই।

লাগোয়া পাহাড়ের কোলে, কালো আখরোটের ছায়ায় সবচেয়ে বড় যে-দালান, ওটাই জ্যাক ফ্লেনারের হেডকোয়ার্টার। একসময় চকটোরা তৈরি করেছিল এটি, পরে সংস্কার করে নেয় ফ্লেনার। দোতলায় নিজের জন্যে বিলাসবহুল অফিস কাম কোয়ার্টার তৈরি করেছে।

দুই বন্দীকে সেখানে নিয়ে এল ডাচ ম্যাথুয়েন আর ফিশ ক্যান্ডাল। নিচে বারে গিয়ে ঢুকেছে ওদের দুই সঙ্গী জুলিও বেটো ও জেমস থর্ন।

ফায়ারপ্লেসের পাশে বসে ছিল জ্যাক ফ্লেনার। উইল শেলবিকে দেখে সন্তুষ্টি দেখা গেল গাঢ় নীল চোখে, প্রসারিত হলো সরু ঠোঁট। কিন্তু ইন্ডিয়ান ছেলেটাকে দেখে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ভুরু কুঁচকে উঠল। রেগে গেলেও সামলে নিল সে, নির্বিকার হয়ে গেল সুদর্শন মুখ। ফায়ারপ্লেসের পাশ থেকে ধারাল একটা বাউই ছুরি তুলে নিল, তারপর এগিয়ে এসে দুই বন্দীর বাঁধন কেটে দিল। আড়চোখে দেখল শেলবির ধূসর চোখজোড়া বিদ্ধ করেছে ওকে। ভ্রূক্ষেপ করল না ফ্লেনার, বরং ডাচ ম্যাথুয়েনের দিকে ফিরল। 'ওদের বেঁধেছ কেন?...লিটন জনকে আনার নির্দেশ কি দিয়েছিলাম তোমাকে?'

'আপসে কি আসে! বাধা দিয়েছিল ওরা,' ব্যাখ্যা করল ম্যাথুয়েন। 'শেলবি বলল...'

'ক্যাপ্টেন শেলবি!' শুধরে দিল ফ্লেনার।

'ঠিক আছে,' শ্রাগ করে খেই ধরল ম্যাথুয়েন। 'ক্যাপ্টেন শেলবি বলল যে এমন দুর্যোগপূর্ণ রাতে অত পথ পাড়ি দেয়ার চেয়ে কেবিনে

থাকাই পছন্দ তার। ইনজুন ছেলেটা ছিল ওর সঙ্গে। তুমি ওকে যতটা নিরীহ ভাবছ সে মোটেই তা নয়, কিং। একেবারে বিচ্ছু ছেলে! শেল···ক্যাপ্টেন শেলবিকে নিয়ে আসার সময় গুলি ছুঁড়েছে ছেলেটা। বাধ্য হয়েই ওকে বেঁধে আনতে হলো। তারপরও আসার পথে বাতচিৎ করছিল, মাথায় পিস্তলের বাঁট চালিয়ে ওকে ঠাণ্ডা করেছে বেটো। এমন বুনো ছেলেকে বাগে আনা সহজ কাজ নয়, কিং।'

'কত টাকা আছে তোমার কাছে, ডাচ?'

'এ কথা জিজ্ঞেস করছ কেন, কিং?' বিব্রত, বিস্মিত দেখাচ্ছে ডাচ ম্যাথুয়েনকে।

'কত?' তীক্ষ্ণ হয়ে গেল ফ্লেনারের কণ্ঠ।

'এ পর্যন্ত খুব বেশি তো পাইনি আমি,' শুরু করেও থেমে গেল ম্যাথুয়েন, শঙ্কিত দৃষ্টিতে বসের দিকে তাকিয়ে থাকল কয়েক সেকেন্ড, তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলল। 'কাল রাতে পোকারে যা জিতেছি···একশো হবে।'

'টাকাটা দাও।'

আবারও খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকল সে, চাপা অসন্তোষ দেখা যাচ্ছে চোখে-মুখে। কিন্তু প্রতিবাদ করার সাহস হলো না। ভেজা প্যান্টের পকেট হাতড়ে নোংরা থলেটা বের করে বসের দিকে এগিয়ে দিল।

থলে নিয়ে ইন্ডিয়ান ছেলেটিকে দিল জ্যাক ফ্লেনার। 'রাখো এটা, লিটন জন,' সহাস্যে বলল সে। 'তোমার আজ রাতের পাওনা। ক্রুরা আমার নির্দেশ ছাড়াই ধরে এনেছে তোমাকে। তোমার বাবাকে বোলো এই হয়রানির খেসারত হিসেবে ওকে মোটাসোটা একটা গরু উপহার দেব। এবার আগুনের কাছে গিয়ে শরীর গরম করে নাও। এই ফাঁকে তোমার খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা হয়ে যাবে।'

চুলে আঙুল চালিয়ে পানি ছাড়ানোর চেষ্টা করল ছেলেটা, দৃষ্টি উইল শেলবির দিকে।

শেলবি তখন নিজের হ্যাট থেকে পানি ছাড়াচ্ছে। 'টাকাটা রেখে দাও, লিটন জন,' নিরুত্তাপ স্বরে সম্মতি দিল সে। 'আর···গুনে দেখো। আশা করি মিথ্যে বলেনি আমাদের বন্ধু ডাচ ম্যাথুয়েন।'

থলের মুখ খুলে ভেতরের নোট আর কয়েন গুনতে শুরু করল লিটন জন।

'ডাচ,' নিজের ডান-হাতকে ডাকল ফ্লেনার। 'ক্যান্ডালকে নিয়ে নিচে চলে যাও। দেখো তো জুজু আর মেরী সাপারের কত দূর কি করতে পারল। বারে ঢুকে ড্রিঙ্ক গেলার আগেই কাজটা কোরো।'

'আসল খবরই দেয়া হয়নি!' বেরোতে গিয়েও থেমে গেল ডাচ ম্যাথুয়েন, নির্বিকার হয়ে গেছে মুখ, বোঝার উপায় নেই শ'খানেক ডলার হারিয়ে ভেতরে ভেতরে হা-পিত্যেশ করছে কিনা। 'আসার পথে দেখলাম পুব দিকে গরুর পাল সরিয়ে নিচ্ছে টেক্সাসের ওই মেয়েটার ক্রুরা। আমাদের ছেলেদের কাউকে দেখলাম না ওদিকে, বোধহয় অন্য কোথাও ব্যস্ত আছে।'

অসন্তোষ ফুটে উঠল ফ্লেনারের মুখে। 'এখনই কিছু লোক পাঠিয়ে দাও। জলদি!' দুই রাইডার বেরিয়ে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল সে, তারপর লিটন জনের দিকে ফিরল, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত দেখাচ্ছে তাকে। এদিকে নিবিষ্ট মনে টাকা গুনছে ছেলেটি।

ফায়ারপ্লেসের দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়াল উইলিয়াম শেলবি। আশা করছে আগুনের আঁচে ভেজা কাপড় শুকিয়ে যাবে, গা থেকে রেইনকোট খুলে চেয়ারের ব্যাক-রেস্টের সাথে ঝুলিয়ে দিল ও, তারপর কালচে-বাদামী চুলে আঙুল চালাল। 'আমার অস্ত্রগুলো ফেরত দিতে বললে না কেন, ফ্লেনার?' পাইপে তামাক ভরার ফাঁকে, চকটো বেন্ডের বসের দিকে না তাকিয়েই জানতে চাইল ও।

দু'জনের কেউই সরাসরি কথা বলেনি, কিংবা পরস্পরকে উইশও করেনি ওরা; চাইছিল আগে অন্যজন কথা বলুক। অস্বস্তিকর কিন্তু উত্তেজনাময় নীরবতা ভেঙে যেতে অস্পষ্ট স্বস্তি ফুটল ফ্লেনারের মুখে। 'নিশ্চিত থাকতে পারো, ক্যাপ্টেন, সময় হলে ফেরত দেয়া হবে। বোধহয় গানরুম বা অন্য কোথাও অস্ত্রগুলো রেখেছে ওরা, আমি দেখব ওগুলো যাতে সময়মত তোমাকে দেয়া হয়। বিশ্বাস করবে, তোমাকে দেখে সত্যিই কতটা খুশি হয়েছি?' হাত বাড়িয়ে দিল সে।

স্থির দৃষ্টিতে হাতটা দেখল শেলবি, তারপর ধীরে ধীরে নিজের হাত বাড়াল। 'করব যদি সকালে উঠে এখান থেকে ঠিক ঠিক চলে যেতে পারি,' প্রায় নিস্পৃহ কণ্ঠে মন্তব্য করল ও।

'নিশ্চয়তা দিয়ে বলতে পারি, তোমার ভালর জন্যেই করা হয়েছে এসব, ক্যাপ্টেন। বিগ জনের সাথে কিছুটা হলেও বন্ধুত্ব আছে আমার,

তা শুধু এ কারণেই যে চকটো ট্রেইল পাড়ি দেয়া গরুর পাল থেকে ঠিকমত কর আদায় করতে পারছি আমি; আমাকে বিশ্বাসও করে সে। কিন্তু বিচ্ছিন্ন কিছু ইন্ডিয়ান রয়েছে যারা রিজার্ভেশনে সাদা কোন আগন্তুকের উপস্থিতি মোটেই পছন্দ করে না। নিজেদের জমি সাদা সেটলারদের ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছে ওরা, সরে যেতে হয়েছে একেবারে পুব সীমানায়। এ অবস্থায় নতুন সেটলারকে দেখলে বিদ্বেষ অনুভব করবে, এটাই স্বাভাবিক। তোমাকে হাতের নাগালে পেয়ে ওরা যদি... '

'আসলে ওরা নয়,' শীতল, নির্লিপ্ত সুরে বলল শেলবি। 'মূলত সাদা-ইন্ডিয়ানরাই চাচ্ছে না এখানে থাকি আমি।'

চাপা বিরক্তি দেখা গেল ফ্লেনারের মুখে, অজান্তে ভুরু কোঁচকাল। শেলবি "সাদা-ইন্ডিয়ান" বলতে ওর ক্রুদের বুঝিয়েছে, না বোঝার মত বোকা নয় সে। প্রতিবাদ করতে মুখ খুলেছিল, লিটন জনের কাছ থেকে বাধা পেল।

ওর সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে ছেলেটি। উইল শেলবির দিকে আঙুল তুলে বলল: 'আজ আমার প্রাণ বাঁচিয়েছে ও। বাবাকে বলব ও আমার বন্ধু। এখানে যতদিন ইচ্ছে থাকবে, চকটোরা গুলি করবে না ওকে।'

আগোছাল ইংরেজি, তবে অর্থটা পরিষ্কার, অন্তত শেলবির কাছে। প্রায় পুরো একটা দিন ওর সাথে আছে ছেলেটি, অন্য যে-কারও চেয়ে লিটন জনের ইংরেজি বোঝা ওর জন্যে সহজ হয়ে গেছে।

হেসে লিটল জনকে ধন্যবাদ জানাল শেলবি, তারপর ফ্লেনারের দিকে ফিরল। 'রেড রীভারের ওপাড়ে ওর সাথে দেখা। সময়মত উপস্থিত হয়েছিলাম, একটা চিতা গাছ থেকে লাফিয়ে ওর ঘাড়ে পড়তে যাচ্ছিল তখন। গুলি করে চিতাটাকে ফেলে দেয়ার সময় জানতাম না বিগ জনের ছেলে ও। যাক্‌গে, জেনে হয়তো খুশি হবে বেশিদিন এখানে থাকার ইচ্ছে নেই আমার। টেক্সাসে অনেক কাজ ফেলে এসেছি।'

শেলবির শেষ কথায় ফ্লেনারের কুঁচকে যাওয়া ভুরু ফিরে গেল আগের জায়গায়। 'উত্তরে নিয়ে যাওয়ার জন্যে নতুন স্টক কিনছ নাকি?'

'কিনতেও পারি। কিন্তু ওয়েলিংটনে যা শুনেছি, নিশ্চিত থাকতে পারো তোমার নির্ধারিত হারে ঘাসের কর দেব না।'

'এখানে চকটোদের প্রতিনিধিত্ব করছি আমি, বন্ধু এবং সেটা

আইনের বাইরে নয়। আমাকে কেবল বিগ জনের একজন ডেপুটি বলতে পারো।'

'এমন কোন কর-আদায়কারীর কথা শুনিনি যে আদায় করা করের নব্বই শতাংশ নিজেই মেরে দেয়,' স্পষ্ট বিদ্রূপ প্রকাশ পেল উইল শেলবির কণ্ঠে। 'আর···"ক্যাপ্টেন" সম্বোধনটাও পছন্দ নয় আমার। ইউনিফর্ম ছাড়ার সাথে আমাদের সৈনিক জীবনও শেষ হয়ে গেছে, তাই না? যাক্‌গে, পুবের কোন খবর জানো, জ্যাক? গত দুই বছর কোন খবর পাইনি আমি।'

'বোধহয় সুসান স্টিফেন্স সম্পর্কে জানতে চাইছ?'

শেলবির মলিন মুখ দেখেই বোঝা গেল সুসান-স্টিফেন্সের প্রসঙ্গ ওর জন্যে কতটা স্পর্শকাতর; এবং তা ঢেকে রাখার চেষ্টাও করল না সে। 'হ্যাঁ,' ম্লান সুরে জবাব দিল ও। 'ওর কিংবা আমাদের কোন পুরানো বন্ধুর খবর।'

'শুনেছি তোমার খোঁজে পশ্চিমে এসেছে ও।'

'বাজে বকছ, জ্যাক! আমার তো মনে হয় তোমাকেই পছন্দ করে ও।'

'কনফেডারেট বাহিনীতে তুমিই ছিলে সবচেয়ে কমবয়েসী ক্যাপ্টেন এবং যথেষ্ট সুদর্শন,' ফ্রেনার এমন ভাবে ওর দিকে তাকাল যেন ছয় বছর আগের লোকটির সাথে বর্তমান লোকটির তুলনা করছে। 'সুসানের প্রিয়পাত্র এবং সবচেয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলে তুমি, আমার চেয়ে ভাল নাচতে জানো; সে-তুলনায় আমাকে বরং ওর একজন বন্ধু বলতে পারো। তাছাড়া তোমার স্বপ্ন অ্যালাবামা প্ল্যান্টেশন, যেখানে একশো নিগ্রোকে পুনর্বাসন করেছ তোমরা, সুসানের জন্যে ওটা আকর্ষণীয়। আর আমি···'

'কিন্তু যুদ্ধের পর সেসব আর নেই এখন,' তিক্ত স্বরে বলল শেলবি। 'বরাবরই ভাল পোকার খেলতে তুমি, বিবেক বা সঙ্কোচ কখনও তাড়া করেনি তোমাকে; এবং আত্মবিশ্বাসের সাথে এগিয়ে যাচ্ছ এখন। আমার ধারণা শেষপর্যন্ত তুমিই বড় দাঁওটা মারবে।'

'বড় দাঁও?'

'তোমার নীতিতে–প্রথমে সমৃদ্ধি এবং পরে মেয়েমানুষ। টেক্সাসের ক্যাটলম্যান আর এই ট্রেইল, দুটোরই ধন্যবাদ প্রাপ্য। বিপজ্জনক ট্রেইল

পাড়ি দিয়ে ক্যান্সাসের রেলরোডে যাওয়ার বদলে তোমাকে চড়া হারে ঘাসের কর দিচ্ছে ওরা। প্রয়োজনে জোর করেই আদায় করছ। এবং···হয়তো সুসানকেও নিজের আয়ত্তে নেবে একসময়।'

'আমার ধৈর্য আর আতিথেয়তার সমালোচনা করছ, ক্যাপ্টেন!'

'তুমি বোধহয় ভুলে যাচ্ছ আতিথেয়তাটা জোর করে আদায় করা?'

'একবার বলেছি, তোমার ভালর জন্যেই করা হয়েছে এসব। এবার বোধহয় কিছুটা হলেও তার নমুনা দেখতে পাবে,' ঘরে ঢোকা এক চকটো মহিলা আর নিগ্রোর দিকে তাকিয়ে বলল জ্যাক ফ্লেনার। দু'জনে খাবারের ট্রে এনে রাখছে কোণের ডাইনিং টেবিলে।

খাবারের আয়োজন সত্যিই চমৎকৃত হওয়ার মত। শেলবির মনে হলো পুবের কোন শহরের রেস্টুরেন্টে খেতে বসেছে। সালাদ, সুপ, রোস্ট করা মুরগীর সাথে ডিমের স্টেক, আলুর ফ্রেঞ্চ ফ্রাই, সীম, আপেল পাই···। অতিথিসেবক হিসেবে জ্যাক ফ্লেনারের আন্তরিকতার কোন ঘাটতি দেখা গেল না, অন্তত খাওয়ার সময়। প্রচুর খেল সে, এবং দুই অতিথিকেও খেতে বাধ্য করল।

সাপার শেষ করে ফায়ারপ্লেসের কাছে এসে বসল ওরা।

'লিটন জনকে ওর কেবিনে পৌঁছে দাও, জুজু,' পাইপ ধরিয়ে নিগ্রো চাকরকে নির্দেশ দিল ফ্লেনার। 'ওকে পৌঁছে দিয়ে এখানে ফিরে এসো।'

জুজু যখন ফিরে এল, ততক্ষণে গল্পে মশগুল হয়ে গেছে ওরা। ফ্লেনারের দামী সুগন্ধী সিগার টানছে। যুদ্ধের সময়কার কিংবা সৈনিক জীবনের বহু ঘটনা যা এখন কেবলই অতীত, দূরত্ব কমিয়ে দিয়েছে ওদের। যে-কেউ দেখলে মনে করবে দু'জন অন্তরঙ্গ বন্ধু।

দুটো পেট-মোটা পাত্রে বুরবন পরিবেশন করল জুজু। বুরবনের সঙ্গে সাইপ্রেস আর অ্যাবসিন্থের অশোধিত রস মিশিয়েছে সে, ঘরের অপেক্ষাকৃত অন্ধকার কোণে কাবার্ডের কাছে বুরবন ঢালার সময় কাজটা করেছে। সাইপ্রেস বা অ্যাবসিন্থে সম্পর্কে সচেতন ও, জানে যে-কোন লোককে অল্প সময়ের মধ্যে আচ্ছন্ন, মদ-পাগল করে তুলতে পারে। তবে উইল শেলবির পাত্রে পরিমাণটা অনেক বেশি, কোন সন্দেহ যাতে না হয় সেজন্যে ফ্লেনারের পাত্রেও মিশিয়েছে কিছুটা। ওর মনিব এ সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল।

পীতাভ রঙের পানীয়টি দেখে কিছুটা হলেও বিভ্রান্ত বোধ করল

শেলবি, ক্ষীণ সন্দেহ হলো ওর। জানে ওয়েলিংটনে ওর যোগাড় করা খবর এবং এখানে থাকার কারণ, দুটোই জানা দরকার ফ্লেনারের। *যে-কোন কিছু করতে পারে*, ভাবল ও, *বিশেষ করে অন্য ট্রেইল ড্রাইভাররা করের ব্যাপারে কি ভাবছে তারওপর ওর ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে।*

সন্দেহ হলেও নিজের ওপর আত্মবিশ্বাস আছে ওর, জানে যথেষ্ট পান করলেও বেফাঁস কিছু বলবে না; যদিও ফ্লেনার ঠিক তাই চাইছে, এবং সেটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। সাথেক সতীর্থের প্রতি এক ধরনের তাচ্ছিল্য অনুভব করল শেলবি, ফ্লেনারের গোপন ইচ্ছে বা বদ মতলব সম্পর্কে পরোয়া করছে না—স্পষ্ট প্রকাশ পেল ওর আচরণে। পরোক্ষ ভাবে হলেও ফ্লেনারের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করার সুযোগ ছাড়তে নারাজ ও। অপরিশোধিত অ্যাবসিন্থের অস্তিত্ব টের না পেলেও পানীয়ের রঙ সন্দিগ্ধ করে তুলেছে ওকে, জানে হয়তো কিছু একটা মেশানো আছে। এ ধরনের পানীয় পানের পূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকলেও নির্দ্বিধায় গলায় ঢালল শেলবি। পরে দেখা গেল দু'জনেই প্রচুর পান করছে।

একটু পর ফ্লেনারের সাথে দেখা করতে এল এক টেক্সান ফোরম্যান। চকটো ট্রেইল হয়ে গরুর পাল নিয়ে ক্যান্সাস যাচ্ছে সে, সঙ্গত কারণেই ঘাসের কর নিয়ে চকটো-বসের সাথে আলাপ করতে চায়। আগন্তুকের ভাবভঙ্গিতে মনে হলো শেলবি সম্পর্কে জানে সে, বন্ধুসুলভ চাহনি তার চোখে। আরও উত্তরে ট্রেইল পাড়ি দিতে গেলে যেসব অসুবিধা হতে পারে সেসব সম্পর্কে ওর কাছে পরামর্শ চাইল সে। কিন্তু এড়িয়ে গেল শেলবি। যখন স্থির করেছে আর পান করবে না, ঠিক তখনই আবারও পানীয় পরিবেশন করা হলো। সব সন্দেহ আর সতর্কতা ভুলে গেল ও। পরের এক ঘণ্টায় কি থেকে কি হলো, কিছুই মনে রাখতে পারল না।

মাঝরাতে ওকে বিদায় জানাল ফ্লেনার। সন্তুষ্টি তার চোখে, মুখে আন্তরিক হাসি। শেলবিকে নিচে নামতে সাহায্য করল স্যান্ডি মরিসন নামের ভুয়া ফোরম্যান। কোয়ার্টারের উল্টোদিকে, পঞ্চাশ গজ দূরের এক কেবিনে ওর শোয়ার আয়োজন করা হয়েছে।

ওপরের কামরায় ফায়ারপ্লেসের পাশে বসে ছিল ফ্লেনার, সামনে দাঁড়ানো জুজুর দিকে ছোট্ট একটা বোতল বাড়িয়ে ধরল। বোতলটির মুখ শক্ত করে আঁটা, ভেতরে গাঢ় রঙের কয়েকটা পোকা কাচের দেয়ালে

হামাগুড়ি দিয়ে বেরোনোর রাস্তা খুঁজছে।

বোতলের ভেতরে তাকিয়ে মাথা চুলকাল জুজু। মনিবের নির্দেশটা মনে পড়তে কয়লার মত কালো মুখে ভয় ফুটে উঠল।

'জুজু, এবার শোনাও তো ঠিক কি করতে যাচ্ছ?' চাপা স্বরে জানতে চাইল ফ্লেনার, কণ্ঠে উল্লাস।

হাতে বোতল জুজুর, তবে সেটা শরীর থেকে বেশ দূরে ধরা। এখনও মাথা চুলকাচ্ছে সে। আশঙ্কায় অস্থির হয়তো অন্য কাউকে আক্রমণ করার বদলে অদ্ভুত পোকাগুলো ওকেই আক্রমণ করবে। 'ইয়াসাহ্, মাসাহ্ জ্যাক,' ধীরে ধীরে বলল সে। 'মিসি সুসানের কেবিনে যেতে হবে। প্রথমে মিসির সাথে দেখা করার জন্যে মিসির চাকর টিলিকে বলতে হবে। তাকে বলব যে "আমার আসার" খবর জানো না তুমি, এবং আমি শুনেছি মিসি সুসান মাসাহ্ শেলবির সাথে দেখা করতে চান। ওঁকে বলব যে ক্যাপ্টেন মাতাল ও অসুস্থ হয়ে পড়ে আছে। তারপর ক্যাপ্টেনের কাছে নিয়ে যাব ওঁকে।'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কালো মুখটির দিকে তাকিয়ে থাকল ফ্লেনার। 'কিন্তু আসল কাজের কথাই ভুলে গেছ, জুজু।'

'না, ভুলিনি, মাসাহ্। আমার প্রথম কাজ মাসাহ্ শেলবির কেবিনে গিয়ে এটা,' বোতল দেখিয়ে বলল জুজু, 'তার গায়ের ওপর ঢেলে দেয়া। ওহ্···তার আগে···সারা গায়ে কাদা মেখে দিতে হবে যাতে নোংরা দেখায় ওকে।'

'ঠিক আছে, জুজু। এবার ঝটপট কাজ সেরে ফেলো।'

উল্লাস বোধ করছে ফ্লেনার, নিষ্ঠুর এক চিলতে হাসি লেপ্টে রয়েছে ঠোঁটের কোণে। চেয়ারে বসে নতুন সিগার ধরিয়ে ফায়ারপ্লেসের দিকে ঘুরে বসল। 'পুরো টেক্সাস পাড়ি দিয়ে শেলবির সাথে দেখা করতে এসেছে ও!' বিড়বিড় করে স্বগতোক্তি করল চকটো বেন্ডের কিং। 'বেশ, দেখা যাবে ক্যাপ্টেনকে তার "প্রিয়" বুনো পশ্চিমে এ অবস্থায় দেখে কতটা খুশি হয় মিস্ সুসান স্টিফেন্স!'

দুই

বৃষ্টি ভেজা বিশাল আখরোট আর হিক্যারি গাছের হলদেটে পাতার ছায়ায় পাশাপাশি বেশ কয়েকটি কেবিন দাঁড়িয়ে। সবচেয়ে মজবুত ও সুদৃশ্য কেবিনটির দিকে এগোচ্ছে জুজু। চারপাশে চাপ চাপ অন্ধকার, হালকা তালে বৃষ্টি পড়ছে এখনও। গায়ের ওপর ধূসর বর্ষাতি ভাল করে চাপিয়ে দিল সে, কান পর্যন্ত তুলে দিল কলার। উদ্দিষ্ট কেবিনের সামনে পৌঁছে দরজায় হালকা নক্ করল।

ভেতর থেকে প্রথমে সুসান স্টিফেন্সের মৃদু স্বর, তারপর টিলির নাকি সুরের প্রতিবাদ কানে এল ওর। স্লিপারের শব্দ দরজার দিকে এগিয়ে আসছে ক্রমশ। একটু পর টিলির কণ্ঠ শোনা গেল: 'কে?'

'আমি জুজু। মিসিকে জরুরী একটা খবর দিতে এসেছি।'

'ভাগ্ ব্যাটা!' দরজার ওপাশ থেকে টিলির খরখরে কণ্ঠ শোনা গেল। 'এত রাতে কারও ঘুম ভাঙিয়ে···' মেয়েটি আচমকা থেমে যেতে সুসান স্টিফেন্সের কোমল কণ্ঠ শুনতে পেল জুজু, তবে কথাটার অর্থোদ্ধার করতে পারল না।

'রাতের বেলায় ঘুরঘুর করা একটা শিয়াল ছাড়া আর কিছু নয় ও!' প্রতিবাদে ফেটে পড়ল টিলি। 'ঠিক আছে, তুমি যখন বলছ।' দরজাটা অর্ধেক খুলে গেল এবার। 'কিন্তু দরজার পাশে পোকার* হাতে দাঁড়িয়ে থাকব আমি। ওই নিগ্রোর মাথায় কি আছে জানি না, তবে কোন বদ মতলবে যদি এসে থাকে, ওর কপালে সত্যি খারাবি আছে আজ!'

ভেতরে ঢুকে মাথা থেকে হ্যাট সরাল জুজু, আড়চোখে দরজার পাশে দাঁড়ানো মোটাসোটা নিগ্রো মেয়েটিকে দেখল। স্পষ্ট বিদ্বেষ টিলির চোখে, হাতে সুচাল পোকার দণ্ড। অজান্তে ঢোক গিলল ও, অসহায়

পোকার (Poker) : ফায়ারপ্লেসের আগুন খোঁচানোর জন্যে সুচাল ধাতব দণ্ড

দৃষ্টিতে তাকাল পাঁচ গজ দূরে রকিং চেয়ারে বসা সুসান স্টিফেন্সের দিকে। ফায়ারপ্লেসের দিকে মুখ করে বসে ছিল মহিলা, হাতের বই থেকে মুখ তুলে ওর দিকে তাকালেও বইটা বন্ধ করেনি।

'কি ব্যাপার, জুজু?' কৌতূহলী স্বরে জানতে চাইল মহিলা। সিল্কের নীল একটা রোব তার পরনে। গভীর কালো চুল ঘাড়ের ওপর লুটানো, রাতের জন্যে এখনও বিনুনি করা হয়নি। ফায়ারপ্লেসের আলো পড়ে সোনার দুলে লাগানো হীরা থেকে দ্যুতি ছড়াচ্ছে।

'মিসি,' চাপা স্বরে বলল জুজু। 'ফোর্ট রিং থেকে আসার সময় মাসাহ্ জ্যাককে তুমি বলেছ যে শুধু মাসাহ্ উইল শেলবির সঙ্গে দেখা করতেই এখানে এসেছ। সত্যি কি ওর সাথে দেখা করতে চাও?'

কোলের ওপর রাখা বই একপাশে সরিয়ে উঠে দাঁড়াল সুসান স্টিফেন্স। গায়ের ওপর ভাল করে রোব চাপিয়ে দিল। 'সত্যি এখানে আছে ও?' চাপা, দ্বিধান্বিত স্বরে জানতে চাইল, খবরটা বিশ্বাস করতে পারছে না।

'ইয়াসাহ্, মিসি। আজ রাতেই এসেছে সে।' মাথা নিচু করল জুজু, সরাসরি মহিলার চোখের দিকে তাকাতে পারছে না। মন বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে ওর। প্রভুর প্রতি বিশ্বস্ততা ওকে কাজটা করতে বাধ্য করছে, কিন্তু স্পষ্ট বুঝতে পারছে শুধু উইলিয়াম শেলবিই নয়, এই মহিলার সাথেও প্রতারণা করতে হচ্ছে।

অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে দরজার পাশে দাঁড়ানো টিলির দিকে তাকাল সুসান। 'শুনেছ, টিলি? এবার নোংরা এই জায়গা ছেড়ে চলে যেতে পারব আমরা। জুজু,' নিগ্রো চাকরের দিকে ফিরল ও, অপরাধী চোখে ওর সন্তুষ্টি দেখছিল সে এতক্ষণ। 'তুমি কি ক্যাপ্টেন শেলবিকে বলেছ যে ওর প্ল্যান্টেশন থেকে অসৎ লোকগুলোকে তাড়িয়ে দেয়া হয়েছে, প্ল্যান্টেশনে ওর মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আবার? বলোনি বোধহয়। আমি নিজেই ওকে সুসংবাদটা দিতে চাই!'

অসহায়, রিক্ত দেখাল জুজুকে। 'ক্যাপ্টেন শেলবি পাশের কেবিনে আছে...' বলে থেমে গেল। মুখে কথা আটকে গেছে, ঢোক গিলে গলা ভিজিয়ে নিল।

'কি হয়েছে, দয়া করে বলো আমাকে!' অনুনয় করল সুসান স্টিফেন্স. কালো চোখে রাজ্যের শঙ্কা ফুটে উঠেছে। 'ওকে এখানে নিয়ে

আসোনি কেন? ও কি আমার সঙ্গে দেখা করতে চায় না? ওহ্, আমি জানি আমার কথা বললে নিশ্চই আসত। যাও, জুজু, ওকে এখুনি এখানে নিয়ে এসো!'

প্রচণ্ড ঠাণ্ডার মধ্যেও কয়েক ফোঁটা ঘাম ঝরে পড়ল জুজুর কোঁচকানো ভুরু থেকে। 'ক্যাপ্টেন অসুস্থ, মিসি। সে,' ফের ঢোক গিলে গলা ভিজিয়ে নিল ও। 'প্রচুর পান করায় মাতাল হয়ে পড়ে আছে এখন। ওকে দেখে তুমি হয়তো খুশি হতে পারবে না।'

'বিশ্বাস করি না!' তীক্ষ্ণ স্বরে বলল সুসান। 'ক্যাপ্টেন শেলবি এমন করতেই পারে না! ...ঠিক আছে, ওর কাছে নিয়ে চলো আমাকে। তুমি বাইরে অপেক্ষা করো, কাপড় বদলে আসছি আমি।'

প্রথম কাজটা নির্বিঘ্নে সারা গেছে, বেরিয়ে যাওয়ার সময় তিক্ত মনে ভাবল জুজু। বাইরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষায় থাকল ও। তিন মিনিট পরই বেরিয়ে এল দু'জন। টিলির হাতে একটা লণ্ঠন। বৃষ্টির মধ্যে এগোল ওরা।

'কোথায় ও, জুজু?' অধীর কণ্ঠে জানতে চাইল সুসান।

'এই পথে, মিসি,' বলল জুজু, কেবিনের পশ্চিমে এগোচ্ছে।

বিশ কদমের মত এগোনোর পর আরেক কেবিনের সামনে উপস্থিত হলো ওরা। দরজার নিচ দিয়ে ম্লান আলোর রেখা বেরিয়ে এসেছে বাইরে। কবাট ঠেলে ঢুকে পড়ল জুজু। ঠিক পেছনে সুসান স্টিফেন্স। সামনে থেকে জুজুকে প্রায় ঠেলে সরিয়ে দিয়ে ভেতরে ঢুকল ও। উৎকণ্ঠায় গলা শুকিয়ে আসছে। আবছা অন্ধকার ভেদ করে কেবিনের ভেতরটা দেখার চেষ্টা করল। ফায়ারপ্লেসের আগুন প্রায় নিভে এসেছে। ছাইয়ের নিচ থেকে নিভু নিভু কয়লার সোনালী আভা বেরিয়ে আসছে, আবছা ভাবে উল্টো দিকে দেয়ালের কাছে একটা বাঙ্ক চোখে পড়ল।

'আলোর ব্যবস্থা করছি, মিসি,' বলে ফায়ারপ্লেসের দিকে এগোল জুজু। পাশে জমিয়ে রাখা পাইন কাঠের ফালির কয়েকটা তুলে নিয়ে কয়লার ভেতর ঠেসে ধরল। কিছুক্ষণের মধ্যে আগুন ধরে গেল, উজ্জ্বল আলো ছড়িয়ে পড়ল সারা ঘরে।

'আমি তো কিছুই দেখতে পাচ্ছি না, জুজু!' উদ্বেগ আর ভয় প্রকাশ পেল সুসান স্টিফেন্সের অধৈর্য কণ্ঠে। 'কেবল খালি দুটো বাঙ্ক! কোথায় ও?'

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিতে পারল না জুজু। অবিশ্বাসের সাথে বাঙ্কের দিকে তাকিয়ে আছে। ফাঁকা সেটা! অথচ একটু আগেও ক্যাপ্টেনকে বিছানায় দেখে গেছে, মড়ার মত পড়ে ছিল। বোতলটা পর্যন্ত আছে, খোলা–ঠিক যেভাবে ঘুমন্ত ক্যাপ্টেনের শিয়রের পাশে রেখে গিয়েছিল। 'নেই!' মাত্র একটা শব্দে নিজের বিস্ময় প্রকাশ করল জুজু।

মহিলা দু'জন দেখছিল ওকে। সুসান স্টিফেন্সের চোখে যুগপৎ ভয় আর শঙ্কা। কিন্তু নিগ্রো মেইডের মুখে বিস্ময়ের বদলে বিদ্বেষ দেখা গেল। 'নেই?' চাপা স্বরে ধমকে উঠল সে। 'ছিল নাকি?' হাতের পোকার দণ্ড নাড়তে ভয় পেয়ে দু'পা পিছিয়ে গেল জুজু।

'বিশ্বাস করো!' হাত জোড় করে অনুনয় করল জুজু, চোখে পানি চলে এসেছে। 'এখান থেকে যখন মিসির কেবিনে গেছি, তখনও বাঙ্কে শুয়ে ছিল ক্যাপ্টেন। সারা সন্ধে পান করেছে সে, এতটা যে বিছানা থেকে উঠে যাওয়া ওর পক্ষে কোন ভাবেই সম্ভব ছিল না। ইন্‌জুন! আমি নিশ্চিত হারামী ইন্ডিয়ানরা তুলে নিয়ে গেছে ওকে!'

*

সাদা মানুষটার কাছ-ছাড়া হওয়ার ইচ্ছে নেই লিটন জনের। কারণ, নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে ওকে রক্ষা করেছে লোকটি। নিজের ইচ্ছের কথা জুজুকে জানায়নি ও, নিগ্রো চাকর ওকে কেবিনে পৌঁছে দেওয়ার পরপরই কেবিন থেকে বেরিয়ে এসেছে লিটন জন। তারপর বড় কেবিন অর্থাৎ জ্যাক ফ্লেনারের কোয়ার্টারের কাছে এসে বিশাল এক আখরোটের গুঁড়ির আড়ালে অপেক্ষায় থেকেছে। বেশ কিছুক্ষণ পর ক্যাপ্টেন শেলবিকে নিয়ে ওপর থেকে নেমে এল স্যান্ডি মরিসন, ক্যাপ্টেনকে জুজুর জিম্মায় রেখে বারে গিয়ে ঢুকল। দরজার কাছে অপেক্ষায় থাকল জুজু। পরে, মরিসন বেরিয়ে আসতে দু'জনে মিলে ক্যাপ্টেনকে ধরে উল্টোদিকের কেবিনের দিকে এগোল।

পিছু নিল লিটন জন। লোকগুলো কেবিনে ঢুকে পড়তে পাশের দেয়ালের কাছে চলে এল। বেড়ার ছোট্ট ছিদ্র দিয়ে ভেতরে তাকাল ও। স্যান্ডি চলে যেতে নিজের কাজ সারল জুজু, ক্যাপ্টেনের শরীরে ফাঁদা মেখে ছোট্ট বোতলের মুখ খুলে তার শিয়রের পাশে রেখে দিল। শেষে কেবিন ছেড়ে ছুটে বেরিয়ে গেল নিগ্রো।

চুপিসারে কেবিনে ঢুকল লিটন জন।

বয়স তেরো হলেও শরীরটা মজবুত ওর, গায়ে জোরও আছে বেশ। তবুও ক্যাপ্টেনের একশো আশি পাউন্ডের শরীর তুলে নিয়ে যাওয়া ওর জন্যে অসম্ভব হত। ইন্ডিয়ান গ্রামে "যুদ্ধ যুদ্ধ" খেলার একটা অংশ হচ্ছে "আহত" যোদ্ধাদের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া। নিজের চেয়ে বেশি বয়সী আর ভারী ইন্ডিয়ান ছেলেদের অনায়াসে টেনে নিয়ে গেছে ও। সেই অনুশীলনই কাজে লাগল এবার।

কষ্টেসৃষ্টে ক্যাপ্টেনের ভারী শরীর কাঁধে তুলে দরজার দিকে এগোল লিটন জন। এলোমেলো পা ফেলছে, শক্তি সঞ্চয় করতে দু'বার থামতে হলো। বেরিয়ে এসে দরজার কবাট টেনে দিল। স্খলিত পায়ে কেবিনের লাগোয়া বনের দিকে এগোল এরপর। নুড়িপাথরে হোঁচট খেয়ে আরেকটু হলে ফেলে দিচ্ছিল ক্যাপ্টেনকে, কোন রকমে সামলে নিল। দৃঢ় সংকল্পের কারণেই দু'শো গজ দূরের পাইন বনে পৌঁছল একসময়। বনের শুরুতে বড়সড় একটা গাছের গুঁড়ির সাথে ঠেস দিয়ে ক্যাপ্টেনকে বসাল ও। মিনিট কয়েকের বিশ্রাম নিয়ে ফিরতি পথে করালের দিকে এগোল এবার।

করালটা একেবারে শেষ প্রান্তে। বিশাল শেডের নিচে দু'পাশে সারিবদ্ধ স্টল। অনেক ঘোড়ার মধ্যে নিজের পনিটাকে খুঁজে পেতে অসুবিধে হলো না ওর। কিন্তু সমস্যা হলো ক্যাপ্টেনের সোরেলকে খুঁজতে। আবছা আলোয় স্টলের একেবারে শেষ দিকে ঘোড়াটা দেখতে পেল লিটন জন। ওর সমস্যার শুরুও হলো তখন। কাছে যেতে হ্রেষা ধ্বনি করে পিছিয়ে গেল সোরেলটা।

স্যাডল-র‍্যাকের কাছে চলে গেল লিটন জন। ক্যাপ্টেনের স্যাডল নামিয়ে ল্যারিয়েট হাতে সন্ত্রস্ত ঘোড়াটির দিকে এগোল। ধারণা করল ল্যারিয়েটে প্রভুর গন্ধ পেয়ে শান্ত হবে ওটা। কিন্তু ইতোমধ্যে আগের জায়গা থেকে সরে গেছে চার-পেয়ে জন্তুটা।

বাধ্য হয়ে আবারও খুঁজতে শুরু করল লিটন জন। দূর থেকে সোরেলের ঘাড়ের ওপর ল্যারিয়েট ছুঁড়ে মারল। সমানে মুখ চলছে ওর, চাপা স্বরে ঘোড়াটাকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করছে। ধীরে ধীরে ফাঁস ছোট করে আনল ও, সোরেলকে স্যাডল-র‍্যাকের কাছাকাছি নিয়ে আসতে সক্ষম হলো। স্যাডল চাপিয়ে নিজের পনিতে চড়ল লিটন জন। সোরেলের লাগাম হাতে করাল থেকে বেরিয়ে এল।

কিন্তু বনের কাছে এসে বেকুব বনে গেল ও। ক্যাপ্টেন শেলবি উধাও হয়ে গেছে! লিটন জনের ছোট্ট মাথায় সবার আগে খারাপ চিন্তাটাই খেলে গেল–বোধহয় প্রথম থেকে ওকে অনুসরণ করছিল কেউ এবং শেষে একা পেয়ে ক্যাপ্টেনকে তুলে নিয়ে গেছে।

ঘোড়া দুটো গাছের সঙ্গে বেঁধে গানরুমের দিকে এগোল ও। ফ্লেনারের কোয়ার্টারের পাশের দালানে ছোট্ট একটা কামরা গানরুম হিসেবে ব্যবহৃত হয়, পাশেই বার। বাররুম থেকে মাতাল ক্রুদের চড়া কণ্ঠের প্রলাপ আর টেবিলে পোকার চিপ্‌স্ ফেলার শব্দ ভেসে আসছে। মৃদু ঠেলা দিয়ে গানরুমের দরজা খুলে ফেলল লিটন জন, সন্তর্পণে সেঁধিয়ে গেল ভেতরে।

উল্টোদিকের দেয়ালে ফিশ ক্যাডালকে ক্যাপ্টেনের অস্ত্র রাখতে দেখেছিল ও। অন্ধের মত হাতড়ে এগোল, দেয়ালের সাথে ঠেস দিয়ে রাখা উইনচেস্টার খুঁজে পেল প্রথমে। আঙটার সাথে ঝোলানো হোলস্টার সহ কোল্ট জোড়া খুঁজে পেয়ে গানবেল্ট কাঁধে নিয়ে, রাইফেল হাতে বেরিয়ে এল ও।

বাররুম পেরিয়ে আসতে এন্টোনিও বেটোর মুখোমুখি পড়ে গেল লিটন জন। 'এই ব্যাটা, ইন্‌জুনের বাচ্চা!' জড়ানো স্বরে চিৎকার করে উঠল সে। ওকে ধরতে হাত বাড়াল, কিন্তু শেষ মুহূর্তে পাশ কাটিয়ে গেল লিটন জন। পড়িমরি করে ছুটল অন্ধকারের উদ্দেশে।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বাররুম থেকে বেরিয়ে এল অন্যরা। ক্ষণিকের জন্যে অনিশ্চয়তায় ভুগল বেটো, কি করবে ঠিক বুঝতে পারছে না। শেষে ফ্লেনারের কোয়ার্টারের দিকে এগোল। দুই ধাপ সিঁড়ি টপকে থেমে গেল সে। 'শুনেছ, কিং? ইন্‌জুন ছেলেটা গানরুম থেকে অস্ত্র চুরি করেছে!' চিৎকার করে বস্-কে জানাল সে।

আরও দুই ধাপ উঠতে সামনে জ্যাক ফ্লেনারকে দেখতে পেল। থমথমে দেখাচ্ছে চকটো বসের মুখ, চোখ কুঁচকে সারা আঙিনায় চোখ বুলাল সে। বিড়বিড় করে খিস্তি আওড়াল। ঠিক এসময়ে উল্টোদিকের কেবিনের সামনে দেখা গেল জুজুকে। চিৎকার করে ক্যাপ্টেনের উধাও হয়ে যাওয়ার খবর জানাল নিগ্রো চাকর। জ্যাক ফ্লেনারের উদ্বেগ আরও বেড়ে গেল এবার।

সামনে সমূহ বিপদ দেখতে পাচ্ছে সে। স্পষ্ট অনুভব করছে উইল

শেলবির ওপর সুসান স্টিফেন্সের মন নিরাসক্ত করার পরিকল্পনা বিফলে যেতে বসেছে। মেয়েটিকে হারানো মানেই নিজের আত্মবিশ্বাস আর অহঙ্কারের ওপর বিরাট আঘাত, কিন্তু পাশাপাশি সমৃদ্ধি অর্জনের প্রতিশ্রুতিও হারাতে হতে পারে এখন। সবকিছু ওই লোকটির ওপর নির্ভর করছে, যাকে মনে-প্রাণে ঘৃণা করে ও। উইল শেলবি একাই ওর উচ্চাকাঙ্ক্ষা আর সাফল্যের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে।

ঠাণ্ডা মাথায় কিছুক্ষণ ভাবল সে। তারপর ডাচ ম্যাথুয়েন, স্যান্ডি মরিসন আর ফিশ ক্যান্ডালকে ডেকে পাঠাল। ফায়ারপ্লেসের কাছে চেয়ারে বসে সিগার ধরাল ফ্লেনার। দুশ্চিন্তায় কুঁচকে গেছে কপালের চামড়া। নিরাসক্ত দৃষ্টিতে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকা তিন ক্রু-কে দেখল। 'প্রত্যাশার চেয়েও বেশি কামাই করছ এখানে, এটা সম্ভব হয়েছে সঠিক পরিকল্পনা আর দক্ষতার সঙ্গে সবকিছু আমি সামলাতে পারছি বলেই। চকটো ট্রেইল আমাদের ভাগ্য খুলে দেবে, সবাই বড়লোক হয়ে যাব আমরা! শুধু এক মরসুমেই বিস্তর কামিয়ে নিতে পারব।

'উইল শেলবি আমাদের পথে সবচেয়ে বড় বাধা। আজ রাতে আলাপের সময় সরাসরি তাই ঘোষণা করেছে সে। ওয়েলিংটনে কিছু একটা জেনেছে ও, মনে হচ্ছে সেটা আমাদের ক্ষতি করার জন্যে যথেষ্ট। তোমাদের কাছে কি তা যথেষ্ট মনে হচ্ছে না? হয়তো চকটো ছেলেটাই ওকে বের করে নিয়ে গেছে।'

'বেরিয়ে পড়ো সবাই, ডাচ। প্যাঙ্কি ইয়েটস ওর ক্রুদের নিয়ে বাইরে আছে, টেক্সাসের মেয়েটা পাল সরিয়ে নিচ্ছে বলে বাধা দিতে গেছে ওরা। কিন্তু অন্যরা, ত্রিশজনের মত থাকার কথা। একজনও যেন বাররুম বা বাঙ্কে না থাকে! খারাপ খবরটা জানাও ওদের, আমি চাই প্রত্যেকটা লোক জানুক, কিন্তু কোন চকটো যেন জানতে না পারে। যেভাবে হোক শেলবিকে ধরে নিয়ে আসবে, না পারলে ঝামেলা সেরে লাশটা নিয়ে এসো। কিন্তু সবাই জানবে ওকে মৃতই পেয়েছ তুমি, অন্য কেউ কাজটা করেছে।

'আর শোনো, আমি চাই না চকটো ছেলেটার কোন ক্ষতি হোক। শেলবিকে নরকে পাঠানোর আগে ওকে আলাদা করতে ভুলো না। এই শয়তান ছেলেটাও এখানে এসে সমস্যা করতে পারে। ও যদি কোন ঝামেলা করে, তাহলে দয়া দেখানোর দরকার নেই। কাজ সেরে রেড

রীভারের তলায় পাথর চাপা দিয়ে রেখে আসবে।

'স্যান্ডি, একজনকে নিয়ে এখানে থেকো তুমি। অন্যরা, জলদি বেরিয়ে পড়ো এবং ঠিক যেভাবে বলেছি তা না সারা পর্যন্ত ফিরে এসো না!'

তিন

লিটন জন রেখে যাওয়ার পরের কয়েক মিনিট প্রায় অচেতন অবস্থায় পড়ে থাকল উইল শেলবি। ধীরে ধীরে চেতনা ফিরে পাচ্ছে, আচ্ছন্ন ভাব কেটে যেতে লাগল। চাপ চাপ অন্ধকারে প্রথমে কিছুই চোখে পড়ল না ওর, বুঝতে পারছে না ঠিক কোথায় আছে। একসময় অবাক হয়ে দেখল গাছের নিচে বসে আছে, কোন কেবিনে নয়!

কিভাবে এখানে এল, মনে করতে পারল না। সারা শরীরে রাজ্যের অবসাদ অনুভব করছে, আচ্ছন্ন ভাবটা বৃষ্টিতে ভিজেও কাটতে চাইছে না। মাথা পেছন দিকে হেলিয়ে মুখে বৃষ্টির ফোঁটা পড়তে দিল ও, কিন্তু খানিক পরই বিরক্ত হয়ে পড়ল। বোকার মত অত্যধিক পান করেছে বলে নিজের ওপর রাগ হচ্ছে।

সহজাত প্রবৃত্তি বশেই, অবচেতন মনে নিজের নিরাপত্তার কথা মাথায় এল ওর। কোমরে হাত বাড়াতে টের পেল যথাস্থানে নেই কোল্ট দুটো। সহসা মনে পড়ে গেল সব–চারজন রাইডার, চকটো বেন্ড, জ্যাক ফ্লেনার, প্রচুর হুইস্কি আর লিটন জন। *ছেলেটা কোথায়?* প্রবল বেগে মাথা নাড়ল ও, দু'হাতে মুখ মুছে সব পানি সরিয়ে দিল। এবার পরিষ্কার হয়ে গেল সবকিছু···ফ্লেনার চালাকি করেছে ওর সঙ্গে!

কিন্তু রিজার্ভেশনে কেন এসেছে ও?

মনে পড়েছে! গরু নিয়ে ওয়েলিংটনে গিয়েছিল ও। আরও পশ্চিমে, অন্য একটা ট্রেইল ধরে–চিশল্ম ট্রেইল। চকটো ট্রেইলের চেয়ে অনেক বেশি পানি আর ঘাস রয়েছে সেখানে। ফ্লেনারকে কি গোপন এ খবর

হতোদ্যম, পরাজিত একজন মানুষ; অথচ একসময় সুদর্শন এই পুরুষ ছিল ওর স্বপ্নের মানুষ···

'বোসো, মাসাহ্ উইল,' ফায়ারপ্লেসের লাগোয়া একটা চেয়ার দেখিয়ে কামরার অটুট নীরবতা ভাঙল টিলি। 'কফির ব্যবস্থা করছি।' ফিরে গিয়ে দরজা বন্ধ করল সে, তারপর আহত দৃষ্টিতে তাকাল সুসানের দিকে। 'চুপ করে আছ কেন, মিস্? তুমি কি মাসাহ্কে চেনো না?' করুণ স্বরে জানতে চাইল সে। 'দাঁড়িয়ে থেকে এমন ভাবে ওকে দেখছ যেন ও একটা ভূত বা ওরকম কিছু! একটু অপেক্ষা করো, ওর কাপড় পরিষ্কার করার ব্যবস্থা করছি।'

সুসান স্টিফেন্সের দিকে তাকাল শেলবি, প্রথমবারের মত একত্রিত হলো ওদের দৃষ্টি। 'হ্যালো, সু!' দুর্বল স্বরে বলল ও। দাঁড়িয়ে বো করার প্রয়াস পেল, কিন্তু কেঁপে উঠল শরীর। বাধ্য হয়ে বসে পড়ল, মেঝেয় লুটিয়ে পড়ল ওর হ্যাট।

এগিয়ে এসে দুই আঙুলে হ্যাটখানা তুলে নিল সুসান, ঘরের কোণে ছোট্ট টেবিলের দিকে ছুঁড়ে দিল। ফিরে গিয়ে রকিং চেয়ারে বসে পড়ল ও। মুখ থমথমে দেখাচ্ছে, শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল ফায়ারপ্লেসের আগুনের দিকে।

এদিকে কফি আর গরম পানির আয়োজন করছে টিলি।

চেয়ারের ব্যাক-রেস্টে মাথা এলিয়ে দিয়েছে শেলবি। ঝিমঝিম আর ভারী অনুভূত হওয়া মাথার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে। অনেকক্ষণ ধরে কেউ কিছু বলল না। অস্বস্তিকর অটুট নীরবতা লেগে থাকল সারা ঘরে, ফায়ারপ্লেসে পুড়তে থাকা কাঠের টুকরোর শব্দ কিংবা বাইরে দমকা বাতাসের সাথে তাল মিলিয়ে পড়তে থাকা হালকা বৃষ্টির আওয়াজ স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে।

'তো, তুমি এখন অ্যাবসিন্থেয় আসক্ত,' ম্লান কণ্ঠে নীরবতা ভাঙল সুসান, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি লেগে আছে শেলবির মুখে। 'পরের পর্বটি বোধহয় নরক–মানে মৃত্যু, তাই না?'

মাথা তুলে ওকে দেখল শেলবি। 'অ্যাবসিন্থে?' পাল্টা প্রশ্ন করল সে, চাপা রাগ দেখা গেল মুখে। 'তুমি কিভাবে জানলে?'

'বাবার দুই বন্ধু পান করত, এবং জীবন দিয়ে তার মূল্য দিয়েছে ওরা। ···তুমি কেবিনে ঢোকার সময় গন্ধটা পেয়েছি।'

'অ্যাবসিন্থে?' প্রলাপের মত আচ্ছন্ন স্বরে বলে উঠল শেলবি, স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ফায়ারপ্লেসের দিকে। 'ওই জঘন্য আবর্জনার পিণ্ড···ফ্লেনার তাই খাওয়াল আমাকে?' এবার সবকিছুই পরিষ্কার হয়ে গেল ওর কাছে, ফ্লেনারের গায়ে পড়া আতিথেয়তা, যত ইচ্ছে হুইস্কি সরবরাহ···সবই ছিল সাজানো। নিজের ভেতর প্রতিহিংসা আর ঘৃণা অনুভব করল ও। কিন্তু এটাও টের পাচ্ছে আপাতত কিছুই করার নেই। আগে সুস্থ হতে হবে।

চেয়ারে শরীর এলিয়ে দিল ও, কেবিনের ছাদে পড়া বৃষ্টির ফোঁটার শব্দ শোনার চেষ্টা করল। কেমন ছন্দময় মনে হচ্ছে। 'ওর সাথে ড্রিঙ্ক করতে দ্বিধা করলাম না,' নিচু, তিক্ত স্বরে স্বগতোক্তি করল। 'আবার আমি এমনই বোকা যে একটু আগে ভেবেছি অ্যালাবামায় চলে এসেছি!' ক্লিষ্ট হাসি দেখা গেল ওর মুখে। চোখ তুলে সুসানের দিকে তাকাল। 'ফ্লেনার বলেছিল আমাকে দেখতে পশ্চিমে আসছ তুমি। কিন্তু এটা ঘুণাক্ষরেও বলেনি যে এখানে, চকটো বেন্ডের একটা কেবিনেই আছ!'

প্রত্যুত্তরে কিছু না বলে ঘরের কোণের সাইড টেবিলের দিকে এগোল সুসান। শেলবির হ্যাট তুলে নিয়ে বাড়িয়ে ধরল।

নীরবে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে থাকল শেলবি, তারপর ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল। হ্যাট নিয়ে এগোল দরজার দিকে।

'ওহ্, মিস্ স্টিফেন্স!' আর্তনাদের মত শোনাল টিলির কণ্ঠ। 'সত্যি কথাটা ওকে বলছ না কেন?' ঘুরে শেলবির দিকে তাকাল, ততক্ষণে দরজার নবে হাত দিয়েছে শেলবি। 'মাসাহ্ ক্যাপ্টেন উইল!' দাস-জীবনের নম্রতা ভুলে গিয়ে প্রায় নির্দেশের সুরে পেছন থেকে ডাকল মেয়েটা।

'টিলি!' তীক্ষ্ণ স্বরে মেয়েটিকে নিরস্ত করতে চাইল সুসান।

মাথা নাড়ল টিলি, মুখ দেখে মনে হলো কেঁদে ফেলবে। 'হানি, এর আগে কখনোই তোমার আদেশ অমান্য করিনি,' তিক্ত স্বরে উত্তর দিল ও, অসহায় দেখাচ্ছে মুখ। 'কিন্তু তাই করব এখন–মাসাহ্ উইলকে যেতে দেব না আমি, অন্তত সত্য কথাটা না শোনা পর্যন্ত! একটু আগেই বলেছ সুসংবাদটা নিজে দিয়ে আনন্দ পেতে চাও। হয় এখনই ওকে জানাবে তুমি, নয়তো আমিই বলে দেব!'

দরজার নবে হাত রেখে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকল শেলবি, কৌতূহলী হয়ে

উঠেছে।

'বলার মত সময় বা পরিস্থিতি নয় এটা, টিলি...' অসন্তোষের সাথে মেইডের দিকে তাকাল সুসান, পরস্পরের সাথে চেপে বসেছে ঠোঁট দুটো। গভীর নিঃশ্বাস ছেড়ে শেষে যোগ করল, 'গুরুত্বও নেই বোধহয়।' শ্রাগ করে চেয়ারে বসে বিছানার ওপর রাখা বইটা তুলে নিল ও। 'গুড নাইট, ক্যাপ্টেন শেলবি!' মুখে বললেও চোখ তুলে তাকাল না।

'আসলে তুমি কি চাও, মিস্? নিশ্চই চাও না আমিই ওকে খবরটা দেই?' মাথা নাড়ছে টিলি। 'কিন্তু খবরটা চেপে রাখার কোন অর্থ খুঁজে পাচ্ছি না আমি। মাসাহ্ ক্যাপ্টেনের জানা উচিত ওর প্ল্যান্টেশন এখন অন্য কারও নয়, ওরই। ইচ্ছে করলেই সে ফিরে যেতে পারে ওখানে। তার আরও জানা উচিত যে ওর সন্ধানে সারা টেক্সাস ঘুরেছ তুমি, এবং শুধু এই খবরটা ওকে নিজে দেয়ার জন্যে। তুমি ওকে আরও বলতে চেয়েছ প্ল্যান্টেশনের যে কর বকেয়া পড়েছে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সেটা দিতে না পারলে ওকে প্ল্যান্টেশন হারাতে হতে পারে।' ক্ষণিকের জন্যে থামল মেয়েটা, উত্তেজনা আর একটানা কথা বলার কারণে হাঁপিয়ে উঠেছে। 'আমি সত্যিই দুঃখিত, মিস্! নিজেকে সামলাতে পারিনি!' কণ্ঠে বিষণ্নতা থাকলেও, দুঃখের ছিটেফোঁটাও দেখা গেল না ওর মুখে। সুসান যে-খবর নিজে দিতে চেয়েছিল, বাধ্য হয়ে সেটি ওকেই দিতে হলো বলে খানিকটা অস্বস্তি লেগে থাকল চোখে।

নিজেই নিজেকে বঞ্চিত করেছে সুসান, একইসঙ্গে দু'জনের উচ্ছ্বাস দেখার আনন্দ থেকেও বঞ্চিত করেছে ওকে, ভাবল টিলি। কিন্তু শেলবির প্রতিক্রিয়া দেখে রীতিমত হতাশ হলো। একেবারেই নিস্পৃহ দেখাচ্ছে ক্যাপ্টেনকে, খুশির খবরে আদৌ খুশি হয়েছে কিনা মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে না। কফির জন্যে বসানো কেতলিতে ফুটন্ত পানির শব্দে সেদিকে মনোযোগ সরে গেল টিলির।

দরজার কাছে ঘুরে দাঁড়াল শেলবি, সুসানের দিকে ফিরল। দেখল উল্টোদিকে ফিরে আছে মেয়েটি, দীর্ঘ একহারা অপূর্ব শারীরিক কাঠামোই চোখে পড়ছে কেবল; কিন্তু তারপরও মেয়েটির আড়ষ্ট কাঁধ, গর্বিত উঁচু মাথা, দৃঢ় চোয়াল, পরস্পরের সাথে চেপে বসা ফ্যাকাসে ঠোঁট আর আলগা অবিন্যস্ত কালো চুল চোখে পড়ল ওর। সবকিছুতে নিদারুণ অভিমান আর আশাহতের যন্ত্রণা প্রকাশ পাচ্ছে।

যন্ত্রণাদায়ক দীর্ঘ নীরবতা শেষে মুখ খুলল শেলবি: 'আমি দুঃখিত, জঘন্য একটা ভুল করেছি। হয়তো আমাকে ভুলই বুঝেছ, সু। কিন্তু···যাক্‌গে, আমি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ, কারণ তোমরা কেউ না বললেও নিশ্চিত জানি, আমার বাড়িটা রক্ষা করার জন্যে সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছ তুমি। তবে অ্যালাবামায়···পুরানো জীবনে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছে নেই আমার। কারণ, বুনো এই পশ্চিমে পছন্দের জিনিসগুলো খুঁজে পেয়েছি আমি।' একটু থামল ও, চোখ জোড়া স্থির হলো সুসানের আড়ষ্ট কাঁধে। 'প্ল্যান্টেশনটা তোমাকে দিতে চাই আমি, সু। তুমি কি নেবে?'

ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল সুসান, আচমকা ঘুরে দাঁড়াল কিন্তু তাকাল না শেলবির দিকে। দু'হাতে মাথা চেপে ধরে বিছানায় বসে পড়ল। 'না, আমি ওটা চাই না!' বিড়বিড় করে বলল ও। 'যেখানে তুমি নেই!' কিন্তু ওর রুদ্ধ কণ্ঠের শেষ কথাটা তীক্ষ্ণতায় যথেষ্ট নয় বলে শেলবির কান পর্যন্ত পৌঁছল না। তাছাড়া ছাতে বৃষ্টির বিরামহীন শব্দ আর ঠিক সেই মুহূর্তে দরজায় নক্ হওয়ার আওয়াজ ঢেকে দিয়েছে ওর তিক্ত স্বীকারোক্তিটুকু।

'সুসান?' বাইরে জ্যাক ফ্লেনারের কণ্ঠ শোনা গেল। 'কেবিনে আলো দেখতে পাচ্ছি। জেগে আছ নাকি?'

ঝটিতি মাথা তুলে দরজার দিকে তাকাল সুসান, শঙ্কা ফুটে উঠেছে চোখে। শেষে চঞ্চল দৃষ্টি স্থির হলো শেলবির মুখে।

কবাটের পাশে সরে গেল শেলবি, দরজা খুললে যাতে আড়ালে থাকতে পারে। সুসানের দিকে তাকাতে দেখতে পেল অশ্রুসিক্ত চোখে প্রশ্ন ফুটে উঠেছে। মাথা নাড়ল ও।

'শুঁতে যাচ্ছিলাম, জ্যাক,' অনিশ্চয়তা কাটিয়ে উত্তর দিল সুসান, চেষ্টাকৃত নিস্পৃহ শোনাল ওর কণ্ঠ। 'কি হয়েছে?'

'ক্যাপ্টেন শেলবিকে নিয়ে দুশ্চিন্তা হচ্ছে,' নিঃসঙ্কোচে মিথ্যে বলল ফ্লেনার। 'সন্ধেয় এখানে এসেছিল সে, কিন্তু হঠাৎ কাউকে কিছু না বলে বেরিয়ে গেছে। এখানে এমন অনেক লোক আছে যারা ওর ক্ষতি করতে পারে। তুমি কি ওকে দেখেছ?'

শেলবিকে মাথা নাড়তে দেখল সুসান। 'দেখিনি। তুমি আমাকে বিস্মিত করছ, জ্যাক! সন্ধেয় এসেছে শেলবি, অথচ আমাকে জানাচ্ছ মাঝ রাতে এবং ওর হারিয়ে যাওয়ার খবর দিচ্ছ! কিন্তু কেউ ওর ক্ষতি

করতে চাইবে কেন?'

'বৃষ্টিতে ভিজছি আমি! আগে দরজা খোল, ভেতরে এসে বলছি তোমাকে।'

'দুঃখিত, জ্যাক। তোমাকে সঙ্গ দেয়ার মত কাপড় নেই আমার পরনে। তুমি বরং সকালে এসো।'

'হয়তো ঠিক এই কথাটা শুনতে ভাল লাগবে শেলবির!' ফ্লেনারের চাপা হাসি শোনা গেল। 'ভেবেছিলাম তুমি ওর ব্যাপারে আগ্রহী। যাক্‌গে, গুড নাইট, সুসান।'

ধূমায়িত কফি পরিবেশন করল টিলি।

কাপটা হাতে নিয়ে সুসানের দিকে তাকাল শেলবি। রকিং চেয়ার টেনে ফায়ারপ্লেসের দিকে মুখ করে বসেছে মেয়েটি। শুধু মুখের একপাশ দেখা যাচ্ছে। ধীরে আগুন-গরম কফিতে চুমুক দিল ও, মৃদু স্বরে ধন্যবাদ জানাল টিলিকে। উত্তরে হাসল নিগ্রো মেয়েটি, গরম পানির একটা পাত্র এনে রাখল ওর সামনে, তারপর ফালি করা কাপড়ের টুকরো দিয়ে শেলবির কাপড় থেকে কাদা পরিষ্কার করতে শুরু করল।

'ওরা কি তোমাকে খুন করত?' হঠাৎ জানতে চাইল সুসান।

'বোধহয় করত।'

'কিন্তু কেন, উইল? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না! ফোর্ট রিঙে জ্যাকের সঙ্গে দেখা, বলল তোমার খবর নাকি জানে ও। তিনদিনের মধ্যে যেভাবে হোক তোমাকে হাজির করবে আমার সামনে। তুমি আসা পর্যন্ত ওর এখানে কয়েকটা দিন অতিথি হিসেবে কাটালে ধন্য হবে সে। অথচ সন্ধেয় এসেছ তুমি, আমাকে কিচ্ছু জানায়নি ফ্লেনার!'

'সারপ্রাইজ দিতে চেয়েছিল তোমাকে,' শুকনো হেসে বলল শেলবি। 'দেখাতে চেয়েছে পশ্চিমে এসে কতটা বুনো আর নোংরা হয়ে গেছি আমি!'

মাথা নাড়ল সুসান, একটু আগের মত বিতৃষ্ণা বা অসন্তোষ দেখা গেল না ওর মধ্যে। 'কিন্তু কেন তোমার পেছনে ক্রুদের লেলিয়ে দেবে সে?'

'ফ্লেনার চায় না ওর জোচ্চুরির খবর ট্রেইলে প্রকাশ পাক।'

'কিসের জোচ্চুরি?'

'সৎ, পরিশ্রমী ক্যাটলম্যানদের অসহায়ত্বের সুযোগে চড়া হারে কর

আদায় করছে এরা, আমাদের প্রিয় বন্ধু জ্যাক ফ্লেনার হচ্ছে এই গলা-কাটা দলের নেতা। একটা আঙুল না নেড়েও পকেট ভারী করছে ও,' থেমে গেল শেলবি, বাইরে হালকা পদশব্দ শুনতে পেয়েছে। কান খাড়া করতে চাপা কণ্ঠস্বর আর কাদার মধ্যে অনেকের হেঁটে আসার শব্দ শুনতে পেল।

'ভেতরে ক্যাপ্টেন শেলবির গলা শুনতে পেলাম, সুসান। ওর সাথে কথা বলব আমি, এখুনি!' জ্যাক ফ্লেনারের গম্ভীর কণ্ঠ শোনা গেল, তাতে নির্দেশের সুর।

শেলবির দিকে তাকাল সুসান, ওর চোখে ভয়।

'নিজেই এসেছ বলে খুশি হলাম, জ্যাক,' বলে দরজার দিকে এগোল শেলবি। 'ভাবছিলাম তোমার সাথে দেখা করব।' কফির কাপ টেবিলে নামিয়ে রেখে কেবিন থেকে বেরিয়ে এল ও, পেছনে দরজা ভিড়িয়ে দিয়েছে। আলো থেকে অন্ধকারে আসায় প্রথমে কিছুই ঠাহর করতে পারল না। ফ্লেনার যখন কথা বলল, মনে হলো নাকের ডগার সামনে আছে সে। দৃঢ়, আত্মবিশ্বাসী কণ্ঠ, এবং জোরাল, কেবিনের ভেতর থেকে সুসান বা টিলিও শুনতে পাবে।

'জুজু যখন জানাল তোমাকে পাওয়া যাচ্ছে না, সত্যিই চিন্তিত হয়ে পড়েছিলাম,' তাগাদার সুরে বলল সে। 'সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করা ঠিক হবে না, বরং আমার অফিসে গিয়ে আলাপ সেরে নেয়া যাক, যদি তোমার ইচ্ছে হয়। দু'জন লোক রেখেছি, তোমার ওপর নজর রাখবে ওরা। হয়তো না জেনেই আশপাশে কোথাও চলে যাবে তুমি, দুই কূল উপচে পড়া ক্রীক কিন্তু খুব বেশি দূরে নয়। নিশ্চই বুঝতে পারছ কি বলতে চাইছি আমি!'

এমনিতে যথেষ্ট বিতৃষ্ণা জমেছে, তারওপর ফ্লেনারের উদ্দেশ্যপূর্ণ কথা শেলবির উত্তেজিত স্নায়ুগুলোকে আরও তিক্ত করে তুলল। 'সুসান এরই মধ্যে জেনে গেছে তোমার নোংরা লিকার কেমন বোকা বানিয়েছে আমাকে,' বিরক্ত স্বরে বলল ও। এবার দেখতে পাচ্ছে ওদের, স্পষ্ট না হলেও তিনটা আবছা কাঠামো। ঠিক সামনে চার হাত দূরে ফ্লেনার, একটু পেছনে দু'জন। 'এগোও, তোমার পেছনে আসছি আমি,' যোগ করল ও।

'ঠিক আছে, ছেলেরা,' কোয়ার্টারের দিকে এগোনোর সময় চেলাদের

উদ্দেশে বলল ফ্লেনার। 'আমাদের সঙ্গে এসো।' অন্ধকার ফুঁড়ে দ্রুত এগোল সে, কোয়ার্টারের কাছে পৌঁছানো পর্যন্ত থামল না বা আর কিছু বললও না। সিঁড়ির কাছে এসে থেমে ঘুরে দাঁড়াল, বিশাল আখরোটের গাঢ় ছায়া পড়েছে জায়গাটায়। সুসানের কেবিন থেকে একশো গজ দূরে, নিরাপদ দূরত্ব বলা যেতে পারে।

পেছনে অন্য দু'জন প্রায় পিঠের সাথে লেপ্টে আছে, টের পেল শেলবি।

'পালাতে বেশ ওস্তাদ তুমি, ক্যাপ্টেন শেলবি!' হালকা সুরে মন্তব্য করল ফ্লেনার।

'কিন্তু করাল পর্যন্ত পৌঁছতে পারলাম কোথায়,' পাল্টা হালকা সুরে জবাব দিল ও। 'কিংবা পৌঁছতে পারলেও হয়তো দেখতাম আদপে ওখানে কোন ঘোড়া নেই!'

থমকে গেল চকটো বেন্ডের বস, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল। চাপা হাসি দেখা যাচ্ছে মুখে। একটা বাহু প্রসারিত করে শেলবির কাঁধে হাত রাখল, ঝুঁকে এল কিছুটা। নিচু স্বরে, ফ্লেনার যখন কথা বলল তার গরম নিঃশ্বাস লাগল শেলবির মুখে। 'এবার হারবে তুমি, ক্যাপ্টেন। তোমার চাওয়া পূরণ হবে না। মিথ্যে বলেছিলাম তোমাকে, দেখতে চেয়েছি সুসানকে দেখে কি প্রতিক্রিয়া হয় তোমার, এখানে ওর উপস্থিতিকে কিভাবে নাও। ওকে এখানে নিয়ে এসেছি আমি এবং আমার কাছেই রাখব, যতদিন ইচ্ছে হবে আমার। যদি কখনও অরুচি আসে, তাহলে···তখন ওকে পাবে তুমি।'

মুঠিগুলো নিজ থেকে শক্ত হয়ে গেল উইল শেলবির। ইচ্ছে করছে সর্বশক্তিতে একটা ঘুসি হাঁকিয়ে ফ্লেনারের নাক থেঁতলে দেয়। কিন্তু নিজেকে সামলে নিল ও। ' "রাখব" বলতে কি বোঝাতে চাচ্ছ, জানতে পারি?' পাল্টা নিচু স্বরে জানতে চাইল ও, 'ইচ্ছের বিরুদ্ধে রাখতে চাও ওকে, নাকি তোমার···' থেমে গেল শেলবি, দ্বিধা করছে শব্দটা উচ্চারণ করতে। রুচিতে বাধছে।

'বলে যাও,' উৎসাহ যোগাল ফ্লেনার, হাসছে। 'তুমি জানতে চাইছ ওকে আমার মেয়েমানুষ বা রক্ষিতা হিসেবে রাখব কিনা। অবশ্যই, ক্যাপ্টেন, এবং জেনে রাখো খুশি হয়েই আমার কাছে আসবে ও, থাকবেও।'

'বাস্টার্ড!' শব্দটা এবং ঘুসি একইসঙ্গে ধেয়ে গেল চকটো বেন্ড' বসের দিকে। বিদঘুটে ভোঁতা একটা শব্দ হলো, নিজের মুঠির সঙ্গে নরম মাংসের সংঘর্ষের অনুভূতি পেল শেলবি। হুড়মুড় করে সিঁড়ির গোড়ায় মুখ থুবড়ে পড়ল ফ্রেনার।

কোল্টের বাঁট আছড়ে পড়ল শেলবির মাথায়। চোখের সামনে রঙিন আলোর ফুলঝুরি দেখতে পেল ও। হাঁটু ভেঙে পড়ে গেল, আচ্ছন্ন লাগছে নিজেকে। স্থির থাকতে চেয়েও পারল না, জমে থাকা বৃষ্টির পানির ছোট্ট গর্তে পড়ল মুখ, যদিও ওর মনে হলো পানির উৎসটাই এগিয়ে এসেছে।

আঙিনায় জমে থাকা পানির শীতল স্পর্শ চড়ের মত লাগছে গালে। শেলবি টের পেল খুব কাছে নড়াচড়া করছে কেউ, ভারী দুটো পা জমে থাকা পানির উচ্চতা বাড়িয়ে দিয়েছে। পাগুলো সরে গেল আরেক দিকে। সহসা একটা রাইফেলের গর্জন কানে এল, স্খলিত পায়ে কয়েক কদম ফেলল কেউ, তারপর মুখ থুবড়ে পড়ল থকথকে কাদার মধ্যে।

উঠে দাঁড়ানোর প্রাণপণ চেষ্টা করল ও। মাথা চক্কর দিচ্ছে, হাঁটুতে জোর পাচ্ছে না। বাধ্য হয়ে ছেঁচড়ে এগোনোর চেষ্টা করল, মাটির ওপর পড়ে থাকা ভেজা পাতা আর কাদা-পানি ঠেলে সম্ভাব্য শত্রুর কাছ থেকে সরে যেতে চাইছে।

অসংলগ্ন ভাবে গাল বকল জ্যাক ফ্রেনার, অভিশাপ দিল নিজের দুর্ভাগ্যকে, যেন দুঃস্বপ্ন দেখেছে। এদিকে শেলবিকে খুঁজে না পেয়ে বিরক্তিতে কাদার মধ্যে লাথি চালাল তৃতীয় লোকটা। 'বোকার মত গুলি কোরো না, তুমি যে-ই হও!' সরোষে চিৎকার করল সে। 'তুমি বোধহয় স্যান্ডিকে মেরে ফেলেছ! কিং, ঠিক আছ তো তুমি? শেলবি কোথায়?'

দ্রুত বনের দিকে সরে যাচ্ছে শেলবি, কাছাকাছি পৌঁছতে এক জোড়া হাত সাহায্য করল ওকে। বিশাল হিক্যারির আড়ালে চলে এল 'আমি লিটন জন,' ওকে বসতে সাহায্য করার সময় ফিসফিস করে জানাল হাতের মালিক। 'চলো, দ্রুত এগোতে হবে!'

এদিকে ফ্রেনারের ক্রুদ্ধ চিৎকার আর ক্রুদের হাঁক-ডাক বেড়েই চলেছে। সহসা স্যান্ডি মরিসনকে খুঁজে পেল ওরা, এবং তীব্র গালির বহর ছুটল। অন্ধের মত "পা" হাতড়ে সারা আঙিনায় শেলবিকে খুঁজছে ওরা।

বনের গভীরে পঞ্চাশ গজের মত চলে এসেছে শেলবি আর লিটন জন। নিশ্চিন্ত হয়ে থামল ছেলেটা, গানবেল্ট সহ কোল্ট দুটো ধরিয়ে দিল

শেলবির হাতে। ঘুরে ফেলে আসা পথের দিকে তাকাল ও, দুর্বল বোধ করছে এখনও। 'এখানে এলে কি করে, বাছা? একেবারে মোক্ষম সময়ে উপস্থিত হয়েছ!' প্রসন্ন সুরে জানতে চাইল ও, গানবেল্ট আর হোলস্টার জায়গামত পরছে। ছেলেটার বাড়িয়ে দেয়া হাত থেকে রাইফেল নিল।

'বনের ধারে তোমাকে রেখে ঘোড়া আনতে গিয়েছিলাম,' সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করল লিটন জন। 'ফিরে এসে দেখি তুমি নেই। তোমাকে খুঁজতে গানরুমে চলে গেলাম, অস্ত্র সংগ্রহ করে বেরিয়ে আসার সময় একজন দেখে ফেলল আমাকে। ওর চিৎকারে বেরিয়ে এল সবাই। উপায় না দেখে লুকিয়ে থাকলাম, কিন্তু সব ঘটনাই দেখেছি আড়াল থেকে।

'কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর দু'জনকে নিয়ে সাদা মহিলার কেবিনে গেল ফ্লেনার। একটু পরই বেরিয়ে এসেছ তুমি। সিঁড়ির কাছে ফ্লেনারকে ঘুসি মারলে, আর তোমাকে মারল ওই লোকটা। আমার ধারণা হয়েছিল তোমাকে মেরে ফেলেছে সে, তৎক্ষণাৎ গুলি করে ফেলে দিয়েছি ব্যাটাকে!'

'দারুণ দেখিয়েছ, বাছা!' লিটন জনের কাঁধে চাপড় দিল ও। 'এবার কাজের কথায় আসা যাক। ঘোড়া কোথায়? আমার স্যাডল এনেছ?'

'ক্রীকের পাড়ে রেখে এসেছি,' ঘুরে এগোতে শুরু করল লিটন জন।

'দাঁড়াও!' বাধা দিল শেলবি। 'মহিলা দু'জনকে নিয়ে যাব আমরা, নইলে ওদের বিপদ হতে পারে।'

'না, ক্যাপ্টেন। তোমাকে খুন করতে চায় ফ্লেনার। তুমি মরে গেলেই বিপদে পড়বে সাদা মহিলা, কিন্তু বেঁচে থাকলে ওর কোন ক্ষতি করার সাহস করবে না ফ্লেনার। আমরা বরং অন্য কোন সময়ে আসব। তুমি এখন আমার বাবার কাছে যাবে, হয়তো লড়াই ছাড়া একটা রফা করতে পারবে বাবা।'

ছেলেটার যুক্তি খণ্ডন করতে পারল না শেলবি। 'একদিন গোত্রের দারুণ এক চীফ হবে তুমি, লিটন জন,' নিঃসঙ্কোচে ঘোষণা করল ও। 'ঠিক আছে, পথ দেখাও। অন্ধকারে কিছুই দেখতে পাচ্ছি না আমি, কিন্তু তুমি দেখছি দিব্যি হেঁটে যাচ্ছ।'

শেলবি অনুভব করছে চকটো ছেলেটা না থাকলে সত্যিই বিপদে পড়ত। একে তো এলাকাটা চেনে না, চারপাশে গভীর অরণ্য আর দুর্গম ট্রেইল; তারওপর অন্ধকার বৃষ্টিস্নাত রাত। কোথায় গিয়ে উঠত তার ঠিক

নেই। কিছুক্ষণের মধ্যে ক্রীকের পাড়ে পৌঁছে গেল ওরা। বাঁক নিয়ে পুবে এগোল, পথ দেখাচ্ছে লিটন জন। কোন সঙ্কোচ ছাড়াই অনুসরণ করছে শেলবি।

সূর্য যখন পশ্চিম আকাশে উঠি উঠি করছে, ঠিক তখন চকটো বেন্ড থেকে তিন মাইল পুবে ফোর্ডে*র কাছে পৌঁছল ওরা। টেক্সাসের অসংখ্য গরুর পাল এ পথে ক্রীক পেরিয়ে ক্যান্সাস বা ওয়েলিংটনে যায়। জোয়ারের সময় বলে পানির উচ্চতা বেশি এখন, পার হওয়ার সময় ঘোড়াগুলোর পেট পর্যন্ত ভিজে গেল। ওপাড়ে এসে দক্ষিণে এগোল লিটন জন, জানাল দু'মাইল দূরে ভাল একটা কেবিন পাওয়া যাবে। কিছুদিন লুকিয়েও থাকা যাবে, যতক্ষণ না ওদেরকে খুঁজতে বের হওয়া ফ্লেনারের ক্রুরা আশাহত হয়ে চকটো বেন্ডে ফিরে যায়।

'কিন্তু ওখানে থাকতে পারব না আমরা, লিটন জন,' জানাল শেলবি। 'টেক্সান ওই মেয়েটিকে খুঁজে বের করতে হবে। রেড রীভার আর এ জায়গার মাঝামাঝি কোথাও ক্যাম্প করেছে ওরা।'

'কাজটা আমার ওপর ছেড়ে দাও। তুমি বরং কেবিনে বিশ্রাম নিয়ো।'

'শোনো, বাছা,' প্রসন্ন সুরে বলল শেলবি। পাশে ঝুঁকে ছোট্ট পনির পিঠে আসীন ছেলেটির কাঁধে মৃদু চাপড় দিল। 'যথেষ্ট করেছ আমার জন্যে। ওরা জানে আমাকে সাহায্য করেছ, বাগে পেলে বয়স কম বলে ছেড়ে দেবে না তোমাকে। তুমি বরং গ্রামে ফিরে যাও।'

'যাব, যখন বিপদ কেটে যাবে তোমার।'

ছেলেটির দিকে তাকাল ও, দৃঢ় সঙ্কল্পবদ্ধ দেখাচ্ছে তামাটে মুখটা। ছোট ছোট চোখে সামান্য দ্বিধাও নেই। 'চকটো বেন্ডের খবর জানা উচিত চীফ জনের,' শ্রাগ করে বলল শেলবি, 'ওর সঙ্গে ফ্লেনারের চুক্তি হয়েছে ঠিকই, কিন্তু চুক্তি বা ইন্ডিয়ান-ফেডারেল আইন অনুযায়ী নির্দিষ্ট করের চেয়ে অনেক বেশি আদায় করছে সে। জোর বা জবরদখল করতেও ছাড়ছে না। চীফ জন আসল ঘটনা জানতে পারলে হয়তো লীজের চুক্তি বাতিল করে দেবে, ফ্লেনারের সব শয়তানি বন্ধ হয়ে যাবে তাহলে।'

ফোর্ড (Ford) : নদী বা ক্রীকের যে অগভীর স্থান হেঁটে পার হওয়া যায়

'উঁহুঁ, গ্রামে যাচ্ছি না আমি!' ঘোষণা করল লিটন জন। 'বরং তোমার কাছে থাকব। এমনিতেই ফ্লেনারের শয়তানির খবর জেনে যাবে বাবা। বেন্ডে কিছু চকটো পুলিশ আছে, ওদের কাছ থেকে জেনে নিতে পারবে। আমি বরং তোমাকে নিয়ে চিন্তিত। আমি চাই না ওরা তোমার কোন ক্ষতি করুক, তাছাড়া আমার ঋণও শোধ করতে চাই।'

'সেটা ইতোমধ্যে শোধ হয়ে গেছে।'

'হয়নি।'

শ্রাগ করে নীরব হয়ে গেল শেলবি। ছোট্ট বন্ধুটি উপকারী হলেও অবাধ্য, ভাবল ও।

ক্যাপ্টেন উইল শেলবির সাথে থাকার আরেকটা কারণ আছে লিটন জনের। এই প্রথম সত্যিকার যুদ্ধের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে ও, ছোটখাট হলেও সেটার উত্তেজনা বা গুরুত্বও বুঝেছে। এতদিন ইন্ডিয়ান গ্রামে "যুদ্ধ যুদ্ধ" খেলেছে কেবল, যথেষ্ট বয়স হয়নি বলে বড়রা কোন যুদ্ধে ওকে নেয়নি কখনও। ইদানীং অবশ্য তেমন কোন যুদ্ধ হচ্ছেও না, ইন্ডিয়ান গোত্রগুলো পরস্পরের মধ্যে সমঝোতায় এসেছে, যার যার নির্দিষ্ট জায়গায় থাকছে। ঝামেলা হলে গোত্রের চীফরা আলোচনার মাধ্যমে তার সমাধান করছে।

সাদাদের সাথে একসময় জমি আর পাহাড়ের দখল নিয়ে প্রচণ্ড যুদ্ধ হলেও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এখন। বাধ্য হয়ে সাদাদের উপস্থিতি মেনে নিয়েছে ইন্ডিয়ানরা, বিনিময়ে নানা সুবিধা দিচ্ছে সরকার–খাবার, জমির জন্যে কর, মিশনের মাধ্যমে চিকিৎসা আর শিক্ষার ব্যবস্থা। অভিযুক্ত যে-কোন ইন্ডিয়ানের বিচার হচ্ছে বিশেষ আদালতে, যেখানে জুরিদের বেশিরভাগই ইন্ডিয়ান। শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের মানসিকতা গড়ে উঠছে প্রতিটি ইন্ডিয়ানের মধ্যে। নিঃসন্দেহে বলা যায়, টেরিটরির প্রায় সমগ্র এলাকায় শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কোন যুদ্ধ বা বিরোধ বাধছে না, যদিও সাদাদের মধ্যে সংঘর্ষ লেগেই আছে, তবে ইন্ডিয়ানরা কখনোই তাতে নাক গলায় না।

যুদ্ধের গল্প প্রতিটি ইন্ডিয়ান ছেলেকে উদ্দীপ্ত করে, কারণ এমন সময়ও গেছে যখন দশ-বারো বছরের ছেলেকেও যুদ্ধে যেতে হত। সেই সময় নেই এখন, বরং প্রতিটি বাচ্চাকে যুদ্ধ-কৌশল শেখার বদলে মিশনে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা লাভ করতে হয়। উচ্ছল তারুণ্যের খোরাক

জোগানোর মত ঘটনা খুব কম ঘটে।

লিটন জনের সৌভাগ্য সেরকম একটি ঘটনার অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পেরেছে। ও জানে সাদা ক্যাপ্টেনের সাথে থাকলে এরকম রোমহর্ষক আরও অনেক অভিজ্ঞতা হবে। জীবন-মৃত্যুর উত্তেজনার স্বাদ পেয়েছে ও, শরীরে বয়ে যাওয়া ইন্ডিয়ান রক্তে তারই নেশা ধরেছে। বুড়োদের কাছ থেকে শুনেছে অতীতে কোন ইন্ডিয়ান যোদ্ধা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে গেলে তাকে মেরে ফেলা হত। ওর কাছে মনে হচ্ছে ক্যাপ্টেনকে ছেড়ে গেলে তেমন অপরাধই করা হবে। গোত্রের মধ্যে সাহসী হিসেবে কদর পেতে হলে ওকে এই যুদ্ধের শেষপর্যন্ত থাকতেই হবে। লড়াই শেষ না করে বাড়ি ফিরে গেলে ওর বাবা চীফ বিগ জনও খুশি হবে না।

প্রায় দুপুরের দিকে পুরানো কেবিনের কাছে পৌঁছল ওরা। মজবুত কাঠ দিয়ে তৈরি ওটা, চারপাশে ঘন গাছপালা থাকায় দূর থেকে সহজে চোখে পড়ে না। কাছেই পতিত জমি, আরকান্সাসের পাহাড়ে চলে যাওয়ার আগে যেখানে কর্ন আর ভুট্টার চাষ করত ইন্ডিয়ানরা; সেখানে লম্বা সবুজ ঘাস জন্মেছে এখন, ঘোড়া দুটোর জন্যে যথেষ্ট হবে।

'আমি এতটাই ক্ষুধার্ত যে ঘাস ফড়িংও খেয়ে ফেলতে পারব,' স্যাডল ত্যাগ করার সময় সহাস্যে বলল শেলবি। মনে পড়ল গত রাতে ফ্লেনারের সাথে সাপার করার পর আর পেটে পড়েনি কিছু। দু'বার থেমে কেবল ঝর্নার পানি পান করেছে। 'ভেতরে ঢুকে আগুন জ্বালাতে পারো কিনা দেখো, আমি এই ফাঁকে দেখি কোন শিকার মেলে কিনা।'

স্যাডল বুট থেকে উইনচেস্টার নিয়ে কেবিনের লাগোয়া ক্রীকের পাড় ধরে উত্তরে এগোল ও। বেশ খানিকটা আসার পর মূল হিক্যারি ক্রীকের কাছে পৌঁছে ক্রীক পেরিয়ে পশ্চিমে এগোল এবার। এদিকটা বেশ খোলামেলা। মালভূমির মত উঁচু পাহাড়, বিস্তৃত কিছু উপত্যকা এবং সবুজ ঘাসের জমিনে বিক্ষিপ্ত ভাবে জন্মানো কিছু বক্স এলডার, পাইন আর স্প্রুস দেখা যাচ্ছে। বুনো ক্যাকটাস বা জুনিপার ঝোপও রয়েছে। কিছু দূর আসার পর এক উপত্যকায় কালো একটা ভালুক দেখতে পেল শেলবি, গাছ থেকে কামড়ে হিক্যারি নাট তুলছে ওটা। সেদিকে এগোল ও, কিন্তু খুব একটা উৎসাহ বোধ করছে না। ভালুকের কাটলেটের চেয়ে টার্কির মাংস বেশি সুস্বাদু। হঠাৎ পাশের ঝোপের

'উঁহুঁ, গ্রামে যাচ্ছি না আমি!' ঘোষণা করল লিটন জন। 'বরং তোমার কাছে থাকব। এমনিতেই ফ্লেনারের শয়তানির খবর জেনে যাবে বাবা। বেন্ডে কিছু চকটো পুলিশ আছে, ওদের কাছ থেকে জেনে নিতে পারবে। আমি বরং তোমাকে নিয়ে চিন্তিত। আমি চাই না ওরা তোমার কোন ক্ষতি করুক, তাছাড়া আমার ঋণও শোধ করতে চাই।'

'সেটা তোমধ্যে শোধ হয়ে গেছে।'

'হয়নি।'

শ্রাগ করে নীরব হয়ে গেল শেলবি। ছোট্ট বন্ধুটি উপকারী হলেও অবাধ্য, ভাবল ও।

ক্যাপ্টেন উইল শেলবির সাথে থাকার আরেকটা কারণ আছে লিটন জনের। এই প্রথম সত্যিকার যুদ্ধের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে ও, ছোটখাট হলেও সেটার উত্তেজনা বা গুরুত্বও বুঝেছে। এতদিন ইন্ডিয়ান গ্রামে "যুদ্ধ যুদ্ধ" খেলেছে কেবল, যথেষ্ট বয়স হয়নি বলে বড়রা কোন যুদ্ধে ওকে নেয়নি কখনও। ইদানীং অবশ্য তেমন কোন যুদ্ধ হচ্ছেও না, ইন্ডিয়ান গোত্রগুলো পরস্পরের মধ্যে সমঝোতায় এসেছে, যার যার নির্দিষ্ট জায়গায় থাকছে। ঝামেলা হলে গোত্রের চীফরা আলোচনার মাধ্যমে তার সমাধান করছে।

সাদাদের সাথে একসময় জমি আর পাহাড়ের দখল নিয়ে প্রচণ্ড যুদ্ধ হলেও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এখন। বাধ্য হয়ে সাদাদের উপস্থিতি মেনে নিয়েছে ইন্ডিয়ানরা, বিনিময়ে নানা সুবিধা দিচ্ছে সরকার–খাবার, জমির জন্যে কর, মিশনের মাধ্যমে চিকিৎসা আর শিক্ষার ব্যবস্থা। অভিযুক্ত যে-কোন ইন্ডিয়ানের বিচার হচ্ছে বিশেষ আদালতে, যেখানে জুরিদের বেশিরভাগই ইন্ডিয়ান। শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের মানসিকতা গড়ে উঠছে প্রতিটি ইন্ডিয়ানের মধ্যে। নিঃসন্দেহে বলা যায়, টেরিটরির প্রায় সমগ্র এলাকায় শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কোন যুদ্ধ বা বিরোধ বাধছে না, যদিও সাদাদের মধ্যে সংঘর্ষ লেগেই আছে, তবে ইন্ডিয়ানরা কখনোই তাতে নাক গলায় না।

যুদ্ধের গল্প প্রতিটি ইন্ডিয়ান ছেলেকে উদ্দীপ্ত করে, কারণ এমন সময়ও গেছে যখন দশ-বারো বছরের ছেলেকেও যুদ্ধে যেতে হত। সেই সময় নেই এখন, বরং প্রতিটি বাচ্চাকে যুদ্ধ-কৌশল শেখার বদলে মিশনে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা লাভ করতে হয়। উচ্ছল তারুণ্যের খোরাক

জোগানোর মত ঘটনা খুব কম ঘটে।

লিটন জনের সৌভাগ্য সেরকম একটি ঘটনার অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পেরেছে। ও জানে সাদা ক্যাপ্টেনের সাথে থাকলে এরকম রোমহর্ষক আরও অনেক অভিজ্ঞতা হবে। জীবন-মৃত্যুর উত্তেজনার স্বাদ পেয়েছে ও, শরীরে বয়ে যাওয়া ইন্ডিয়ান রক্তে তারই নেশা ধরেছে। বুড়োদের কাছ থেকে শুনেছে অতীতে কোন ইন্ডিয়ান যোদ্ধা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে গেলে তাকে মেরে ফেলা হত। ওর কাছে মনে হচ্ছে ক্যাপ্টেনকে ছেড়ে গেলে তেমন অপরাধই করা হবে। গোত্রের মধ্যে সাহসী হিসেবে কদর পেতে হলে ওকে এই যুদ্ধের শেষপর্যন্ত থাকতেই হবে। লড়াই শেষ না করে বাড়ি ফিরে গেলে ওর বাবা চীফ বিগ জনও খুশি হবে না।

প্রায় দুপুরের দিকে পুরানো কেবিনের কাছে পৌঁছল ওরা। মজবুত কাঠ দিয়ে তৈরি ওটা, চারপাশে ঘন গাছপালা থাকায় দূর থেকে সহজে চোখে পড়ে না। কাছেই পতিত জমি, আরকান্সাসের পাহাড়ে চলে যাওয়ার আগে যেখানে কর্ন আর ভুট্টার চাষ করত ইন্ডিয়ানরা; সেখানে লম্বা সবুজ ঘাস জন্মেছে এখন, ঘোড়া দুটোর জন্যে যথেষ্ট হবে।

'আমি এতটাই ক্ষুধার্ত যে ঘাস ফড়িংও খেয়ে ফেলতে পারব,' স্যাডল ত্যাগ করার সময় সহাস্যে বলল শেলবি। মনে পড়ল গত রাতে ফ্লেনারের সাথে সাপার করার পর আর পেটে পড়েনি কিছু। দু'বার থেমে কেবল ঝর্নার পানি পান করেছে। 'ভেতরে ঢুকে আগুন জ্বালাতে পারো কিনা দেখো, আমি এই ফাঁকে দেখি কোন শিকার মেলে কিনা।'

স্যাডল বুট থেকে উইনচেস্টার নিয়ে কেবিনের লাগোয়া ক্রীকের পাড় ধরে উত্তরে এগোল ও। বেশ খানিকটা আসার পর মূল হিক্যারি ক্রীকের কাছে পৌঁছে ক্রীক পেরিয়ে পশ্চিমে এগোল এবার। এদিকটা বেশ খোলামেলা। মালভূমির মত উঁচু পাহাড়, বিস্তৃত কিছু উপত্যকা এবং সবুজ ঘাসের জমিনে বিক্ষিপ্ত ভাবে জন্মানো কিছু বক্স এলডার, পাইন আর স্প্রুস দেখা যাচ্ছে। বুনো ক্যাকটাস বা জুনিপার ঝোপও রয়েছে। কিছু দূর আসার পর এক উপত্যকায় কালো একটা ভালুক দেখতে পেল শেলবি, গাছ থেকে কামড়ে হিক্যারি নাট তুলছে ওটা। সেদিকে এগোল ও, কিন্তু খুব একটা উৎসাহ বোধ করছে না। ভালুকের কাটলেটের চেয়ে টার্কির মাংস বেশি সুস্বাদু। হঠাৎ পাশের ঝোপের

ভেতর পাখা ঝাপটানোর শব্দ শুনতে পেল। ঝটিতি বামে ঘুরে সাবধানে ঝোপের দিকে এগোল ও, উইনচেস্টারের নল আধাআধি তুলে রেখেছে যাতে মুহূর্তের মধ্যে গুলি করতে পারে।

পঞ্চাশ গজ দূরের জুনিপারের পাশে একটা বনমোরগ দেখতে পেল শেলবি, মহা আনন্দে কালো বেরির টসটসে থোকায় কামড় বসাচ্ছে ওটা। এগোতে গিয়েও থেমে গেল ও, ওক গাছের তলায় বসে নিশানা করল। সময় নিয়ে গুলি চালাল, ট্রিগার টানার সময় আচমকা ঝোপের পাশে চওড়া ব্রিমের হ্যাট পরা এক লোককে দেখতে পেল। এক চিলতে খোলা জায়গা পেরিয়ে উল্টোদিকে সিডারের পেছনে হারিয়ে গেছে লোকটা। আড়চোখে ছুটতে থাকা বনমোরগটির দিকে তাকাল শেলবি, ছুটে গিয়ে কাছের হিক্যারির কাণ্ডে আছড়ে পড়ল ওটা। কয়েকটা খিঁচুনি দিয়ে স্থির হয়ে গেল একটু পর।

ধীরে ধীরে পাশে সরল ও, জানে সিডারের আড়ালে আছে লোকটা। কয়েক গজ সরে এসে ফের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল, কিন্তু দেখা যাচ্ছে না তাকে। সিডারের গুঁড়ি দুই মানুষ সমান চওড়া হওয়ায় ওর কাছ থেকে আড়াল করে রেখেছে লোকটিকে। হামাগুড়ি দিয়ে আরও কিছুটা সরে এল ও, নিঃশব্দে। আচমকা একটা পিস্তলের ব্যারেল দেখতে পেল, সন্তর্পণে বেরিয়ে আসছে ওকের আড়াল থেকে। ত্রিশ গজ দূরত্ব পিস্তলের জন্যে এমন কিছুই নয়, এবং ও এটাও জানে যে পিস্তলের মালিক একটু পর ওকেই নিশানা করবে।

উইনচেস্টার সামনে টেনে এনে পিস্তল বরাবর নিশানা করল উইল শেলবি।

চার

শেলবির গুলি চওড়া সিডারের চল্টা ওঠাল কেবল। বিপদ বুঝতে পেরে শেষ মুহূর্তে সরে গেছে লোকটা। ক্ষণিকের জন্যে ফর্সা একটা মুখ

দেখতে পেল ও, কিন্তু পরিষ্কার বুঝতে পারল না কিছুই। চাপা চিৎকার করে বিরক্তি প্রকাশ করল লোকটা, কণ্ঠ শুনে মনে হলো ভয় পেয়েছে।

হঠাৎ পিস্তলের নলটা দেখা গেল আবার, মাজল শেলবির দিকে তাক করা, কিন্তু ঠিকমত নিশানা করতে পারছে না লোকটা। হয়তো সত্যিই আতঙ্কিত, বুঝে গেছে অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক অবস্থানে আছে শেলবি। তবে ঝুঁকি নিল না ও, ঝটিতি পাশে সরে একটা হিক্যারির আড়ালে অবস্থান নিল। ওর ক্ষণিকের নিষ্ক্রিয়তার সুযোগে পাল্টা গুলি চালাল প্রতিপক্ষ, ভোঁতা শব্দে হিক্যারির গুঁড়িতে বিদ্ধ হলো গুলিটা। গাছের বাকলের গুঁড়ো ছিটকে এসে পড়ল চোখে-মুখে। ক্ষণিকের জন্যে প্রায় অন্ধ হয়ে গেল শেলবি। দৃষ্টি পরিষ্কার হতে দেখল অপেক্ষাকৃত ঘন ঝোপের আড়ালে সরে গেছে প্রতিপক্ষ, সন্ত্রস্ত হরিণের মত চোখের নিমেষে ছুটে চলে গেল বিশ গজ পথ। উইনচেস্টারের নল দিয়ে লোকটাকে অনুসরণ করলেও নিশানা করে গুলি করার সময় পেল না ও। তবে এটুকু বুঝতে পেরেছে লোকটি ছোটখাট, লম্বায় বড়জোর সাড়ে পাঁচ ফুট হবে, এবং শীর্ণদেহী। আকারে ইন্ডিয়ানদের মত হলেও পরনে সাদাদের পোশাক। ইন্ডিয়ান যে নয়, একরকম নিশ্চিত ও, কারণ অকারণে সাদা কোন লোককে আক্রমণ করবে না কোন ইন্ডিয়ান।

ঝোপের ওপর চোখ রেখে পিছু সরতে শুরু করল শেলবি। দশ গজের মত এসে ডানে বাঁক নিল, আড়াআড়ি এগিয়ে আগন্তুকের সামনে কিংবা সম্ভব হলে ঠিক পেছনে পৌঁছতে চাইছে। লোকটিকে ধরার ইচ্ছে ওর। আশা করছে প্রতিপক্ষের পেছনে পৌঁছতে পারবে, চল্লিশ গজ দূরত্ব পেরোনোর সময় ঝোপের আড়াল পাওয়া যাবে, অযথা নড়াচড়া করে লোকটিকে সতর্ক করে না দিলে টেরই পাবে না। এগোনোর সময় মুহূর্তের জন্যেও ঝোপ বা তার আশপাশের জায়গা থেকে চোখ সরাল না ও।

বেশ কিছুক্ষণ পর উল্টোদিকের ঝোপে এসে পৌঁছল শেলবি, খানিক অপেক্ষা করে নিশ্চিত হলো আগের জায়গায় আছে লোকটা। নিঃশব্দে আরও হাত পাঁচেক এগোতে বাদামী কাপড় চোখে পড়ল। ওর দিকে পিছন ফিরে বসে আছে সে, তবে ঘন ঝোপের জন্যে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না। আরও কিছুটা পাশে সরে সুবিধামত জায়গায় চলে এল

শেলবি। জুনিপার ঝোপের বাইরে লোকটির গ্লাভস পরা শীর্ণ হাতে একটা কোল্ট দেখা যাচ্ছে। মাত্র পাঁচ গজ দূরে, বাকি শরীর দেখা যাচ্ছে না। লম্বা শ্বাস নিয়ে ঝাঁপ দিল ও, মুঠিতে চেপে ধরল লোকটার কোল্ট।

কিছু বুঝে ওঠার আগেই কানে তীক্ষ্ণ কামড় অনুভব করল শেলবি। ওর আশঙ্কা হলো বাম কানটা হয়তো হারিয়ে বসেছে। তীব্র ব্যথা শুরু হলো সঙ্গে সঙ্গে। অপ্রত্যাশিত অদ্ভুত আক্রমণে থমকে গেল ও, কিঞ্চিৎ শিথিল হয়ে গেল মুঠি। এ সুযোগে ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল শত্রু। তীক্ষ্ণ নখ আর হাতের অত্যাচার শুরু হলো, মুখ-চোখ বাঁচাতে সরে যাওয়ার চেষ্টা করল শেলবি। এক পাশে গড়িয়ে দিল দেহ, তারপর পাল্টা আক্রমণ চালাল। কোমরের কাছে লোকটির শার্ট ধরে হ্যাঁচকা টান মেরে ফেলে দিল তাকে, তারপর চড়ে বসল তার ওপর। পিস্তল তুলে লোকটার মাথায় নামিয়ে আনতে গেল, বুকের সঙ্গে নরম এক জোড়া স্তনের অস্তিত্ব অনুভব করে আড়ষ্ট হয়ে গেল ওর শরীর; এবং তাকাতে দেখতে পেল হ্যাট সরে যাওয়ায় সোনালী চুলের রাশি বেরিয়ে পড়েছে–মাঝখানে রোদ পোড়া স্নিগ্ধ একটা মুখ। মেয়ে!

'হায়, ঈশ্বর!' বিস্ময় চেপে রাখতে পারল না শেলবি। 'এতক্ষণ একটা পুঁচকে মেয়েকে তাড়া করেছি আমি!'

'মারো আমাকে!' রাগে চেঁচাল মেয়েটি, মুখ বিকৃত হয়ে গেছে। গাঢ় নীল চোখে বিদ্বেষ আর তীব্র ঘৃণা। 'এখন কি দ্বিধা হচ্ছে? ভান করার দরকার নেই, কাজ সেরে ফেলো! তোমার বস্ তো এরকম নির্দেশই দিয়েছে, নাকি?'

অজান্তে উঠে গেল শেলবির একটা হাত, আঙুল দিয়ে বিক্ষত কান চেপে ধরল। তা দেখে খরখরে কণ্ঠে হেসে উঠল মেয়েটি, হাসিতে বিদ্বেষ চাপা থাকল না। 'যাক্, কিছুটা হলেও আঘাত করতে পেরেছি তোমাকে, এবং বেশ জোরের সাথে, তাই না? কানটা পড়ে গেলে মরেও শান্তি পাব। তোমার বন্ধুরা বলবে একটা মেয়েকে খুন করতে গিয়ে কান হারিয়েছ!' তাচ্ছিল্য আর ঔদ্ধত্য নিয়ে তাকিয়ে থাকল মেয়েটা।

ধীরে ধীরে সরে গেল শেলবি, ওর চমক পুরোপুরি কাটেনি। মেয়েটির তীক্ষ্ণ বিদ্রূপে অস্বস্তি বোধ করছে।

উঠে বসে কাপড়ে লেগে থাকা ধুলো ঝাড়ল মেয়েটা, এলোমেলো সোনালী চুল বিন্যস্ত করল। কৌতূহলবশত ওকে দেখল শেলবি। সুরু

উঁচু নাক, সাদা ঝকঝকে দাঁত, গভীর নীল চোখ···আর রোদপোড়া ফর্সা মায়াবী মুখ। গোলাপী ঠোঁটগুলো পরস্পরের সাথে চেপে বসেছে।

হাসতে শুরু করল শেলবি, মেয়েটির পিস্তল এগিয়ে ধরল।

প্রথমেই পিস্তল নিল না মেয়েটি, কিছুক্ষণ দেখল ওকে। তারপর বিস্ময় আর অনিশ্চয়তার সঙ্গে অস্ত্রটা ধরে রাখল মিনিট খানেক, যেন বুঝতে পারছে না ওটা হোলস্টারে ফেরত পাঠাবে নাকি ব্যবহার করা উচিত।

'তো, তুমি তাহলে আমাকে ফ্লেনারের ক্রু ভেবেছ,' শেলবির হাসি আরও প্রসারিত হলো। 'ভীতু বুনো বেড়ালী! আমি তোমাকে সাহায্য করার জন্যে খুঁজছি আর তুমি কিনা আমাকেই শত্রু ভেবে বসে আছ! ওয়েলিংটনে থাকতে শুনেছি টেক্সাস থেকে গরুর পাল নিয়ে আসছ তুমি। পালটা কোথায়?'

হোলস্টারে পিস্তল ফেরত পাঠানোর সময় মাথা নাড়ল মেয়েটি। 'সস্তা চালাকি করছ, মিস্টার। তুমি যদি গরুর পালটাকে খুঁজেই না পাও তো আমি তোমাকে বলতে যাব কেন?'

'কারণ আমার ধারণা ফ্লেনার ইতোমধ্যে তোমার গরুর পালে থাবা বসিয়েছে, হয়তো ওগুলোকে নিজের এলাকায় সরিয়েও নিয়ে গেছে। ওকে কর দেয়া ছাড়াই গরুর পাল ওয়েলিংটনে নিয়ে যাওয়ার উপায় জানি আমি।'

'তুমি কি আমার সাথে ব্যবসা করতে চাইছ?' তাচ্ছিল্যের সাথে উত্তর দিল মেয়েটি 'যদি তাই ভেবে থাকো, তাহলে বেকুব বলতে হবে তোমাকে!'

ধীরে ধীরে হাসি মুছে গেল শেলবির মুখ থেকে। 'তুমি নিশ্চই ক্যারেন, বার-কে মালিক কর্নেল এবনার কীনলের মেয়ে? কয়েক বছর আগে তোমাদের বাথানে গিয়েছিলাম আমি, তোমার বাবার কাছ থেকে গরু কিনে ক্যান্সাস গেছি, ওটাই ছিল আমার প্রথম ড্রাইভ। থ্রী রীভারস ক্যাম্পে দেখা হয়েছিল আমাদের, লাল ফুটকিদার একটা ঘোড়ায় চড়ার চেষ্টা করছিলে তুমি। শেষ পর্যন্ত চড়তে পেরেছ ওটায়?'

এবার বিস্ময় দেখা গেল মেয়েটির চোখে। 'ক্যাপ্টেন শেলবি!' উষ্ণ, আন্তরিক স্বরে বলল, 'অবশ্যই মনে পড়েছে! কিন্তু তুমি এখানে কি করছ?'

'তোমাকে খুঁজছিলাম, সাথে তোমার গরুর পালটাকেও। একটু আগে যা বলেছি, এমন ট্রেইলের কথা জানি যেটা দিয়ে গেলে ফ্লেনারকে কর দিতে হবে না তোমাদের। তোমারটা ছাড়া আর কোন গরুর পাল কি ধারে-কাছে আছে?'

'ডুগালরা দু'ভাই তিন হাজার গরু নিয়ে এসেছে, সাথে নয়জন ক্রু আছে ওদের। এতক্ষণে হয়তো রেড রীভারের কাছে পৌঁছে গেছে ওরা ওহ্, আমি দুঃখিত, ক্যাপ্টেন!' ওর কানের দিকে তাকাল ক্যারেন কীনলে, এখনও বাম হাতে কানটা চেপে ধরে রেখেছে শেলবি। 'ক্রীকের কাছে চলো, ক্ষতটা পরিষ্কার করে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিচ্ছি। আমি সত্যি লজ্জিত, ক্যাপ্টেন!'

'প্রথমে ভেবেছিলাম কানটা হয়তো সত্যিই হারিয়ে বসেছি।'

'আমি কিন্তু তাই করতে চেয়েছিলাম,' অস্বস্তি ভরা কণ্ঠে স্বীকার করল ক্যারেন। 'তুমিও কি আমাকে কম ব্যথা দিয়েছ?' চিবুক তুলে দেখাল ও, লাল হয়ে আছে জায়গাটা।

হেসে ক্রীকের দিকে এগোল ওরা।

ক্রীকের পরিষ্কার পানিতে ক্ষতটা ধুয়ে সাদা রুমাল দিয়ে ব্যান্ডেজ বাঁধল ক্যারেন। 'ক্যাম্পে আর্নিকা মলম আছে, খানিকটা লাগালে দ্রুত সেরে যাবে। তোমার ঘোড়া কোথায়?'

জানাল শেলবি। 'বনমোরগটা নিয়ে কেবিনে যাব প্রথমে, খেয়ে-দেয়ে তারপর তোমার ক্যাম্পে যাওয়া যাবে। কত দূরে আছে ওরা?'

'দশ মাইলের মত হবে। জ্যাক ফ্লেনারের জমি ছাড়া অন্য কোন ট্রেইল আছে কিনা খুঁজতে বেরিয়েছিলাম আমি। রাইডারদের ঘোড়ার শব্দ শুনে ক্রীকের ওপাড়ে ঘোড়াটাকে লুকিয়ে রেখে এসেছি।' ফিরতি পথে এগোচ্ছে ওরা। 'প্রতি গরুর জন্যে তিন ডলার হারে কর দেওয়া সম্ভব নয় আমার পক্ষে। তুমি হয়তো জানো, গত বছর বাবা মারা গেছেন...'

'না!' বাধা দিল শেলবি। 'শুনিনি, আসলে তোমাদের ওদিকে যাওয়া হয় না বহু দিন। আমি সত্যিই দুঃখিত, ক্যারেন। তোমার বাবা সত্যিকার একজন ভদ্রলোক এবং দারুণ ক্যাটলম্যান ছিলেন, এটা আমি নিঃসঙ্কোচে বলতে পারি।'

'ধন্যবাদ, ক্যাপ্টেন। এই গরুগুলোই এখন আমাদের শেষ সম্বল।

দুই হাজার গরু বিক্রি করে যে-টাকা আসবে তার বেশিরভাগই দেনা শোধ করতে আর জো-র স্কুলের খরচ চালাতে শেষ হয়ে যাবে। ভার্জিনিয়ার স্কুলে পড়তেন বাবা, জো-কে আমি ওখানেই পাঠাতে চাই। বাবারও এই পরিকল্পনা ছিল, ওঁর অবর্তমানে দায়িত্বটা আমার ওপর চেপেছে।

'কিন্তু আমি নিশ্চিত, প্রতি গরুর জন্যে দশ ডলারের বেশি দাম পাব না। এদিকে ফ্লেনার তিন ডলার হারে কর অথবা পালের এক-তৃতীয়াংশ গরু চাইছে। এ তো ডাকাতি! নগদ ছয় হাজার ডলার নেই, এবং আমি বেঁচে থাকতে পাল থেকে সাতশো গরু আলাদা করতে পারবে না সে! প্রয়োজনে লড়াই করবে আমার ক্রুরা।'

সাগ্রহে ক্যারেন কীনলের দিকে তাকাল শেলবি। গভীর নীল চোখে সঙ্কল্প ফুটে উঠেছে, দৃঢ় দেখাচ্ছে চোয়াল। সাহসী এবং দৃঢ়প্রত্যয়ী মেয়ে, নিজের অধিকার সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতন; এতটা বোধহয় অনেক পুরুষও হতে পারে না। তিক্ত মনে সুসানের কথা ভাবল শেলবি। পুবের আভিজাত্য আর প্রাচুর্যের মধ্যে বড় হয়েছে ও, বুনো পশ্চিমের প্রতি ওর কোন টান নেই···ক্যারেনের প্রশ্নে সংবিৎ ফিরে পেল শেলবি।

'তুমি বলছিলে বিকল্প একটা উপায় আছে?'

মাথা ঝাঁকাল ও। 'আছে। যদি নদী পেরিয়ে আরও পশ্চিমে চলে যাও। আমার চেনা একটা ট্রেইল আছে ওদিকে। ঘাস বা পানির অভাব হবে না। তোমার ক্রুদের মধ্যে লড়াই করার মত লোক ক'জন হতে পারে?'

'সবাই কম-বেশি লড়তে জানে, এমনকি কূক হকিন্সের কাছেও একটা শটগান আছে। সব মিলিয়ে নয়জন। জো সবে তেরোয় পড়েছে, তবে আমি সম্মতি দিলে সে-ও সাহায্য করতে পারবে। কিন্তু আমার ইচ্ছে অন্যরকম, চাই না অস্ত্র হাতে কোন ঝামেলায় জড়াক ও।'

'তোমার আর ডুগালদের লোক মিলিয়ে সর্বমোট একুশ জন। পাঁচ হাজার লংহর্ন এবং বাইশ জন লোক। গরুর পাল আরও উত্তর-পশ্চিমে সরিয়ে নিতে হবে। দু'একটা সমস্যা থাকলেও কাজটা করা সম্ভব।'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওকে নিরীখ করল ক্যারেন, শেষে চাপা স্বরে জানতে চাইল: 'তুমি কি নিজের নয় এমন একটা ফাইটে জড়াতে চাইছ?'

'গতরাত পর্যন্ত সব গরু আরও পশ্চিমে, চিশল্ম ট্রেইলের দিকে

সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে ছিল আমার। কিন্তু মত বদলেছি, ফ্রেনার আমার সঙ্গে যা করেছে, লড়াইটা এখন আমার নিজের হয়ে গেছে; শেষ পর্যন্ত তোমাদের সাথে পাবে আমাকে। চলো, রওনা দেয়া যাক, লিটন জন আমাকে খুঁজতে বেরিয়ে পড়ার আগেই কেবিনে ফিরে যাই।'

'খুঁজে বের করে ফেলেছি তোমাকে!' আচমকা সামনের ঝোপ থেকে বেরিয়ে এল চকটো ছেলেটি। 'তোমার চিৎকার শুনেই চলে এলাম। সাদা এই মহিলা কে?'

'সকালে ওর কথাই বলেছি তোমাকে,' বলল শেলবি, তারপর লিটন জন সম্পর্কে সংক্ষেপে জানাল ক্যারেনকে। চকটো বেন্ডে ঘটে যাওয়া গতকালের ঘটনাও বাদ দিল না, বিস্ময়ের সঙ্গে আবিষ্কার করল সুসানের কথা সবিস্তারে জানাতে দ্বিধা বোধ করছে, অথচ কোন কারণ নেই; অনেকটা দায়সারা ভাবে পুবের সুন্দরী, বনেদী মেয়েটির কথা প্রকাশ করল ও।

কিছু দূর আসার পর একটা ঝোপের ভেতর থেকে নিজের ঘোড়া বের করে নিয়ে এল ক্যারেন। লাল বুটিদার পনি।

'এটা কি সেই ঘোড়া, দুই বছর আগে যেটাকে পোষ মানানোর চেষ্টা করতে তোমাকে দেখেছিলাম?'

মাথা ঝাঁকাল মেয়েটা, সস্নেহে হাত বুলাল ঘোড়ার মাথায়। 'ঠিক ধরেছ, ক্যাপ্টেন। ও-ই আমার এখন সবচেয়ে ভাল বন্ধু। আমি নিজে ট্রেনিং দিয়েছি ওকে, আর আমার ধারণা এরচেয়ে ভাল ঘোড়া বার-কেতে একটাও নেই, তাই না, স্পেকল্ড পী?'

প্রত্যুত্তরে ওপর-নিচ মাথা দোলাল ঘোড়াটা।

কেবিনের কাছে এসে স্যাডল ছাড়িয়ে লাগোয়া উপত্যকায় পনিকে নিয়ে গেল ক্যারেন। ফিরে এসে ও-ই রান্না করল।

খাওয়ার পর পাইপ ধরাল শেলবি। ওর পাইপ টানার ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে ধূমপান দারুণ উপভোগ করছে। প্রায় পুরো একদিন পেটে কিছু পড়েনি। স্বভাবতই বনমোরগের সুস্বাদু মাংস লোভনীয় মনে হয়েছে লিটন জন আর ওর কাছে।

'বিপদ আসছে,' হাত তুলে উত্তরে দেখাল লিটন জন, শেলবির দিকে তাকিয়ে থাকলেও ওর কান সজাগ, মনোযোগ বাইরের দিকে।

কেবিন ছেড়ে বেরিয়ে গেল ওরা।

'সন্দেহজনক কিছু শুনতে পাচ্ছি না,' লিটন জনের দিকে তাকিয়ে আছে ক্যারেন, চোখে জিজ্ঞাসা। 'তুমি কিছু শুনতে পাচ্ছ, ক্যাপ্টেন?'

'দু'জন লোক আসছে,' জানাল ছেলেটি, হাত তুলে উত্তরে ক্রীকের দিকে ইঙ্গিত করল।

'চলো, আগে স্যাডলে চড়ি। মনে হচ্ছে ঠিকই আঁচ করেছে লিটন জন। এক দিনেই আমার যথেষ্ট আস্থা অর্জন করেছে ও।'

দেয়ালের কাছে রাখা স্যাডল নিয়ে দ্রুত উপত্যকার দিকে এগোল ওরা। শেলবি বা ক্যারেন এখনও খুরের শব্দ শুনতে পায়নি। কিন্তু অস্থির দেখাচ্ছে লিটন জনকে। স্যাডলের ঝামেলা নেই তার, তাই সবার আগে নিজের পনির পিঠে চেপে বসল। অন্যরা স্যাডলে চেপে বসতে দূরে খুরের শব্দ শোনা গেল। হাত নেড়ে এক পাশে ঝোপের দিকে ইঙ্গিত করল শেলবি, সেখানে সরে এসে অপেক্ষায় থাকল। আশা করছে কেবিন বা ট্রেইল থেকে চোখে পড়বে না ওদের।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। একটু পরে কেবিনের আঙিনায় দেখা গেল আগন্তুকদের। কিছুক্ষণ আগেও যে এখানে লোকজন ছিল এরকম অনেক চিহ্ন ফেলে এসেছে ওরা, ভাবছে শেলবি, ট্র্যাকিং না করেই অনায়াসে বুঝতে পারবে লোকগুলো; এবং শত্রু হলে এদিকেই আসবে। স্যাডল-বুট থেকে উইনচেস্টার তুলে নিল ও। 'লিটন জন, ফ্লেনারের সব ক্রুকে চেনো তুমি? এরা কি ফ্লেনারের ক্রু?'

মাথা নাড়ল ছেলেটা।

'দাঁড়াও,' দু'পা এগোল ক্যারেনের ঘোড়া, স্টিরাপের ওপর দাঁড়িয়ে দেখার চেষ্টা করল মেয়েটি। সামনের উঁচু ঝোপ ওর দৃষ্টিসীমায় বাধার সৃষ্টি করছে। 'চিনেছি! হকিন্স আর বাডি ডুগাল। এই, বাডি, কুকি!' উৎফুল্ল স্বরে ডাকল মেয়েটা, পরপরই ঘোড়া ছোটাল সেদিকে।

ফিরে তাকাল দুই আগন্তুক, ট্র্যাক জরিপ করছিল এতক্ষণ; ক্যারেন কীনলের কণ্ঠ শুনে পাল্টা চিৎকার করল, হাতে অস্ত্র চলে এসেছে। স্পার দাবিয়ে ঘোড়া ছোটাল ঝোপের দিকে। ভেবেছে বিপদে পড়েছে বার-কে মালিক। শেলবি আর লিটন জন ঝোপ ছেড়ে বেরিয়ে আসতে সন্দেহের চোখে তাকাল ওদের দিকে। কিন্তু ক্যারেনের ব্যাখ্যায় অচিরেই নিশ্চিন্ত হলো ওরা, পিস্তল ফেরত পাঠাল হোলস্টারে।

দু'জনের মধ্যে বয়স্ক লোকটি লাল-মুখো, বিশালদেহী হকিন্স

লাফিয়ে স্যাডল ছাড়ল বার-কে কূক। 'যাক, শেষ পর্যন্ত নিশ্চিন্ত হওয়া গেছে! আমরা তো ভেবেছি সত্যিই কোন বিপদ হয়েছে তোমার। কে ওরা?'

'বন্ধু। হাউডি, বাডি! আশা করি পাল নিয়ে নদী পেরিয়ে যাওনি তুমি এবং কোন ঝামেলায়ও পড়োনি?' দ্রুত জানতে চাইল ক্যারেন।

বাডি ডুগাল দীর্ঘদেহী, প্রায় সাড়ে ছ'ফুটের মত। লম্বা গম্ভীর মুখ, সুদর্শন বলা চলে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ধূসর চোখে। চোখের কোণে ভাঁজ পড়তে শুরু করেছে। ধূসর একটা হ্যাট পরেছে সে, গায়ে লাল-কালো স্ট্রাইপ্‌ড পশমী শার্ট, মোটা সুতী কাপড়ের প্যান্টের ওপর বাদামী চ্যাপ্‌স। যুবকের বয়স ত্রিশের কোঠায়, ধারণা করল শেলবি।

গাঢ় বাদামী চোখে আগ্রহ নিয়ে ক্যারেনকে দেখল সে। 'হাউডি, ক্যারেন,' টেক্সাসের আঞ্চলিক উচ্চারণে সম্ভাষণ জানাল। 'তোমাকে সুস্থ ও নিরাপদ দেখে সত্যি খুশি হয়েছি। না, এখনও নদী পেরোইনি আমরা। গরুর পালটা নদীর ঠিক ওপাড়ে রেখে এসেছি। চকটো ঘাসের করের কথা শুনে থেমেছি আমরা, বুঝতে পারছিলাম না কি করব। তোমার সাথে দেখা করতে এসেছিলাম, যাতে পরামর্শ করে একটা সমাধান বের করা যায়। ক্যাম্পে এসে শুনলাম অনেকক্ষণ আগে বেরিয়েও ফিরে যাওনি। তবে আরেকটা ভয় তাড়া করছে আমাকে, মনে হচ্ছে ফ্লেনারের ক্রুরা তোমার পাল ছোট করার তালে আছে।'

'সত্যি বলছ?' আঁতকে উঠল ক্যারেন। 'ঠিক করে বলো তো! আমার ক্রু আর গরুর পালের কি হয়েছে? জো-র কিছু হয়নি তো?'

'জো ঠিকই আছে, মিস্ ক্যারেন,' জানাল হকিন্স। 'সত্যি কথা হচ্ছে, সবই ঠিক আছে, যদ্দূর থাকা সম্ভব। গত রাতে পালের দায়িত্বে ছিল স্টুয়ার্ট আর ম্যাথু, তখুনি ঘটে ঘটনাটা। ওদেরকে অজ্ঞান করে ঘোড়া কেড়ে নিয়েছে ফ্লেনারের ক্রুরা, পায়ে হেঁটে ক্যাম্পে ফিরতে বাধ্য করেছে। তোমাকে একটা খবর দেয়ার নির্দেশও দিয়েছে, বলেছে...' থেমে গেল কূক, দ্বিধান্বিত দৃষ্টিতে তাকাল সবার দিকে, বোঝা যাচ্ছে খারাপ খবরটা দিতে সাহস হচ্ছে না।

'কি বলেছে?' অধৈর্য স্বরে তাড়া দিল ক্যারেন। 'গরুর পালের কি হলো?'

'ভোরে, সূর্য ওঠার ঠিক আগে দল বেঁধে এসেছিল ওরা। কোন

ঝামেলা হতে পারে ভাবেনি ম্যাথু বা স্টুয়ার্ট, তাছাড়া সংখ্যায় ওরা অনেক ছিল। দু'জনকে পিটিয়ে ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেয় ওরা। আর গরুর পালটাকে তাড়িয়ে নিয়ে গেছে নিজেদের সীমানায়। ফ্লেনার বলেছে গরুর পাল ফিরে পেতে হলে নির্দিষ্ট হারে কর দিতে হবে কিংবা বিকল্প হিসেবে একটা কাগজে তাকে এক-তৃতীয়াংশ গরুর মালিকানা লিখে দিতে হবে। ...গতকাল থেকে কোথায় ছিলে তুমি, মিস্? কোন উপায় কি খুঁজে পেয়েছ?'

'পেলেই বা এখন কি কাজে আসবে!' তিক্ত হতাশায় স্বগতোক্তি করল ক্যারেন। কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সামলে নিল নিজেকে, নীল চোখে প্রত্যয় ফুটে উঠেছে। 'ক্যাপ্টেন শেলবি, তুমি বলেছ নতুন একটা ট্রেইলের সন্ধান জানো, কত দূরে ওটা?'

'এখান থেকে পশ্চিমে তিন বা চার দিনের পথ, নদী পেরিয়ে যেতে হবে। চিশল্ম ট্রেইল। সমতল জমি, প্রচুর ঘাস-পানি আছে, এবং সবচেয়ে বড় ব্যাপার, ওই ট্রেইল ব্যবহার করলে কাউকে কর দিতে হয় বলে শুনিনি।'

'ঠিক এরকম একটা উপায়ের কথা ভাবছিলাম আমি,' আলোচনায় যোগ দিল বাডি ডুগাল। 'কিভাবে যেতে হয়, ক্যাপ্টেন?'

উত্তর দেয়ার আগে টেক্সানের গম্ভীর মুখ নিরীখ করল শেলবি। 'তার আগে, তোমাদের সাথে একটা চুক্তিতে আসতে চাই আমি, মি. ডুগাল,' ধীরে ধীরে বলল ও। 'তোমার ক্রুদের নিয়ে যদি মিস্ কীনলেকে সাহায্য করো, তাহলে ওই ট্রেইলের হদিশ দিতে পারি। নদী পর্যন্ত রাইড করতে সাহায্য করবে ওকে, হয়তো ফ্লেনারের কাছ থেকে গরুগুলোও ছিনিয়ে নিতে হবে। চকটো ট্রেইল এড়িয়ে ফ্লেনারের ধরাছোঁয়ার বাইরে পৌঁছে দিতে সাহায্য করবে। তারপর তোমাদের দুই আউটফিটকে পথ দেখিয়ে ওয়েলিংটন নিয়ে যাব আমি।'

'রাজি,' তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল ডুগাল।

'বেশ, এবার তাহলে যাওয়া যাক। আশা করি যথেষ্ট লোক না থাকলেও নদীর কাছে তাড়াতাড়ি পৌঁছে যেতে পারব আমরা।'

পকেট থেকে সিগার বের করে সবাইকে অফার করল ডুগাল, তারপর হাত বাড়িয়ে দিল শেলবির উদ্দেশে। 'আশা করি আমাদের বন্ধুত্বের শুরু এখান থেকে এবং তা অটুট থাকবে।'

*

সূর্যাস্তের ঠিক আগে কীনলেদের ক্যাম্পে পৌঁছল ওরা। বার-এমের ফোরম্যান ওরিন ওয়েনরাইট, জো কীনলে এবং আরও তিনজন ক্রুকে নিয়ে আলোচনায় বসল শেলবি।

'পালের ওপর এখনও নজর রাখছি আমরা, ম্যা'ম,' বস্-কে জানাল ফোরম্যান। 'সারাক্ষণই নজর রাখছে পাঁচজন এবং ছয় ঘণ্টা পরপর শেষ খবর জানাচ্ছে আমাকে। একটু আগে রে স্টুয়ার্ট এসেছে। ওর কাছে জানলাম চকটো বেন্ডের কাছাকাছি হিক্যারি ক্রীকের কাছে পৌঁছে গেছে গরুর পাল। ফ্লেনারের ক্রুরা সংখ্যায় প্রায় ত্রিশ জন, সবার কাছেই সিক্সগান আর রাইফেল রয়েছে। লড়াই করেই গরু উদ্ধার করতে হবে আমাদের।

'দু'দিন ধরে অনবরত খাটছে ছেলেরা, টেক্সাস থেকে এতদূর আসতে ধকল গেছে; আর সামনে খারাপ সময়। তুমি অনুমতি দিলে ওদেরকে পালা করে বিশ্রাম নিতে বলব। আসল সময়ে পরিশ্রান্ত ক্রুর চেয়ে তরতাজা লোকের দরকার হবে আমাদের।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় জানাল ডুগাল। 'ও ঠিকই বলেছে, ক্যারেন। পালের ওপর নজর রাখার জন্যে দু'তিনজন হলেই চলবে। এ সময়টাকে বিশ্রামের কাজে লাগাতে পারি আমরা। কয়েক ঘণ্টাও যদি পাওয়া যায়, চাঙা হয়ে উঠবে সবাই। আমার তো ধারণা ক্যাপ্টেন শেলবির পরিকল্পনার কথা শুনলে অর্ধেক চাঙা হয়ে উঠবে ওরা।'

'সিস্, এবার আমাকে একটা অস্ত্র দিতেই হবে!' বোনের হাত ধরে দাবি জানাল জো কীনলে। 'বলো, দেবে?' প্রত্যাশা নিয়ে বোনের উদ্বিগ্ন মুখের দিকে নিয়ে তাকিয়ে থাকল সে।

'জো, এভাবে কথা বলা শিখলে কোত্থেকে? তুমি কি বাবার স্কুলে গিয়েও এভাবেই কথা বলবে?'

'দোহাই তোমার! আমরা যদি গরুর পাল ওদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে না পারি, ওই স্কুলে যাওয়ার খরচ আসবে কোত্থেকে...' বিরক্তি আর রাগে গজগজ করল জো, কিন্তু ক্যারেনের চোখে রাগ দেখে সঙ্গে সঙ্গে হার স্বীকার করল। 'ঠিক আছে, সিস্! প্লীজ, এভাবে আমার দিকে তাকিয়ো না!' বোনের আশাহত মুখের দিকে তাকিয়ে এবার মিনতি করল সে। 'বাবার উইনচেস্টারটা নিতে দাও আমাকে। তুমি বেরিয়ে

যাওয়ার পর গতকাল ওটা দিয়ে একটা হরিণের বাচ্চা মেরেছি আমি, মাত্র এক শটে এবং আটানব্বই পা দূর থেকে। ওরিন গুনে দেখেছে। ওরিন, ঠিক বলেছি না?'

'হ্যাঁ,' সায় জানাল ফোরম্যান। 'কিন্তু হরিণ আর ফ্লেনারের দু'পেয়ে ক্রু শিকার এক কথা নয়, সানি। তুমি বরং ওদেরকে জিজ্ঞেস করে দেখো।'

'ক্যাপ্টেন শেলবি?'

একটু পাশে আগুনের পাশে দাঁড়িয়ে ছিল শেলবি, পাশে বাডি ডুগাল। মেয়েটির দিকে ফিরে তাকাল দু'জনেই।

'ওরিন আর মি. ডুগাল যদি রাজি থাকে, তুমি কি শেষ পর্যন্ত আমাদের ড্রাইভে নেতৃত্ব দেবে?' আবেদন ঝরে পড়ল ক্যারেন কীনলের দৃষ্টিতে। 'তুমিই বলেছ সাহায্য করবে আমাদের, নইলে তোমাকে জিজ্ঞেস করার সাহস করতাম না।'

পাইপ বের করে তামাক ভরছে শেলবি, ও উত্তর দেয়ার আগেই মুখ খুলল বাডি ডুগাল। 'এটাই সবচেয়ে ভাল উপায়, ক্যাপ্টেন, এবং নির্দ্বিধায় ক্যারেনকে সমর্থন করছি আমি। আমার ক্রুরাও অমত করবে না।'

পাইপ ধরিয়ে একমুখ ধোঁয়া বুকে টেনে নিল উইল শেলবি। ভাবছে এদের প্রস্তাবে রাজি হলে সুসান স্টিফেন্সকে চকটো বেন্ড থেকে বের করে আনার সুযোগ বা সময় হয়তো পাওয়া যাবে না।

'মিস্ ক্যারেন ঠিকই বলেছে,' সায় জানাল ওরিন ওয়েনরাইট। 'আমার বা ক্রুদেরও কোন আপত্তি নেই।'

'ঠিক আছে,' নিজের মত জানাল ও। 'সবাই এর মধ্যে থাকছে, জো এবং লিটন জনও,' আগুনের পাশে দাঁড়ানো চকটো ইন্ডিয়ানকে দেখিয়ে বলল ও, মৃদু নড করল ছেলেটির উদ্দেশে। 'আশা করি শেষ পর্যন্ত আমার পরামর্শ বা নির্দেশ মেনে চলবে সবাই। দলটা বড়সড়, বিভিন্ন মতের লোক আছে। অমতও থাকতে পারে, কিন্তু একটা নিয়ম আর শৃঙ্খলার মধ্যে সবাইকে আনতে চাই আমি। শুধু তাহলেই সফল হতে পারব আমরা।' একটু থেমে সবাইকে নিরীখ করল ও, কেউ কিছু বলল না দেখে জো-র দিকে তাকাল। 'তুমি কি একজন ভাল সোল্‌জার, বয়?' হেসে জানতে চাইল ও।

'ইয়েস, স্যার!' তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল ছেলেটি, অ্যাটেনশনের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে গেল এবং ট্রেনিং পাওয়া সৈন্যের মত নিপুণ ভাবে স্যালুট করল ওকে। 'আমি কি নিজের ইচ্ছের কথা বলতে পারি, স্যার?'

'বলে যাও, সোল্‌জার!' পাল্টা স্যালুট করার সময় সহাস্যে সম্মতি জানাল শেলবি।

'বাবার উইনচেস্টারটা চাই আমি। চাক ওয়াগনে থাকে অস্ত্রটা, শিকার ছাড়া অন্য কাজে কখনও ব্যবহার করা হয় না। প্লীজ, স্যার!'

'সত্যিই যখন ওটা দরকার হবে তোমার, সময়মত পেয়ে যাবে। ...এবার কাজের কথায় আসা যাক। প্রতিপক্ষের অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার পর পরিকল্পনা করব আমরা। আমাদের উদ্দেশ্য থাকবে নিরাপদে, সবচেয়ে কম ক্ষতির বিনিময়ে গরুর পালকে রেড রীভার পার করা। মি. ডুগাল ওর নিজের পালের দায়িত্বে থাকবে, ড্রাইভের জন্যে ন্যূনতম যে-ক'জন লোক দরকার তাদের ছাড়া অন্যদের প্রয়োজন হবে আমাদের। ফ্লেনারের কাছ থেকে মিস্ কীনলের গরু উদ্ধার করে রেড রীভার পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারলে একসঙ্গে দুই আউটফিটের গরু নিয়ে নদী পেরোব আমরা। তারপর, নদী পেরিয়ে গাইড করে তোমাদের ওয়েলিংটনে পৌঁছে দেব আমি। মি. ওয়েনরাইটের ক্ষেত্রেও তাই, বার-কে আউটফিটের দায়িত্বে থাকবে ও। এবার পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করব আমরা।'

পরের এক ঘণ্টা ধরে আলোচনা করে পরিকল্পনা দাঁড় করাল ওরা। ঠিক হলো স্ট্যাম্পিড করিয়ে বার-কের গরুর পাল ছিনিয়ে নেবে। সে-অনুযায়ী স্ট্যাম্পিডের সময়, গতিপথ, কোথায় ক'জন লোক থাকবে স্থির করে নিল।

নিজের ক্যাম্পে ফিরে যেতে হবে বাডি ডুগালকে, ক্লান্ত শরীরে এতদূর রাইড করার ইচ্ছে ওর নিজেরই হচ্ছিল না। ওরিন ওয়েনরাইট রাতটা এখানে কাটিয়ে সকালে রওনা দেয়ার পরামর্শ দিতে সানন্দে রাজি হয়ে গেল সে। ভোরে যখন সূর্য উঠি উঠি করছে, রেড রীভারের উদ্দেশে যাত্রা করল টেক্সান। প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেল বিকেলের মধ্যে কয়েকজন লোক নিয়ে ফিরে আসবে।

এক ঘণ্টা পর বার্ট হোল্ডেন এল ক্যাম্পে, ফ্লেনারের ছিনিয়ে নেয়া পালের ওপর নজর রেখেছে সারা রাত। 'সূর্য ওঠার আগেই যাত্রা করেছি

আমি,' চাক ওয়াগনের পাশে বসে নাস্তা খাওয়ার ফাঁকে রিপোর্ট করল সে। 'উঁহুঁ, আমাকে দেখেনি ওরা। হিক্যারি ক্রীকের কাছে সব গরু রেখেছে, কিন্তু আমার ধারণা পরে আরও পুবে সরিয়ে নেবে–ভাল ঘাস আছে ওদিকে। এতক্ষণে হয়তো সরাতেও শুরু করেছে।

'গতরাতে চকটো বেন্ডে গেছে পিম টেনেম্যান। ফ্লেনারের ক্রুদের সাথে ভিড়ে যেতে অসুবিধে হয়নি ওর। ক্রুদের জানিয়েছে গত বছর ক্যান্সাসে ড্রাইভে আসার পর, কিছু দিন এখানে থেকে গিয়েছিল, কিন্তু ইদানীং একঘেয়ে লাগায় টেক্সাসে ফিরে যাচ্ছে। ওকে বলা হয়েছে কাউকে কোন প্রশ্ন না করে, চোখ-কান খোলা রেখে যেন শুনে যায় শুধু। ভোরে এসেছিল ও, দারুণ সব খবর এনেছে।'

'বলে যাও,' উৎসাহ যোগাল ওরিন।

'দাঁড়াও, আগে পেটটাকে শান্ত করে নিই,' বিস্কুট চিবাতে চিবাতে বলল বার্ট, একসঙ্গে তিনটে বিস্কুট মুখে পুরেছে। কূক হকিন্সের বাড়িয়ে দেয়া কাপে চুমুক দিতে কুঁচকে গেল তার মুখ। 'খোদা, সাত সকালে এতদূর এসে যদি এমন ছাইপাঁশ খেতে হয়...' শেষ করল না সে, ব্যান্ডানা দিয়ে মুখ মুছে কপট অভিযোগের দৃষ্টিতে তাকাল কূকের দিকে।

দ্রুত এগিয়ে গেল কূক, ছোঁ মেরে বার্টের হাত থেকে কাপ ছিনিয়ে নিল। 'যতক্ষণ পর্যন্ত না কথাটা ফিরিয়ে নিচ্ছ এবং স্বীকার করছ যে সারা জীবনে এরচেয়ে ভাল কফি খাওনি, কফির আশা বাদ দিতে হবে, সান!'

'ঠিক আছে, কুকি,' হার মানল সে। 'তোমার কফি সবচেয়ে বাজে...' থেমে অপ্রতিভ দৃষ্টিতে তাকাল ক্যারেন কীনলের দিকে, তারপর কূকের দিকে ফিরল। 'মানছি, তোমার তৈরি কফিই সেরা। এবার দয়া করে কাপটা ভরে দাও।'

দু'জনের কৌতুকে যোগ দিল না কেউ, নীরবে দেখে গেল পশ্চিমের কোন ক্যাম্পে কূক আর পাঞ্চারদের মধ্যে বাদানুবাদের চিরাচরিত দৃশ্যটি। কঠোর পরিশ্রমে অভ্যস্ত কাউবয়রা নিজের কাজ যেমন উপভোগ করে, তেমনি খাওয়াটাও উপভোগ করতে চায়। সেজন্যেই কূকের সমালোচনা করতে পছন্দ করে ওরা। কূক তা জানে, এবং ওদের সাথে খুনসুটি করতে সে-ও পছন্দ করে।

'পিম কি জেনেছে বলো এবার, বার্ট,' উদ্বিগ্ন স্বরে জানতে চাইল

ক্যারেন।

'তুমি যদি কর দিতে ব্যর্থ হও, তাহলে গরুর পাল ওয়েলিংটনে নিয়ে যাবে ওরা। চীফ বিগ জন আর কয়েকজন সাক্ষীর স্বাক্ষর করা কাগজ আছে ওদের কাছে, যা দেখিয়ে পালের ওপর নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে ফ্লেনার, এমনকি সব গরু বিক্রি করার অধিকারও নাকি দেয়া হয়েছে ওকে। যে-মুহূর্তে একটা গরু রেড রীভার পেরিয়ে চকের সীমানায় ঢোকে, তখন থেকে ঘাসের কর পাওনা হয়ে যায় ওর এবং কেউ যদি তা আপসে দিতে না চায়, জোর করে আদায় করার আইনগত অধিকার নাকি রাখে জ্যাক ফ্লেনার।'

শেলবির দিকে তাকাল ক্যারেন কীনলে, নীল চোখে রাগ আর আক্রোশ ফুটে উঠেছে। 'ও কি সত্যি তাই করতে পারে, ক্যাপ্টেন?'

'যেহেতু গরুর পালের ওপর এ মুহূর্তে সে-ই কর্তৃত্ব করছে এবং ড্রাইভ করার মত যথেষ্ট লোকবল থাকায় আমার ধারণা সত্যিই তা করতে পারে সে। কিন্তু নতুন একটা আইডিয়া এসেছে আমার মাথায়। ফ্লেনার যা করতে চায় করুক, আমরা বরং এই ফাঁকে কিছুটা বিশ্রাম নেব এবং ওর সাথে দরাদরি করব, দেখি ও কি করে,' খানিক থেমে বার্ট হোল্ডেনের দিকে ফিরল শেলবি। 'আর কিছু?'

'হ্যাঁ, এ খবরটা তোমার এবং চীফ বিগ জনের ছেলের জন্যে, ক্যাপ্টেন। ছেলের জন্যে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে চীফ। ফ্লেনার তাকে জানিয়েছে ছেলেটাকে নিয়ে এসেছ তুমি এবং ওকে গ্রামে ফিরতে দিচ্ছ না। কোন কারণ ছাড়াই স্যান্ডি মরিসনকে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করেছ তুমি। এ দুই কারণে তোমাকে হাতের নাগালে পাওয়ার জন্যে মুখিয়ে আছে ওরা। কয়েকজন তো বলা শুরু করেছে ছেলেটাকে নাকি খুন করে ফেলেছ তুমি।'

'চকটো বেন্ডে এক মহিলা আর ওর নিগ্রো চাকর সম্পর্কে কিছু শুনেছ?'

'না, স্যার, এমন কিছু বলেনি পিম। সবচেয়ে বড় খবর হচ্ছে, ক্রু হিসেবে ওকে নিয়োগ করেছে ফ্লেনার।'

'দারুণ! কিন্তু ওরা যদি পিমের আসল পরিচয় আঁচ করতে পারে, নির্ঘাত রোস্ট বানাবে ওকে!'

দুপুর থেকে অপেক্ষায় কাটতে থাকল ওদের। বিকেলে বাড়ি

ডুর্গালের আসার কথা। একসময় দূরে খুরের শব্দ শোনা গেল। রেকি করার জন্যে এক পাঞ্চারকে নির্দেশ দিয়েছিল ক্যারেন, কিছুক্ষণের মধ্যে ছুটে এল সে। জানাল উত্তরে কয়েকজনের একটা দলকে দেখা যাচ্ছে।

পাশের উঁচু পাহাড়ের দিকে ছুটে গেল দীর্ঘদেহী রে স্টুয়ার্ট, ঝোপের আড়ালে অবস্থান নিয়ে ফিল্ডগ্লাস দিয়ে সামনের জমি নিরীখ করল। 'ফ্লেনারের দল!' একটু পর ওর উত্তেজিত স্বরে রিপোর্ট করল সে। 'হারামজাদা নিজেই নেতৃত্ব দিচ্ছে!'

'দর কষার জন্যে আসছে ও,' চিন্তিত স্বরে বলল শেলবি। 'ওদের ক্যাম্পে আসতে না দিয়ে বরং এগিয়ে গিয়ে মুখোমুখি হওয়াই ভাল। ওরিনকে সঙ্গে নিয়ে যাও, ক্যারেন। উপত্যকার শুরুতে দেখা কোরো ওদের সঙ্গে, তাহলে সবার ওপর নজর রাখতে পারব আমরা। আর হ্যাঁ, আমার বা লিটন জনের কথা বলার দরকার নেই।'

পঞ্চাশ গজ দূরে একটা ঝোপের ভেতর ঢুকে পড়ল শেলবি, সাথে লিটন জন। ঘুরপথে উপত্যকার শুরুতে চলে এল ওরা। আড়ালে থেকে নজর রাখল উপত্যকার প্রবেশপথে। 'লিটন জন, আজ রাতে কঠিন একটা কাজ করব আমরা, চকটো বেন্ডে গিয়ে সাদা ওই মহিলাকে নিয়ে আসব। গ্রামে ফিরে না গিয়ে যদি এখনও আমার সাথে থাকতে চাও, সাহায্য করবে আমাকে?'

'নিশ্চই, ক্যাপ্টেন!' আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে গেল ছেলেটির ছোট ছোট চোখ। লড়াইয়ের উত্তেজনা পেয়ে বসেছে ওকে।

'ধন্যবাদ, বয়। কিন্তু প্রথম যে-চকটোর সাথে দেখা হবে আমাদের, তাকে বলবে আমি তোমার বন্ধু কিন্তু ফ্লেনার তোমাকে মেরে ফেলতে চাইছে। ক্যারেন কীনলের গরুর পাল রক্ষা করতে চাইছি আমরা। সে যেন গ্রামে গিয়ে তোমার বাবাকে খবরটা জানায়। এতক্ষণে চীফ হয়তো আমাকে খুন করার শপথ নিয়ে ফেলেছে।' থেমে ছেলেটির নিরুদ্বিগ্ন তামাটে মুখের দিকে তাকাল শেলবি, তারপর ক্ষীণ হাসল। 'সামনে কঠিন সময়, বাছা, হয়তো তেমন কোন লড়াই হবে না, কারণ শত্রুরা সংখ্যায় অনেক বেশি। বুদ্ধি খাটাব আমরা, লিটন জন। মাঝে মধ্যে বুদ্ধি ধারাল অস্ত্রের চেয়েও বেশি কার্যকর হয়ে দাঁড়ায়।'

'মাঝে মাঝে এমনও হয় যে ধারাল বুদ্ধি যেখান থেকে বেরোয়, একটা অস্ত্র ওই মাথাকে বাঁচায়!' প্রায় ঘোষণার সুরে বলল লিটন জন।

হেসে ওর কাঁধে হাত রাখল শেলবি। 'ঠিক বলেছ, লিটন জন। কিন্তু আজ রাতে আমরা কাজ উদ্ধার করব বুদ্ধি দিয়ে।'

পাঁচ

উপত্যকার মুখে ঘণ্টাখানেক ধরে চলল "দর কষাকষি"। দূর থেকে দেখতে পেলেও কোন কথা বুঝতে পারেনি শেলবি, দু'পক্ষের চাপা কণ্ঠস্বরই কেবল কানে এসেছে। শেষদিকে ফ্লেনার আর ওয়িন ওয়েনরাইটের চড়া গলা শঙ্কিত করে তুলেছিল ওকে, কিন্তু কোন ঝামেলা ছাড়াই চকটো বস্ বিদায় নিতে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল।

পাহাড় থেকে নেমে ক্যাম্পে ফিরে এল ওরা। গম্ভীর ক্যারেন কীনলে, জো আর ওরিনকে চাক ওয়াগনের পাশে দেখে সেদিকে এগোল। মেয়েটির চোখ ভেজা, কোন রকমে কান্না চেপে রেখেছে। 'কোন ফিউনেরাল হবে নাকি?' হালকা সুরে জানতে চাইল ও।

'জ্যাক ফ্লেনারের পুরো দলের ফিউনেরাল হলে ভাল লাগত আমার!' রাগে বিষোদ্গার করল বিশালদেহী কূক, তেল মেশানো একটা ন্যাকড়া দিয়ে শটগান পরিষ্কার করছে। 'যদি কখনও সুযোগ আসে, ষোলো শটের এই জিনিসটা নিশ্চই খুব কাজে দেবে, কি বলো, ক্যাপ্টেন?'

'ফ্লেনার আমাদেরকে বেশি সময় দিতে নারাজ,' শেলবি কূকের প্রশ্নের উত্তর দেয়ার আগেই তিক্ত স্বরে জানাল ক্যারেন কীনলে।

'কতক্ষণ দিয়েছে?'

'কাল সকাল পর্যন্ত। এর মধ্যে ওর পাওনা না মেটালে নিজের গরুর সাথে আমার পাল মিশিয়ে ফেলবে এবং সব গরু ওয়েলিংটনে নিয়ে যাবে সে। চীফ বিগ জনের স্বাক্ষর করা কাগজ দেখিয়ে ওগুলো বিক্রি করবে। এ ব্যাপারে আসল আইন কি, ক্যাপ্টেন?'

'আসলে সুনির্দিষ্ট কোন আইন নেই। ইন্ডিয়ান আর ফেডারেল সরকারের মধ্যে যে-চুক্তি হয়েছিল, তাই অনুসরণ করা হয় এখানে।

এলাকাটা পাঁচ গোত্রের ইন্ডিয়ানদের দিয়েছে সরকার। কমিশনারের নির্দেশ অনুযায়ী চকটো ট্রেইল ধরে পার হওয়া যে-কোন গরুর পালের জন্যে কর আদায় করতে পারে চকটো চীফ, কিংবা এখানে কেউ যদি র‍্যাঞ্চ করে তাহলেও কর দিতে হবে তাকে। মোট কথা, এখানকার জমি ব্যবহার করতে হলে চীফের অনুমোদনের পাশাপাশি নির্দিষ্ট হারে করও দিতে হবে।'

'আমি কি কমিশনারের কাছে আবেদন করতে পারি না যাতে করের হার কমিয়ে গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে আনা যায়?' প্রত্যাশা ফুটে উঠল মেয়েটির দৃষ্টিতে।

'একশো পঞ্চাশ মাইল দূরে ফোর্ট স্মিথে থাকে কমিশনার। যে-সময়ে ওখানে গিয়ে আবেদন করবে, ততক্ষণে তোমার পালের গরু বিক্রি করে ফেলবে ফ্রেনার। কমিশনার যদি করের পরিমাণ কমানোর সিদ্ধান্ত নেয়ও, একমাত্র সময়ই বলতে পারে ন্যায্য টাকা ফেরত পাবে কিনা; যদিও আমার ধারণা পাওনা টাকা ফিরিয়ে দেয়ার দাবি হেসেই উড়িয়ে দেবে জ্যাক ফ্রেনার। এভাবে হয়তো কমিশনারের কাছে ওর তথাকথিত "ডাকাতি"র রহস্য প্রকাশ করতে পারবে, কিন্তু তোমার নিজের কোন লাভ হবে না।'

'আমাদের হুমকি দিয়েছে ফ্রেনার,' যোগ করল ওরিন। 'আমরা গরু ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা করলে পাল্টা জবাব দেবে সে–চল্লিশ জন লোক আর অসংখ্য ইন্ডিয়ান তৈরি আছে লড়ার জন্যে। তোমার পরিকল্পনা অনুযায়ী গরু ছিনিয়ে নিতে হবে আমাদের, এবং সত্যি কথা বলতে কি, এছাড়া কোন উপায়ও দেখছি না। কিন্তু কাজটা করব কিভাবে, ক্যাপ্টেন, মি. ডুগালের পাঞ্চাররা সহ আমরা মাত্র বিশজন মানুষ?'

'সামনাসামনি লড়ব না আমরা,' জানাল শেলবি। 'আচমকা আক্রমণ করে চমকে দিতে হবে, ওদের অপ্রস্তুত অবস্থার সুযোগ নেব। লোকবল কম থাকায় জিততে হলে এছাড়া উপায় নেই।'

'ফ্রেনারের ক্রুরা নিশ্চই পালের কাছে থাকবে, আশা করবে আক্রমণ করতে পারি আমরা?'

'আতঙ্কিত একটা টেক্সাস লংহর্ন কত দ্রুত ছুটতে পারে, কখনও দেখেছ তুমি?' হেসে জানতে চাইল শেলবি।

তৎক্ষণাৎ উজ্জ্বল হয়ে গেল ফোরম্যানের মুখ। আগুনের পাশে বসে

ছিল দুই কাউবয়, ওরাও এগিয়ে এল।

'আমরা কি সত্যিই স্ট্যাম্পিড করতে পারব? বন, ঝোপঝাড় আর ক্রীকে ভরা জমিতে কি সম্ভব হবে? গরুগুলোকে সঠিক পথে চালনা করব কিভাবে? যে-কোন দিকে ছুটে যেতে পারে ওরা, পাহাড় বা জঙ্গলের বাধা মানবে না। স্ট্যাম্পিডে ক্যাম্প, বসতি, এমনকি শহরের পতন ঘটেছে এমন অনেক গল্প শুনেছি আমি।'

ইন্ডিয়ান ছেলেটির দিকে ফিরল শেলবি। 'লিটন জন, ফ্লেনারের গরুর পাল থাকে কোথায়–কর হিসেবে যেসব গরু সংগ্রহ করে সে–ব্লু লেকের পাশের উঁচু জমিতে?'

মাথা ঝাঁকাল সে।

'দারুণ!' ফোরম্যানের দিকে ফিরল ও। 'ব্লু লেক ক্রীক সরাসরি দক্ষিণে রেড রীভারের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। ক্রীকের পাশে প্রচুর গাছপালা আছে, কিন্তু প্রেয়ারিতে ঠিক উল্টো দৃশ্য–গরুর পালের জন্যে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে এমন গাছ বা ঝোপঝাড়ের সংখ্যা নিতান্ত কম। না থেমেই, অনায়াসে ঝোপ এড়িয়ে বা লাফিয়ে যেতে পারবে লংহর্নগুলো। ফ্লেনার অবশ্য সব গরু ব্লু লেকে একত্র করার চেষ্টা করবে, যাতে উইচিটা হিলের ট্রেইল ধরে ড্রাইভ করতে পারে। ওয়েলিংটন বা ক্যান্সাসে পৌঁছার ওটাই সহজ পথ।'

'আমাদের পালে দু'হাজারের কিছু বেশি লংহর্ন আছে,' জানাল ক্যারেন।

'স্ট্যাম্পিডে যে-ক্ষতি হবে, ফ্লেনারের গরু ড্রাইভ করে পুষিয়ে নিতে পারব আমরা।'

'মানে!? কিভাবে পুষিয়ে নেবে?'

স্মিত হাসল শেলবি। 'নির্দিষ্ট কোন ব্র্যান্ড নেই ফ্লেনারের, বাজেয়াপ্ত গরুর ক্ষেত্রেও মার্কা ব্যবহার করে না সে। করের বিনিময়ে দেওয়া রসিদ দিয়ে কাজ চালিয়ে নেয়। ধরো, আমাদের সব গরু বাজেয়াপ্ত করল সে, এবং ব্লু লেকে একত্র করল নিজের গরুর সঙ্গে। স্ট্যাম্পিডের পর সব গরু ক্যান্সাসে নিয়ে গেলাম আমরা, রেড রীভার পেরিয়ে একবার টেক্সাসের জমিতে পৌঁছতে পারলে গরুগুলোকে নিজের বলে দাবি করতে পারবে না সে। বরং আইন অনুযায়ী ফ্লেনারের সব গরু পৌঁছে দেয়া এবং বিক্রি করার জন্যে পঁচিশ পার্সেন্ট কমিশন পাব আমরা,

স্ট্যাম্পিডে যে-ক্ষতি হবে তাতে পুষিয়ে যাবে।'

'কিন্তু স্ট্যাম্পিডে গরুগুলো যদি ছড়িয়ে পড়ে, কিংবা অন্য কোন কারণে যদি সফল না হয়?' উদ্বিগ্ন স্বরে জানতে চাইল ক্যারেন।

'বলেছি না একটা আইডিয়া এসেছে মাথায়? লিটন জনকে নিয়ে। যদি স্ট্যাম্পিড ব্যর্থ হয় আর ফ্লেনার যদি লিটন জনের নাগাল না পায়...পরিকল্পনাটা নির্ভর করবে ওর বেঁচে থাকার ওপর।'

মিনিট ত্রিশ পর সঙ্গে সাতজন পাঞ্চারকে নিয়ে ক্যাম্পে পৌঁছল বাডি ডুগাল। সশস্ত্র সবাই। বাড়তি লোকের জন্যে রান্না করতে হবে, তখনই ব্যস্ত হয়ে পড়ল কুক। ক্লান্তি নেই লোকটার মধ্যে, সানন্দে আগে-ভাগে রান্নার আয়োজন করতে বসল। সন্ধের আগেই কফি আর বিস্কুট পরিবেশন করল সে। রাতে ক্যাম্পের বাইরে রেকি করতে যাবে কিংবা ফ্লেনারের গরুর পালের ওপর নজর রাখতে ব্যস্ত থাকবে, এমন পাঞ্চারদের জন্যে কিছু শুকনো মাংস আর বিস্কুট সরবরাহ করল।

টিম ব্রেভিন আর পিট শেপার্ডকে বিশ্রাম দিতে চলে গেল রে স্টুয়ার্ট, সঙ্গে কেভিন এলস্টার; চকটো বেন্ডের কাছাকাছি ট্রেইলে নজর রাখবে ওরা। স্থির হলো রাতে দু'জনের সঙ্গে দেখা করবে পিম টেনেম্যান।

নিজের ক্রুদের নিয়ে ব্লু লেকের কাছে চলে গেল বাডি ডুগাল, কাল দুপুর পর্যন্ত ওই এলাকায় থাকবে ওরা। ব্লু লেকে জ্যাক ফ্লেনারের গরুর পালের ওপর নজর রাখবে, তাছাড়া রেড রীভার পর্যন্ত রেকি করে স্ট্যাম্পিডের সম্ভাব্য পথ যাচাই করে দেখবে। গরুগুলোকে সঠিক পথে চালনা করার জন্যে কোথায় কোথায় লোক রাখতে হবে, তাও ঠিক করবে ওরা।

'আতঙ্কিত গরুগুলো, আশা করি কিছু দূর যাওয়ার পর শান্ত হয়ে যাবে,' বলল ডুগাল, খেয়াল করল নড করে ওকে সমর্থন করছে শেলবি। 'কাজটা তখন বেশ সহজ হয়ে যাবে। আমার মতে ট্রেইলের চেয়ে স্ট্যাম্পিডের শুরুতে বেশি লোক দরকার হবে।'

ঘাড় ফিরিয়ে চাক ওয়াগনের দিকে তাকাল শেলবি। বিছানার নিচে কয়েকটা চামড়া চোখে পড়েছে ওর, ম্যাট্রেস হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। 'এরকম কয়টা চামড়া আছে তোমার কাছে, হকিন্স?'

'চারটে। আমার ধারণা কমপক্ষে দুই ডলার বা তারও বেশিতে বিক্রি করা যাবে ওগুলো।'

'বিক্রি হয়ে গেছে!' ঘোষণা করল উইল শেলবি। 'প্রতিটা দুই ডলার। ওয়েলিংটন পর্যন্ত বয়ে নিয়ে যাওয়ার ঝামেলা পোহাতে হবে না তোমাকে। এগুলোর সাহায্যে অনায়াসে দ্রুততম স্ট্যাম্পিড শুরু করতে পারবে চারজন ক্রু। স্ট্যাম্পিড শুরুর জায়গা থেকে কয়েক মাইল দূরে আরও দু'জন থাকলে অবশ্য দারুণ হত। চামড়ার বদলে ওদের বিছানার চাদর সরবরাহ করব আমরা। আরও সামনে, ধরো মাইল চারেক পর, আটজন থাকবে তোমার নেতৃত্বে, ডুগাল। ডাবল কুইক-মার্চটি হতে হবে একেবারে নিপুণ, গরুর দল যেন তুমুল বেগে নদীর দিকে ছুটতে থাকে।'

'নদীটা গভীর, স্রোতও আছে। কত গরু যে ডুবে মারা যায় কে জানে!'

'রাত তিনটের সময় স্ট্যাম্পিড শুরু করব আমরা,' ব্যাখ্যা করল শেলবি। 'নদী পর্যন্ত পৌঁছতে ঘণ্টা তিনেকের মত লাগবে, ততক্ষণে সকাল হয়ে যাবে এবং আমাদের বেশিরভাগ ক্রুও নদীর কাছে পৌঁছে যাবে। ভাগ্য খারাপ না হলে গরুগুলোকে সহজে নদী পার করাতে পারব। কিছু গরুর আশা ত্যাগ করতে হবে অবশ্য—স্ট্যাম্পিডে খোঁড়া বা অচল হয়ে যেতে পারে, খুরের নিচে চাপা পড়ে মারা যাবে কিছু; এবং শেষে, নদী পেরোনোর সময় দুর্বল বা ক্লান্ত কয়েকটা ডুবে মারা যাবে। সব মিলিয়ে, যদি দেড়শো থেকে দু'শোও হারাতে হয়···খুব বেশি বলা যাবে না, এটুকু ক্ষতি মেনে নিতেই হবে।'

চুপ করে আছে ক্যারেন কীনলে। কিছু না বললেও নীল চোখ স্থির হয়ে আছে শেলবির ওপর, চাহনিতে শেলবির প্রতি যুগপৎ আস্থা, নির্ভরতা এবং সন্তুষ্টি প্রকাশ পাচ্ছে। 'পুরো পাল হারানোর চেয়ে একে সামান্য ক্ষতিই বলা যায়,' ক্ষীণ হেসে বলল মেয়েটি। 'কিন্তু তোমার প্ল্যানে আমার ভূমিকা কি হবে, ক্যাপ্টেন? সবাইকে কাজ দিয়েছ, শুধু আমিই বেকার বসে থাকব!'

'উঁহুঁ, কেউ বেকার থাকবে না। একটু পরে লিটন জনকে নিয়ে বেরোব আমি, যদি ঠিকমত ফিরে আসতে পারি—দু'জন মহিলাকে সঙ্গে নিয়ে আসব। তোমার দায়িত্বে থাকবে ওরা। ওদের নিয়ে দ্রুত নদী পেরোবে। ছোট্ট একটা ডাইভার্শন তৈরি হবে এতে, আশা করা যায় গরুর পালের ওপর থেকে কিছুটা হলেও মনোযোগ সরে যাবে

ফ্লেনারের। আমি কি তোমার আর হকিন্সের সহায়তা আশা করতে পারি?'

ক্যারেন কীনলের প্রতিক্রিয়া হলো তৎক্ষণাৎ। চোখে অস্বস্তি ফুটে উঠল, একটু আগের সন্তুষ্ট ভাবটা হারিয়ে গেছে। 'নিশ্চই,' শেষে গম্ভীর স্বরে বলল ও। 'কারা ওরা, ক্যাপ্টেন? এদের কথাই কি জানতে চেয়েছিলে বার্টের কাছে–সাদা ওই মহিলা আর ওর নিগ্রো চাকর?'

মাথা ঝাঁকাল শেলবি। 'মেয়েটির নাম সুসান স্টিফেন্স। যতক্ষণ চকটো বেন্ডে থাকছে, ওর বিপদের আশঙ্কা বাড়তেই থাকবে। আমরা যদি স্ট্যাম্পিড করে গরু ছিনিয়ে নেই, খেপে গিয়ে হয়তো সুসানের ক্ষতি করতে পারে ফ্লেনার। সেজন্যেই চকটো বেন্ড থেকে ওদের নিয়ে আসতে চাই, তাহলে নিশ্চিন্তে স্ট্যাম্পিডের কাজে মনোযোগ দিতে পারব। দু'জন লোক দরকার হবে আমার। আশা করছি সকালের মধ্যে ফিরে আসতে পারব। তোমরা যদি ভোরে ক্যাম্প গুটিয়ে তৈরি থাকো, তাহলে ওরা পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে রওনা দিতে পারবে, সবকিছু...'

'আমরা তৈরি থাকব, ক্যাপ্টেন,' কিছুটা অধৈর্য স্বরে বাধা দিল মেয়েটি। ঘুরে কূকের দিকে এগিয়ে গেল, সকালে ক্যাম্প ত্যাগের আয়োজন নিয়ে পরামর্শ শুরু করল।

শেলবির সামনে এসে বুক টানটান করে দাঁড়াল জো কীনলে। 'ক্যাপ্টেন, আমি কি করব?' স্যালুট ঠুকে জানতে চাইল সে, চোখে আগ্রহ ঝরে পড়ছে। 'আমাকে তোমাদের সঙ্গে নিয়ে চলো।'

ছেলেটার উপস্থিতি সম্পর্কে খুব একটা সচেতন ছিল না শেলবি, বরং পেছন থেকে ক্যারেনকে দেখছিল। জো-র দিকে না ফিরেই হাত তুলে পাল্টা স্যালুট ঠুকল। 'ধীরে, সোল্‌জার,' মৃদু ভর্ৎসনার সুরে বলল অতি আগ্রহী জো কীনলেকে, তারপর ফিরল ছেলেটির দিকে। 'প্রায় সবাই বাইরে থাকব আমরা। ক্যাম্পে শুধু কূক আর তুমিই থাকছ। সুতরাং নিরাপত্তার দিকটা তোমাদের সামাল দিতে হবে। প্রয়োজনে হকিন্সকে সাহায্য করবে তুমি।'

'নিশ্চই, ক্যাপ্টেন!' মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মত হলো, তবে প্রায় ঈর্ষান্বিত দৃষ্টিতে লিটন জনকে দেখছে জো।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে রওনা দিল শেলবি। লিটন জন ছাড়াও দু'জন রাইডার–স্টুয়ার্ট আর গিলরয় রয়েছে সঙ্গে। স্যাডল পরানো দুটো বাড়তি

ঘোড়া সঙ্গে নিয়েছে ওরা।

পেছনে ভাই-বোন তাকিয়ে দেখল ওদের—অনেকক্ষণ, অন্ধকারে চার রাইডারের অবয়ব মিলিয়ে যাওয়া পর্যন্ত। বোনের হাত ধরে দৃষ্টি আকর্ষণ করল জো। 'ও একেবারে বাবার মত, তাই না, সিস্?'

অন্ধকার প্রেয়ারি থেকে চোখ ফিরিয়ে নিল ক্যারেন। 'হয়তো,' চাপা স্বরে বলল ও। 'যাও, সাপার খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ো, জো।'

*

সন্ধের ঠিক পরপর ওয়াচ-ক্যাম্পে পৌঁছল ওরা।

ছোট্ট একটা পাহাড়ের ওপর ক্যাম্প করেছে টম ব্লেভিন আর পিট শেপার্ড। প্রচুর সিডার এবং বার্চ ছাড়াও ঘন ঝোপ রয়েছে আশপাশে। দূর থেকে ওদের উপস্থিতি বোঝার উপায় নেই, কিন্তু অনায়াসে সামনের বিস্তীর্ণ প্রেয়ারিতে নজর রাখতে পারছে। মাইল দুই দক্ষিণে পাহাড়ের শেষে হিক্যারি ক্রীক, লাগোয়া ঢালু জমিতে রয়েছে ঘন সিডারের সারি। পাহাড় আর সিডারের আড়ালে আড়ালে অনায়াসে হিক্যারি ক্রীক পর্যন্ত চলে যাওয়া যাবে।

গিলরয় আর স্টুয়ার্টকে দেখে স্বস্তি ফুটল দুই ওয়াচম্যানের মুখে। একঘেয়ে কাজ থেকে আপাতত মুক্তি মিলেছে। তবে একঘেয়ে হলেও কাজে গাফিলতি নেই ওদের, এতটাই সতর্ক ছিল যে বিকেলের পর থেকে কেউ একটা সিগারেটও ধরায়নি।

'সকালের অবস্থান থেকে আরও মাইল দুই পশ্চিমে, ক্রীকের দিকে সরে এসেছে ওরা,' জানাল শেপার্ড। 'কিন্তু পুরো পাল এখনও একত্র করতে পারেনি। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে বেশিরভাগ গরু। তবে রাতের মধ্যে কাজ শেষ করে ফেলবে ওরা, প্রয়োজনের চেয়েও বেশি রাইডার হাত লাগিয়েছে।'

'টেনেম্যানের কোন খবর পেয়েছ?'

'না,' উত্তর দিল ব্লেভিন। 'সন্ধের পরপরই ওর আসার কথা।'

পিম টেনেম্যানের অপেক্ষায় থাকল ওরা। একটু একটু করে সময় পেরিয়ে যাচ্ছে। শেপার্ড আর ব্লেভিন প্রায় অধৈর্য হয়ে উঠেছে, তাড়া বোধ করছে বার-কে ক্যাম্পে যাওয়ার জন্যে; কিন্তু টেনেম্যানের আনা খবর না শুনে যেতে পারছে না। এদিকে শেলবিও কিছুটা অধীর হয়ে পড়েছে, চকটো বেন্ড থেকে কাজ সেরে ভোর হওয়ার আগেই ফিরে

আসতে হবে।

সিডার বনে নিঃসঙ্গ এক অশ্বারোহীকে দেখা গেল, সরাসরি ওদের দিকে আসছে। দূরে থাকতে নিচু স্বরে নিজের পরিচয় জানাল সে, তবে শারীরিক কাঠামো দেখে আগেই পিম টেনেম্যানের ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হয়ে গেছে ওরা।

'তেমন কিছু ঘটেনি,' স্যাডল ছেড়ে পাশে এসে বসল টেনেম্যান, নিচু স্বরে চকটো বেন্ডের খবর দিতে শুরু করল। 'গরুর পাল তাড়িয়ে নিয়ে যেতে দেখেছ বোধহয়? রাতের মধ্যে ব্লু লেকে নিয়ে যেতে চাইছে ওরা। জ্যাক ফ্লেনারের সঙ্গে দেখা হয়েছে আমার। লোকটা খুব সন্দেহপ্রবণ, খুঁটিনাটি অনেক প্রশ্ন করল। শেষে বলল অস্থায়ী কোন ক্রুকে দরকার নেই ওর, সকালে যেন ডাচ ম্যাথুয়েনের কাছে রিপোর্ট করে কাজে যোগ দেই। ওরিন তো এখানে নেই, ক্যাপ্টেন, কি করব আমি?'

'ক্যাপ্টেন শেলবি এখন আমাদের বস্, পিম,' বাতলে দিল রে স্টুয়ার্ট। 'ও যা বলে তাই করবে।' স্ট্যাম্পিডের পরিকল্পনা সম্পর্কে সংক্ষেপে পিম টেনেম্যানকে জানাল সে।

'বেশ,' নিশ্চিন্ত সুরে বলল টেনেম্যান, ওরিনের মতামত জানার জন্যে আরও দশ মাইল পাড়ি দিয়ে ক্যাম্পে যেতে হবে না বলে খুশি। 'তোমার নির্দেশ মতই কাজ করব, ক্যাপ্টেন।'

'চকটো বেন্ডে ফিরে গিয়ে কাজে যোগ দাও। আগামীকাল রাতে আমাদের রাইডারদের সাথে ভিড়ে যাওয়ার চেষ্টা কোরো। স্ট্যাম্পিড ঠিক মত করতে হলে যত বেশি সম্ভব লোক দরকার হবে আমাদের। রাত তিনটায় স্ট্যাম্পিড শুরু করব।'

'ফ্লেনারের ক্রুরা আমাকে জনি নামে চেনে।'

'চকটো বেন্ডের একটা কেবিনে সাদা এক মহিলা আছে, ওর সম্পর্কে শুনেছ কিছু?'

'মিস্ স্টিফেন্স? দেখেছি ওকে। বিকেলে ফ্লেনারের সঙ্গে কথা বলে ফিরে আসার সময় দেখলাম জুজুর সঙ্গে অফিসরূমে যাচ্ছে মহিলা। সত্যিকার লেডি, ক্যাপ্টেন! আর সুন্দরীও।'

'মহিলা ওখানে কেন এসেছিল, জানো কিছু?'

মাথা নাড়ল টেনেম্যান। 'মিনিট কয়েক পর নিজেই মিস্ স্টিফেন্সকে

ওর কেবিনে পৌঁছে দিয়েছে ফ্লেনার। আসার সময় দেখলাম দু'জন লোক নজর রাখছে কেবিনের ওপর। দু'জনেই ফ্লেনারের বিশ্বস্ত ক্রু।'

ভুরু কোঁচকাল শেলবি। পাহারা বসানোর কারণ কি? কেউ যাতে ওদের বিরক্ত করতে না পারে, সেজন্যে? উঁহুঁ, ফ্লেনারের কোন ক্রুর এত সাহস হবে না। অন্য কোন কারণে···সম্ভবত চকটো বেন্ড ছেড়ে চলে যাওয়ার কথা ফ্লেনারকে জানিয়েছে সুসান, সেজন্যেই পাহারা বসিয়েছে সে। নজরবন্দী করেছে মেয়েটিকে।

উঠে দাঁড়াল শেলবি। 'যদি সকালের মধ্যে, এমনকি কাল রাতের মধ্যেও যদি ফিরে না আসি আমরা···সব ঠিকই থাকবে, পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করে যাবে তোমরা। ওরিন আর ডুগালকে তাই বলা আছে। পরিষ্কার?' ব্লেভিন এবং শেপার্ডের দিকে তাকাল ও। 'দুই ঘণ্টার মধ্যে বাড়তি দুটো ঘোড়া নিয়ে ক্রীকের কাছে যাবে তোমরা, আমাদের জন্যে অপেক্ষায় থাকবে, ঠিক আছে?'

মাথা ঝাঁকাল দুই কাউবয়।

*

মাইল খানেক এগোতে লিটন জনের নিচু স্বরের ডাকে থমকে দাঁড়াল উইল শেলবি। আগে আগে চলছে ছেলেটা। এলাকাটা পরিচিত ওর, তাছাড়া শরীরে ইন্ডিয়ান রক্ত বলেই বোধহয়, ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় অনেক বেশি সচেতন ও তীক্ষ্ণ। লিটন জনের ওপর ভরসা রেখেছে শেলবি, সেটা যে অহেতুক নয় তার প্রমাণ আগেও পেয়েছে; এবং এবারও পেল।

লাগাম টেনে ঘোড়া থামাল ও, কান খাড়া করে শোনার চেষ্টা করল। 'কোন সমস্যা, লিটন জন?'

'কেউ আসছে,' পাল্টা নিচু স্বরে জানাল সে।

খুরের ভোঁতা শব্দ শুনতে পেল শেলবি, সামনের ট্রেইল ধরে আসছে কেউ। চারপাশে ইতি-উতি তাকাল ও, লুকিয়ে থাকার মত তেমন কোন আড়াল নেই। হোলস্টারের কাছাকাছি চলে গেছে হাত, অপেক্ষায় থাকল। সরে পড়ার উপায় নেই যখন, মুখোমুখি হওয়াই ভাল।

খুরের শব্দ ক্রমশ জোরাল হচ্ছে, একসময় ট্রেইলের বাঁকে দেখা গেল লোকটাকে। কয়েক হাত দূরে আসতে আগন্তুককে দেখে চমকে উঠল শেলবি। 'ক্যারেন! কি হয়েছে?'

'ওহ্, থ্যাঙ্ক গড!' চাপা কণ্ঠে বলল মেয়েটি, এত অস্পষ্ট স্বরে যে

শেলবি বা লিটন জন, কেউই শুনতে পেল না। 'জো-কে পাওয়া যাচ্ছে না, ক্যাপ্টেন, সাথে উইনচেস্টারটাও নেই। আমি ভেবেছি ও হয়তো তোমাদের সাথে যোগ দিয়েছে।'

'ও কি ঘোড়ায় চড়েছে?'

'না। সেজন্যেই বেশি দুশ্চিন্তা হচ্ছিল। ওকে স্যাডল সাজাতে দেখলে সতর্ক হয়ে যেতাম আমরা, এটা ভাল করেই জানে সে। তাই ঘোড়া ছাড়া বেরিয়েছে। টেক্সাসে দশ-পনেরো মাইল হাঁটার অভিজ্ঞতা আছে ওর, এভাবে প্রায়ই শিকারে বেরিয়ে যেত।'

'চিন্তা কোরো না,' কিছুটা স্বস্তি বোধ করল শেলবি। নিতান্ত সাধারণ সমস্যা, অন্তত ওকে মাথা ঘামাতে হবে না। 'সম্ভবত টার্কি শিকার করতে বেরিয়েছে। আমাকে বলেছিল ক্যাম্পের কাছাকাছি টার্কির পায়ের ছাপ দেখেছে। ক্যাম্পে ফিরে যাও, ক্যারেন, গিয়ে হয়তো দেখবে ফিরে এসেছে জো। বোধহয় হকিন্সের জন্যে কয়েকটা টার্কিও নিয়ে আসবে সঙ্গে। ...এক কাজ করো, ওয়াচ-ক্যাম্পে চলে যাও, ব্লেভিনরা আছে ওখানে। ওদের সঙ্গে ফিরে যেতে পারবে। এই পথ ধরে যাও,' আঙুল তুলে দেখাল ও। 'পাইনের সারি পেরিয়ে গেলে ক্যাম্পটা পেয়ে যাবে।'

তখনই উত্তর দিল না ক্যারেন, অস্বস্তিতে নড়েচড়ে বসল স্যাডলে। 'আমার সঙ্গে অস্ত্র আছে, ক্যাপ্টেন,' খানিক দ্বিধার পর বলল ও। 'তোমাদের সাহায্য করতে পারলে সত্যিই খুশি হব। প্লীজ, ক্যাপ্টেন!' শেলবির বাহুতে একটা হাত রাখল ক্যারেন।

মেয়েটি ওদের সাথে যোগ দিতে এসেছে, কাছাকাছি থাকতে চেয়েছে ভেবে ক্ষণিকের জন্যে প্রসন্ন হয়ে উঠল শেলবির মন। কিন্তু পরমুহূর্তে নিরেট বাস্তবতা আর স্বাভাবিক সচেতনতাবোধ সতর্ক করল ওকে। তিক্ততার সঙ্গে আবিষ্কার করল ক্যারেনের উপস্থিতি কিছুটা হলেও প্রভাবিত করছে ওকে।

নিজের ওপর বিরক্তি বোধ করল শেলবি। 'তোমার ফিরে যাওয়া উচিত,' শেষে বলল ও। 'গোলাগুলি হতে পারে ওখানে। মিস্ স্টিফেন্সের ওপর নজর রাখার জন্যে লোক রেখেছে ফ্লেনার, ওকে বের করে আনতে গেলে লোকগুলো নিশ্চই বাধা দেবে।' থেমে ক্যারেনের মুখ নিরীখ করল, স্পষ্টত ওর ব্যাখ্যায় মোটেও সন্তুষ্ট হয়নি টেক্সান সুন্দরী। 'তুমি যখন এখানে আছ এবং সাহায্য করতে চাইছ,' স্মিত হেসে,

খানিকটা আপসের সুরে বলল ও। 'আমাদের সাথে যাওয়ার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ একটা কাজ করতে পারো। নিশ্চিত ভাবে বলা যায় আমাদের পিছু নিয়ে আসবে ফ্লেনারের রাইডাররা। একটা ডাইভার্শন তৈরি করবে তুমি, ভুল পথ দেখিয়ে ক্যাম্পের দিকে নিয়ে যাবে ওদের। ব্লেভিন আর শেপার্ডের তোপের মুখে পড়বে ওরা।'

'ঠিক আছে, ক্যাপ্টেন,' মৃদু নড করল ক্যারেন।

'গিলরয় আর স্টুয়ার্টকে বোলো ঘোড়া দুটো যেন তৈরি রাখে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জায়গামত পৌঁছতে হবে ওদের, নইলে পুরো পরিকল্পনা ভেস্তে যাবে। ঠিক দুই ঘণ্টা পর।'

উত্তরের জন্যে অপেক্ষা করল না শেলবি, মেয়েটিকে কোন কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে স্পার দাবাল। ট্রেইল ধরে এগোল ওর সোরেল, পিছু নিল লিটন জন। মিনিট দশের মধ্যে হিক্যারি ক্রীকের কাছে পৌঁছে গেল ওরা, ক্রীক পেরিয়ে এগিয়ে চলল পাড় ধরে। ঘন ঝোপ আর প্রচুর গাছ রয়েছে আশপাশে। এতক্ষণ শেলবিই আগে আগে চলছিল, কিন্তু এবার লিটন জন নেতৃত্বের ভার নিল, এলাকাটা সে-ই ভাল চেনে।

কিছুক্ষণের মধ্যে চকটো বেন্ডের তিনশো গজের মধ্যে পৌঁছে গেল ওরা। এক চিলতে খোলা জায়গায় থেমে স্যাডল ছাড়ল, তারপর ঘোড়া দুটোকে ঘন ঝোপের পেছনে উইলোর গুঁড়ির সঙ্গে বেঁধে রাখল। দেয়াশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে ঘড়ি দেখল শেলবি। 'একঘণ্টার মধ্যে কাজ সারতে হবে, বাছা। আশা করি ততক্ষণে ঘোড়া নিয়ে জায়গামত পৌঁছে যাবে গিলরয় আর স্টুয়ার্ট।'

কারবাইন ঝুলছে লিটন জনের কাঁধে। বার-কে ফোরম্যান ওরিন ওয়েনরাইট দিয়েছে ওটা। ছেলেটার মুখে চাপা অহঙ্কার, অবশ্য সেটাই স্বাভাবিক—বয়স্ক ইন্ডিয়ানদের কাছে যে-জিনিস লোভনীয়, লিটন জন ওটা পেয়ে যে গর্ব বোধ করবে তাতে বিস্ময়ের কি আছে।

প্রায় নিঃশব্দে হাঁটছে ওরা। লিটন জনের পিঠের সাথে লেপ্টে আছে শেলবি। ঘুটঘুটে অন্ধকারে কিছুই চোখে পড়ছে না ওর, অথচ ছেলেটা দিব্যি এগিয়ে চলেছে!

কেবিন থেকে আসা আলোয় আবছা ভাবে চোখে পড়ছে বিশাল আঙিনাটা। দূরে জ্যাক ফ্লেনারের দোতলা হেডকোয়ার্টার। নিচের বাররুমে কোলাহল নেই, কারণটাও জানে শেলবি—বেশিরভাগ রাইডার

গরুর পাল নিয়ে ব্যস্ত। ভেড়ানো দরজার ফাঁক গলে এক চিলতে আলো এসে পড়েছে বাইরে।

ঠিক উল্টো দিকে সুসান স্টিফেন্সের কেবিন।

কেবিনের ত্রিশ গজের মধ্যে খোলা জায়গায় ছোট করে আগুন জ্বেলেছে দুই গার্ড, মাঝে মধ্যে নিচু স্বরে আলাপ করছে। ভাল করে দেখার জন্যে ঝোপের আড়াল থেকে কিছুটা পাশে সরে এল শেলবি, দেখল মাদুর বিছিয়ে আয়েশ করে বসেছে দুই গার্ড, হাতে তাস। কাছাকাছি দাঁড়িয়ে খেলা দেখছে এক ইন্ডিয়ান।

'ওই চকটোকে চেনো?' নিচু স্বরে লিটন জনের উদ্দেশে জানতে চাইল ও।

'হু-মাউ-টাক। হুইস্কির পাগল! এজন্যেই ওকে কাজে লাগাতে পেরেছে ফ্লেনার। লোক হিসেবে তেমন সুবিধের নয়, আমার বাবাও পছন্দ করে না ওকে।'

'তাহলে ওকে শত্রুর দলে রাখাই মঙ্গল,' ঘোষণা করল শেলবি, লিটন জনকে অনুসরণ করতে বলে নিঃশব্দে এগোল। কেবিনের পেছনে এসে দাঁড়াল ওরা। দেয়ালের সাথে শরীর ঠেকিয়ে দাঁড়াল শেলবি, মৃদু শব্দে করাঘাত করল। 'সুসান!' ফিসফিস করে ডাকল ও। 'সুসান, তুমি কি আছ এখানে?' মুহূর্তের জন্যে থামল ও, তারপর ফের নক্ করে সুসানের নাম ধরে ডাকল।

কেবিনের ভেতরে হালকা পায়ের শব্দ হলো, দেয়ালের দিকে এগিয়ে এল শব্দটা। তারপর ওপাশে টিলির চাপা স্বর শুনতে পেল শেলবি: 'কে ওখানে, মিসি সুসানকে ডাকছ কেন? কি চাও তুমি?'

'আমি শেলবি। তোমাদের নিয়ে যেতে এসেছি। সুসান আছে এখানে?'

'মিসি তো ঘুমোচ্ছে! ওফ্, এখুনি জাগাচ্ছি ওকে!'

উদ্বিগ্ন হয়ে অপেক্ষা করছে শেলবি, দেয়ালের সাথে এক কান মিশিয়ে দিয়েছে প্রায়। সুসান স্টিফেন্সের স্বর শুনতে পেল: 'উইল! সত্যিই এসেছ তুমি?'

'হ্যাঁ। সু, তুমি ঠিক আছ?'

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল না সুসান, সম্ভবত ভাবছে কিছু। 'উইল, কেন এসেছ এখানে?' মিনিট খানেক পর পাল্টা প্রশ্ন করল, হতাশা আর

আক্ষেপ প্রকাশ পেল কণ্ঠে। 'ফ্লেনার পণ করেছে দেখামাত্র খুন করবে তোমাকে! তোমার আর ইন্ডিয়ান ছেলেটার খোঁজে প্রতিটা লোককে লাগিয়ে দিয়েছে সে। কেবিনের সামনে গার্ড রেখেছে যাতে বেরোতে না পারি আমরা, কিংবা কেউ যাতে আমাদের উদ্ধার করতে না পারে। না, উইল্, যেতে পারব না আমি! বেরোতে গেলে ওরা দেখে ফেলবে। আর···তুমিও চলে যাও, নইলে ধরা পড়ে যাবে!'

'আমি শুধু জানতে চাই,' অধৈর্য স্বরে জানতে চাইল শেলবি। 'তুমি কি এখান থেকে বেরোতে চাও?'

'নিশ্চই চাই! জ্যাককে বলেছিলাম আমাকে যাতে ফোর্ট রিংগোল্ডে পৌঁছে দেয়, কিন্তু নানা অজুহাতে দেরি করছে ও। ওহ্, উইল, সত্যি ভয় পাচ্ছি আমি! অথচ আমার জন্যে কিছুই করার নেই তোমার। শুধু নিজেকে ধরিয়ে দিতেই পারবে! সেটা আমার এখনকার অবস্থার চেয়ে আরও খারাপ হবে। তুমি বরং চলে যাও, দেরি হয়ে যাওয়ার আগেই সাহায্য নিয়ে ফিরে এসো। ফোর্ট রিংগোল্ডে কর্নেল টোপামের সাথে দেখা করে ওঁকে আমার কথা জানিয়ো। ভদ্রলোক তোমাকে সাহায্য করবেন।'

'আমি সাহায্য নিয়েই এসেছি, সু! ঘোড়ায় চড়তে পারবে তো?'

'আমি পারব, তবে টিলির কথা বলতে পারি না,' দ্রুত জানাল সুসান্। 'একবার মিউলে চড়েছিল ও, কিন্তু ঘোড়াটাকে হাঁটানো ছাড়া কিছু করতে পারেনি, বরং ওর অবস্থা দেখে মনে হয়েছিল স্যাডলে কোন রকমে টিকে আছে এবং স্যাডল থেকে পড়ে যাওয়ার আশঙ্কায় অস্থির ছিল সারাক্ষণ।'

'অবশ্যই তোমার সঙ্গে যাব আমি, মিসি!' দৃঢ়, সাহসী স্বরে ঘোষণা করল টিলি। 'মাসাহ্ উইল, তুমি শুধু ছুটন্ত একটা ঘোড়ায় তুলে দেবে আমাকে! ব্যস, ঘোড়ার গায়ের সঙ্গে মিশে পড়ে থাকব আমি। চলবে না?'

বাস্তবে ছুটন্ত ঘোড়ার পিঠে কাউকে তুলে দেওয়ার চিন্তা কতটা হাস্যকর আর কঠিন, ভেবে স্মিত হাসল শেলবি, তবে এ নিয়ে দুশ্চিন্তা করল না। ভাবনার ফুরসতও নেই। 'বেশ, জলদি তৈরি হয়ে নাও,' শেষে বলল ও, আশঙ্কা করছে দেরি করলে হয়তো বেঁকে বসবে সুসান। 'বেশি সময় দিতে পারব না।'

মিনিট পাঁচ পর দেয়ালের ওপাশে সাড়া পাওয়া গেল। 'তৈরি হয়েছি, উইল। এখন বলো, কি করতে হবে!'

'ঠিক দুই মিনিট পর দরজা খুলে বেরিয়ে যাবে। ডানে ঘুরে কেবিনের পেছনে চলে আসবে। তোমাদের জন্যে অপেক্ষায় আছি আমরা। বুঝেছ?'

'বাইরের গার্ডরা বেরোতে দেবে না আমাদের!'

'ওদের নিয়ে চিন্তা কোরো না। যতটা সম্ভব দেয়ালের সঙ্গে মিশে থাকার চেষ্টা কোরো, চিমনির দিকে যাবে না। গোলাগুলি হলে ভয় পেয়ে ছোটাছুটিও করবে না। পরিষ্কার? যাও, এখন থেকে দুই মিনিট পর বেরিয়ে আসবে।'

পাশে দাঁড়িয়ে থাকা লিটন জনের কাঁধে টোকা মারল শেলবি, তারপর কেবিনের যে-প্রান্তে চিমনি রয়েছে সেদিক ঘুরে কেবিনের পাশে চলে এল। একটু আগে এখান থেকে নজর রেখেছিল গার্ডদের ওপর।

এ পর্যন্ত কিছুই টের পায়নি লোকগুলো, খেলায় ব্যস্ত। ব্যতিক্রম কেবল ইন্ডিয়ান লোকটা, একটা মাদুর বিছিয়ে গায়ের ওপর কম্বল টেনে শুয়ে পড়েছে সে। শুধু মাথাটা দেখা যাচ্ছে।

ডান হাতে উইনচেস্টার, হোলস্টার থেকে কোল্ট বের করে বাম হাতে নিল শেলবি। 'তোমার জাতভাইকে কাভার করো,' লিটন জনকে নির্দেশ দিয়ে এগোল ও।

কেবিনের দরজা খোলার শব্দ হলো। বেরিয়ে এল সুসান, বড়সড় স্কার্ফ দিয়ে মাথা থেকে কোমর পর্যন্ত ঢাকা। টিলির পরনে কোট, মাথায় ধূসর রঙের পুরানো আর্মি হ্যাট। মিস্ট্রেসের গায়ের সঙ্গে সেঁটে আছে প্রায়। ওর বাম হাতে বড়সড় একটা স্যাচেল*, ডান হাতে পোকার।

তড়াক করে উঠে দাঁড়াল এক গার্ড। 'কোথায় যাচ্ছ তোমরা?' চড়া সুরে খেঁকিয়ে উঠল সে।

'অত খেপছ কেন, পার্ডনার?' কেবিনের কোণায় নিজের উপস্থিতি ঘোষণা করল উইল শেলবি। 'হোলস্টার থেকে হাত দূরে সরিয়ে রাখো এবং একটুও নড়ো না! উঁহুঁ, দু'জনকেই বলছি,' অন্য লোকটা পিস্তলের দিকে হাত বাড়াতে যেতে নিষেধ করল ও। 'নরকে যেতে যাও? মৃত

স্যাচেল (Satchel) : ঝুড়ি বিশেষ

দোস্তদের হাউডি জানাতে ইচ্ছে করছে খুব? বেশ তো, যাবে···একটা শব্দও উচ্চারণ করবে না কেউ!'

বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেছে ওরা, এমনকি ইন্ডিয়ান লোকটাও। ধীরে ধীরে উঠে বসল সে, অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে শেলবির উইনচেস্টারের দিকে। পালা করে শেলবি আর কেবিনের ডানদিকে আগুয়ান দুই মহিলাকে দেখছে অন্য দু'জন।

নীরবে কেটে গেল কয়েকটা সেকেন্ড, টুঁ শব্দ করেনি কেউ, এমনকি চোখের পাতাও ফেলেনি। তারপর হঠাৎ একসঙ্গে সক্রিয় হলো ওরা, সবার আগে ইন্ডিয়ান লোকটি।

গা থেকে কম্বল ছুঁড়ে ফেলল চকটো, ডান হাতে সিক্সগান শোভা পাচ্ছে। বোঝা গেল ওটা হাতে রেখেই শুয়ে ছিল। পাশ ফিরছে লোকটা, শেলবির দিকে ঘুরে যাচ্ছে সিক্সগানের মাজল। কাছাকাছি আসা মাত্র, তাড়াহুড়ো করে ট্রিগার টিপল সে।

চোখের কোণ দিয়ে লোকটাকে দেখল শেলবি, লিটন জনের ওপর আস্থা রেখেছে। দেখল ভারী কারবাইনের গুলির ধাক্কায় বিছানার ওপর ছিটকে পড়ল চকটো, বুঝতেই পারেনি কোত্থেকে গুলিটা এসেছে। সামান্য খিঁচুনি দিয়ে স্থির হয়ে গেল ছোটখাট দেহটা।

মওকা পেয়ে হোলস্টারে হাত বাড়িয়েছিল এক গার্ড, কিন্তু শেলবির আঙুল ট্রিগারে চেপে বসতে দেখে স্থির হয়ে গেল সে। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল পড়ে থাকা চকটোর দিকে, তারপর ঝট করে দু'হাত মাথার ওপর তুলে ফেলল। এদিকে দ্বিতীয় গার্ড ঝাঁপ দিয়েছে কাছাকাছি থাকা ঝোপের আড়ালের উদ্দেশে, সমানে চেঁচাচ্ছে সে: 'কে আছ, এদিকে নরক ভেঙে পড়েছে! মেয়ে দুটো···'

চিৎকার করার কিংবা মরিয়া হওয়ার দরকার ছিল না লোকটার, কারণ গুলির শব্দ এমনিতে শুনতে পেয়েছে ফ্রেনারের ক্রুরা। দু'পা এগোল শেলবি, তারপর কাছ থেকে গুলি করল। প্রায় দশ গজ দূর থেকে উইনচেস্টারের গুলি বিদ্ধ হলো লোকটার উরুতে। ঘোড়ার লাথি খেয়েছে যেন, এমন ভাবে চার হাত দূরে ছিটকে পড়ল লোকটার শরীর; দুটো গড়ান খেল, তারপর সমানে ককাতে শুরু করল লোকটা।

এতেও যেন নিশ্চিন্ত বোধ করছে না শেলবি, এগিয়ে গেল লোকটার দিকে। এদিকে বিপদ টের পেয়ে গেছে গার্ড, যন্ত্রণা ভুলে পিস্তলের দিকে

হাত বাড়াল, সত্যিকারে মরিয়া হয়ে উঠেছে এখন। কিন্তু সফল হলো না সে, দু'হাত দূর থেকে সপাটে উইনচেস্টারের বাঁট চালিয়েছে শেলবি, মাথার খুলির সঙ্গে বাঁটের সংঘর্ষের ভোঁতা আওয়াজ শুনতে পেল। কাটা কলা গাছের মত ঘাসের ওপর গড়িয়ে পড়ল লোকটা, একেবারে স্থির হয়ে গেছে। শিথিল মুঠি থেকে খসে পড়ল পিস্তল।

'ওকে সামলে রাখো, লিটন জন,' পিছিয়ে আসার সময় বলল শেলবি। 'মেয়েরা কিছু দূর এগোনো পর্যন্ত আটকে রাখো ব্যাটাকে। তারপর যা ইচ্ছে কোরো। ফ্লেনারের লোকজন তেমন নেই ঠিক, কিন্তু যতজনই থাকুক, সবাই ছুটে আসবে। বেশি কাছে আসতে দিয়ো না কাউকে। অবস্থা বেগতিক দেখলে অপেক্ষা করার দরকার নেই, এই ব্যাটার মাথায় দু'ঘা লাগিয়ে ছুট দিয়ো।'

কেবিনের পেছনে চলে এল শেলবি। অধীর হয়ে ওর জন্যে অপেক্ষায় আছে সুসান আর টিলি। কাছে গিয়ে সুসানের হাত চেপে ধরল ও, তারপর প্রায় টেনে নিয়ে চলল মেয়েটিকে। পেছন পেছন আসছে টিলি, শুরু থেকেই হাঁপাচ্ছে।

'উইল?' চাপা স্বরে ওকে ডাকল সুসান।

'উঁহুঁ, আগে নিরাপদ দূরত্বে পৌঁছে নিই, তারপর তোমার কথা শুনব।'

পঞ্চাশ গজের মত চলে এসেছে ওরা, এসময় পেছনে কয়েকজনের চিৎকার শুনতে পেল। চিৎকার করে ক্রুদের মনোযোগ আকর্ষণ করল গার্ড লোকটা, জানাল কোন্ দিকে গেছে শেলবি আর মেয়েরা। কথাগুলো শেষ করতে পারল না হতভাগ্য গার্ড, তার আগেই কর্কশ স্বরে গর্জে উঠল কারবাইন।

এবার নিশ্চই লিটন জনকে ধাওয়া করবে ফ্লেনারের ক্রুরা, ভাবল শেলবি।

ছয়

দ্রুত এগোনোর চেষ্টা করলেও পারছে না শেলবি, দুই মহিলার উপস্থিতি বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঝোপঝাড়ের ফাঁক গলে এগোচ্ছে ওরা, সুসানের স্কার্ট প্রায়ই আটকে যাচ্ছে কাঁটা ঝোপে। পরোয়া করছে না মেয়েটা, প্রায়ই কাপড় ছেঁড়ার শব্দ শোনা যাচ্ছে। এদিকে পেছনে শত্রুপক্ষের সাড়া পাচ্ছে শেলবি, সদলে এগিয়ে আসছে ওরা, নিজেদের উপস্থিতি জানান দিতে দ্বিধা করছে না। অন্ধকার ঝোপঝাড় লক্ষ্য করে সমানে গুলি করছে।

যতটা সম্ভব নিঃশব্দে এগোনোর চেষ্টা করছে শেলবি। আবারও সুসানের অস্ফুট কাতরধ্বনি আর কাপড় ছেঁড়ার শব্দ কানে এল ওর। এদিকে সমানে হাঁপাচ্ছে টিলি, মোটাসোটা হওয়ায় দম ফুরিয়ে গেছে।

থমকে দাঁড়াল শেলবি, সুসান পাশে এসে দাঁড়াতে হাত বাড়িয়ে ওর কোমর চেপে ধরল। কি হচ্ছে বুঝতে না পেরে অস্ফুট স্বরে বিস্ময় প্রকাশ করল সুসান, পরমুহূর্তে আবিষ্কার করল ওকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়েছে শেলবি।

'উইল! এভাবে ছুটতে পারবে না! আমাকে নামিয়ে দাও...'

'চুপ করে থাকো!'

আবছা অন্ধকারে চোখ কুঁচকে তাকাল শেলবি। গাছের ছায়া আর ঝোপঝাড়ের কারণে পথ চিনতে অসুবিধে হচ্ছে। লিটন জনকে নিয়ে ভাবছে না, জানে ঠিকই জায়গামত পৌঁছে যাবে ছেলেটা, হয়তো কিছুক্ষণের মধ্যে ধরেও ফেলবে ওদের।

'আমার গলা চেপে ধরো!' সুসানকে নির্দেশ দিল ও।

প্রতিবাদ করে লাভ হবে না বুঝে তাই করল সুসান, শেলবির কোলে আরেকটু উঠে বসে গলা জড়িয়ে ধরল; তাতে পথ চলতে বা ছুটতে সুবিধে হবে মানুষটার। দীর্ঘ চারটে বছর পর দু'দিন আগে তিক্ত অনুভূতি

নিয়ে দেখা হয়েছে ওদের, সেটা মনে নেই কারও—দু'জনেই ভুলে গেছে; বরং বিপদের মুহূর্তে এই নিবিড় সান্নিধ্য আর নির্ভরতাই পাওনা ওদের, উপলব্ধি করে সুসান, কিন্তু উপভোগ করার সুযোগ নেই, কারণ পেছনে ধাওয়া করে আসছে কিছু বেপরোয়া মানুষ। নিজেকে নিয়ে দুশ্চিন্তা নেই, কারণ ওর ক্ষতি করবে না ফ্লেনার; অথচ উইল শেলবিকে হাতের মুঠোয় পেলে উল্লসিত হবে।

ক্রীকের দিকে এগোচ্ছে শেলবি। ডানে বাঁক নিয়ে সরে এল ঝোপের আড়ালে, তারপর কয়েকটা বোল্ডারকে পাশে ফেলে সঙ্কীর্ণ পথ ধরে এগোল। ঘন ঝোপ এড়িয়ে চলে এল খোলা একটা জায়গায়। সুসানকে এবার নামিয়ে দিল ও, তারপর ফের ছুটতে শুরু করল। ধারণা করছে ফ্লেনারের ক্রুরা অনুসরণ করতে পারবে না, কারণ ক্রমে ডানে সরে এসেছে ওরা, সুসানের কেবিন থেকে আড়াআড়ি দক্ষিণ-পশ্চিমে চলে এসেছে। কয়েকশো গজ দূরে ক্রীকের লাগোয়া উপত্যকায় ঘোড়া নিয়ে থাকার কথা গিলরয় আর স্টুয়ার্টের।

গতি কমিয়ে দিল শেলবি, প্রায় হেঁটে এগোচ্ছে এখন। কান খাড়া ওর, সতর্ক। একটু আগেও ফ্লেনারের ক্রুদের এগোনোর সাড়া শুনতে পাচ্ছিল, কিন্তু এখন পুরোপুরি নীরব হয়ে গেছে বনভূমি।

উদ্বেগ আর শঙ্কার প্রাথমিক ধাক্কার পর, বিপদের সম্ভাবনা এখন কমে গেছে বুঝতে পেরে কিছুটা স্বস্তি বোধ করছে সুসান। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল দ্রুত পায়ে হাঁটছে টিলি, ফোঁসফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলছে। ছুটতে হচ্ছে না বলে খুশি।

খোলা জায়গা পেরিয়ে ঢালের মত উঁচু ক্রীকের পাড় ধরে এগোল ওরা, ঘন সিডার আর পাইনের সারি ছেয়ে আছে এদিকে। গাছগুলো এত ঘন যে চাঁদের আলো খুব কমই নিচে এসে পৌঁছেছে, পাতার ফাঁক গলে আসা বিভিন্ন আকারের আলো বিচিত্র নক্সা তৈরি করেছে মাটিতে। হিক্যারি ক্রীকের বাঁকের মুখে প্রায় পৌঁছে গেছে, ঠিক এসময় পেছনে হালকা পায়ের শব্দ শুনতে পেয়ে শেলবির মনোযোগ আকর্ষণ করল টিলি।

ছোটখাট গাঢ় একটা আকৃতি অন্ধকার ফুঁড়ে বেরিয়ে এল। একটুও হাঁপাচ্ছে না লিটন জন, অথচ পুরো পথ ছুটে এসেছে। সাবলীল ভঙ্গিতে পা ফেলছে এখনও।

'ওরা আসছে, ক্যাপ্টেন,' সংক্ষেপে জানাল সে।

একটু এগিয়ে রেখে যাওয়া ঘোড়ার কাছে পৌঁছল ওরা। কিন্তু মাত্র দুটো ঘোড়া দেখে থমকে দাঁড়াল শেলবি। ব্যাপার কি? গিলরয় আর স্টুয়ার্ট আসেনি কেন? বিপদে পড়েছে আসার সময়? সঙ্গে ক্যারেনও থাকার কথা···

ভাবনার সুযোগ নেই। সময়ও নষ্ট করা যাবে না। পেছনে, চকটো বেন্ড থেকে দূরাগত খুরের শব্দ ভেসে আসছে। ঝোপঝাড় বা বনে খোঁজাখুঁজি করে লাভ হবে না, বুঝে ফেলেছে ক্রুরা, তাই ফিরে গিয়ে ঘোড়ায় চড়েছে।

'লিটন জন,' ছেলেটিকে বলল শেলবি। 'ডাবল রাইড করতে হবে আমাদের। ঘোড়ায় চাপো, টিলিকে তোমার পেছনে তুলে দেব আমি।'

পরিস্থিতি অপছন্দ হলেও প্রতিবাদ করল না সে, দ্রুত পনির পিঠে চাপল। পনির পাশে গিয়ে দাঁড়াল টিলি, একা রাইড করতে হবে না ভেবে কিছুটা হলেও নিশ্চিন্ত বোধ করছে। কোমর ধরে টিলিকে তুলে দিল শেলবি, হাঁচড়ে-পাঁচড়ে কোন রকমে পনির পিঠে চাপল মেয়েটি। অস্বস্তিতে নড়েচড়ে দাঁড়াল ইন্ডিয়ান ঘোড়াটা, পিঠে অতিরিক্ত বোঝা পছন্দ করতে পারছে না।

চকটো ভাষায় নিচু স্বরে ঘোড়াটার উদ্দেশে কথা বলল লিটন জন, মোকাসিনের আগা দিয়ে আলতো খোঁচা মারল ওটার পাছায়। নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে কয়েক পা এগোল পনি।

ঘুরে দাঁড়াতে গিয়ে পায়ের সঙ্গে বাধল কি যেন, ঝুঁকে জিনিসটা তুলে নিল শেলবি। টিলির স্যাচেল। নিগ্রো মেয়েটির হাতে ওটা তুলে দিল ও। ছোটার মধ্যে পোকারটা কোথায় পড়ে গেছে, টিলি নিজেও বোধহয় বলতে পারবে না।

'ওয়াচ-ক্যাম্পে চলে যাও, লিটন জন। অপেক্ষা করার দরকার নেই, ঘুরপথে ওখানে পৌঁছে যাব আমি।'

ফিরে এসে সোরেলে চাপল শেলবি। হাত বাড়াল ঘোড়ার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা সুসানের উদ্দেশে। ওর হাত চেপে ধরল সুসান, স্টিরাপে এক পা রেখে নিজের শরীর তুলে ধরল। অন্য হাতে মেয়েটির কোমর চেপে ধরল শেলবি, তারপর এক টানে স্যাডলে নিজের পেছনে তুলে ফেলল সুসানকে। দু'হাতে ওর কোমর চেপে ধরল সুসান, কাঁধে মাথা

রেখেছে।

'কখনও ভাবিনি এভাবে চোরের মত তোমার সঙ্গে যেতে হবে!' হালকা সুরে বলল সুসান, আলতো চুমো খেল শেলবির ঘাড়ে।

'নতুন অভিজ্ঞতা!' হাঁটুর গুঁতোয় ঘোড়াকে আগে বাড়ার নির্দেশ দিল শেলবি।

ক্রীকের পাড়ে পৌঁছে গেল ওরা। জোয়ারের কারণে পানির উচ্চতা বেড়ে গেছে। গতি কমিয়ে পানিতে ঘোড়া নামিয়ে আনল শেলবি, স্টিরাপ থেকে পা তুলে নিয়েছে। সুসানকেও পা তুলে রাখার নির্দেশ দিল।

ফোর্ড ধরে এগোল ঘোড়াটা।

হাতে রাইফেল রেখেছে ও। পেছনে খুরের শব্দ আরও জোরাল হয়েছে। অস্বস্তি হচ্ছে ওর, কেবলই মনে হচ্ছে এই বুঝি গুলিবৃষ্টি শুরু হয়। আশঙ্কা ফলতে অবশ্য বেশি দেরি হলো না। ক্রীক পেরিয়ে যেতে পেছনে একইসঙ্গে উত্তেজিত এক ক্রুর চিৎকার আর কয়েকটা গুলির শব্দ শুনতে পেল। 'মরগান! এই যে, এখানে ওরা, ক্রীক পেরিয়ে যাচ্ছে! জলদি এদিকে এসো!' বিকট চিৎকার করে সঙ্গীদের ডাকল সে, এলোপাতাড়ি গুলি করছে।

উন্মত্ত বোলতার মত শিস কেটে আশপাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে গুলিগুলো, টের পেল শেলবি। তাড়াহুড়ো না করলে হয়তো দু'একটা টার্গেটেও বিঁধত। আষ্টেপৃষ্ঠে ওকে জড়িয়ে ধরেছে সুসান, আড়ষ্ট হয়ে গেছে দেহ। মৃদু কাঁপছে মেয়েটার শরীর। দারুণ ভয় পেয়েছে ও। সোজাসুজি কোন গুলি এলে ওর শরীরে বেঁধার সম্ভাবনাই বেশি।

'এই তো, আরেকটু, সু,' স্পার দাবানোর সময় কোমল স্বরে মেয়েটিকে সাহস যোগাল শেলবি। তুমুল বেগে ছুটছে সোরেল। ডানে বাঁক নিয়ে ক্রীকের পাড় ধরে ঘোড়া ছুটিয়েছে ও, যতটা সম্ভব গাছ আর ঝোপের আড়ালে থাকার চেষ্টা করছে। গুলির তুবড়ি ছুটছে আশপাশ দিয়ে, তবে বিপজ্জনক নয় কোনটাই। সম্ভবত ওদের ভড়কে দেয়ার জন্যে গুলি করছে ফ্লেনারের ক্রুরা; একে ছুটন্ত অবস্থায় নিশানা করা কঠিন, তারওপর শেলবি এঁকেবেঁকে ছুটছে বলে টার্গেটের ধারে-কাছেও আসছে না গুলিগুলো।

সামনে পলকের জন্যে লিটন জনের পনিকে দেখতে পেল ও।

টিলির অভিযোগ ভরা চড়া কণ্ঠ কানে এল। সামান্য সময়ের জন্যে ট্রেইলের দিকে নজর দেয়নি শেলবি, বোকামির খেসারত নগদ দিয়ে দিতে হলো। কোত্থেকে কি হলো টেরই পেল না, হঠাৎ ব্ল্যাক-বেরির একটা শাখা আঘাত করল গালে, কাঁটার তীক্ষ্ণ আঁচড়ে অস্ফুট স্বরে কাতরে উঠল ও।

তুমুল বেগে উপত্যকায় ঢুকল ওরা। সিডার সারির কাছাকাছি গাছের ছায়ায় কয়েকজন লোক আর কয়েকটা ঘোড়ার আবছা কাঠামো দেখতে পেল শেলবি। ওর আগেই পৌঁছেছে লিটন জন। মাটিতে পড়ে আছে টিলি।

হাঁচড়ে-পাঁচড়ে উঠে দাঁড়াল টিলি। রাগে থমথম করছে মুখ। 'নোংরা ইন্‌জুন! আমাকে ফেলে দিয়েছিস তুই! পোকারটা যদি হাতে থাকত, জনমের শিক্ষা দিতাম তোকে!'

ওকে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিল রেড গিলরয়, তাকে দেখে মুখ ঝামটে উঠল নিগ্রো মেয়েটি। 'সরে দাঁড়াও! আমি অসহায় নই!' মাটি থেকে বহুল ব্যবহৃত হ্যাট তুলে মাথায় চাপাল সে, তারপর দু'হাত দূরে পড়ে থাকা স্যাচেল তুলে নিল।

সোরেল থামিয়ে সুসানকে নামিয়ে দিল শেলবি। ছোটখাট জটলার ওপর নজর চালাল। তিনজনই আছে–গিলরয়, স্টুয়ার্ট এবং ক্যারেন কীনলে। হয় এরা রওনা দিতে দেরি করেছে, নয়তো ও নিজেই নির্দিষ্ট সময়ের আগে পৌঁছে গিয়েছিল ক্রীকের ধারে। 'সময় নেই আমাদের হাতে,' গিলরয়ের দিকে ফিরে বলল ও। 'পিছু ধাওয়া করে আসছে ফ্লেনারের ক্রুরা। মিস্ স্টিফেন্স আর টিলিকে নিয়ে যাবে তোমরা। জলদি, সু!' ভ্রূকুটি করে মেয়েটিকে তাড়া দিল ও।

গিলরয়ের সাহায্য নিয়ে স্যাডলে চাপল টিলি, এখনও অসন্তুষ্ট দেখাচ্ছে ওকে। ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে একবার তাকাল লিটন জনের দিকে। উত্তরে স্মিত হাসল ছেলেটি, আবছা অন্ধকারে ওর ঝকঝকে সাদা দাঁত দেখা গেল।

এদিকে সুসানকে স্যাডলে চড়তে সাহায্য করল শেলবি। 'ঠিক আছে, উইল, তৈরি আমি,' হাতে লাগাম তুলে নিয়ে নিচু স্বরে বলল সুসান। আচমকা স্যাডলে বসেই নিচু হলো, ঝুঁকে এক হাতে শেলবির গলা জড়িয়ে ধরে গালে চুমো খেল। 'সতর্ক থেকো, উইল–আমার

জন্যে!' প্রায় ফিসফিস করে বলল মেয়েটা, তারপর সিধে হয়ে বসল স্যাডলে।

ক্যারেন কীনলের দিকে ঘুরল শেলবি, যেন মাত্রই মেয়েটির উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতন হয়েছে। 'ক্যারেন, মিস্ স্টিফেন্স আর টিলিকে ক্যাম্পে নিয়ে যাবে তুমি। স্টুয়ার্ট, তুমিও যাবে ওদের সঙ্গে—প্রেয়ারি ধরে সরাসরি ক্যাম্পের উদ্দেশে ছুটবে। ফ্লেনারের কোন ক্রু যদি অনুসরণ করে, পারলে ঠেকাবে। অন্তত দেরি করিয়ে দেয়ার চেষ্টা কোরো, যাতে মেয়েরা সে-সুযোগে এগিয়ে যেতে পারে। অবশ্য এমনিতেও দেরি হবে ওদের, কারণ এখানে ওদেরকে জমকালো অভ্যর্থনা দেব আমরা। যাও, ছুটতে থাকো!'

অন্ধকার প্রেয়ারির দিকে ছুটল চারটে ঘোড়া।

লাল-চুলো গিলরয় আর লিটন জনের দিকে ফিরল শেলবি। 'ছড়িয়ে পড়ো, রেড—লিটন জন, ট্রেইলের মুখে চলে যাও, গাছের আড়াল থেকে নড়ো না। কোয়েলের ডাক দিয়ে সঙ্কেত দেব, তার আগে গুলি কোরো না কেউ। আশা করি কিছুক্ষণের জন্যে হলেও ওদেরকে এখানে আটকে রাখতে পারব। অবস্থা বেগতিক দেখলে ক্রীক পেরিয়ে চম্পট দেব। ওই যে, আসছে ওরা!'

উপত্যকার শেষে কয়েকটা বড়সড় সিডার আর উইলো রয়েছে, সেদিকে সরে গেল শেলবি। স্ক্যাবার্ড থেকে উইনচেস্টার তুলে নিয়েছে, ঘাড় ফিরিয়ে একবার তাকাল অন্য দু'জনের অবস্থানের দিকে। মোটামুটি নিরাপদ জায়গাটা।

সিডারের গুঁড়ির পাশে অবস্থান নিল ও। খুরের শব্দ নিস্তব্ধ রাত্রিতে জোরাল শোনাচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যে খোলা জায়গায় উপস্থিত হলো তিন ঘোড়সওয়ার। রাইফেল তৈরি শেলবির হাতে, লোকগুলোকে আরও এগিয়ে আসতে দিল। সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছে তিন ক্রু, ত্রিসীমানায় কাউকে দেখা যাচ্ছে না, অথচ বাতাসে ধুলোর উৎকট গন্ধ। ধরে নিয়েছে আশপাশে আছে কেউ, কিংবা কয়েক মুহূর্ত আগেও ছিল।

খুরের শব্দ হচ্ছে। প্রেয়ারি কাঁপিয়ে ছুটে আসছে আরও একটা দল। অন্তত দশজন হবে।

নিচু স্বরে কোয়েলের ডাক ছাড়ল শেলবি।

সঙ্গে সঙ্গে গুলি শুরু হলো। টার্গেটের অভাব নেই, প্রথম দলের পিছু

নিয়ে খোলা জায়গায় এইমাত্র ঢুকে পড়েছে বড়সড় দলটা।

একেবারে সামনের লোকটাকে দিয়ে শুরু হলো। পেছন থেকে টান দিয়েছে যেন কেউ, আচমকা স্যাডল থেকে ছিটকে পড়ল সে। রাইফেল ছিল হাতে, ওটা নিয়েই ভূপতিত হলো। লোকটার পরিণতি দেখার ফুরসত নেই কারও, পাশের জনও ততক্ষণে পটল তুলেছে লিটন জনের গুলিতে। গুলি লাগায় হুড়মুড় করে পড়ে গেল একটা ঘোড়া, পেছনে ছুটে আসা রাইডারদের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াল। সামনের দুটো ঘোড়া সময়মত সরতে পারল না, সংঘর্ষের ফলে শূন্যে ডিগবাজি খেল সওয়ারী আর ঘোড়া। তারপর বলের মত ড্রপ খেয়ে এগিয়ে এল কয়েক গজ।

ক্রমাগত গুলি হচ্ছে। তীক্ষ্ণ চিৎকার জুড়ে দিয়েছে আতঙ্কিত ঘোড়াগুলো, এমনকি গাছের আড়ালে থাকা শেলবির সোরেলটাও যোগ দিয়েছে কোরাসে। বেশিরভাগ ক্রু গান-মাজলের ফ্ল্যাশ দেখে গুলি করছে। কানের পাশ দিয়ে ছুটে গেল তপ্ত সীসা, টের পেয়ে শিউরে উঠল শেলবি। পরের গুলি করার সময় নিশানা সামান্য কেঁপে গেল ওর, অল্পের জন্যে লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো গুলিটা। রাইডারের মাথায় না লেগে কাঁধে বিঁধল। ঝপাৎ করে স্যাডল চ্যুত হলো সে।

পরপর কয়েকটা গুলি করে উঠে দাঁড়াল ও, দ্রুত পায়ে পিছিয়ে এল। এখনও অন্তত আটজন ক্রু পায়ের ওপর বা স্যাডলে খাড়া রয়েছে। বেশিক্ষণ এদের সঙ্গে সুবিধে করা যাবে না। স্যাডল থেকে খসে পড়া এক লোকের উদ্দেশে একটা গুলি পাঠিয়ে দিয়েই দ্রুত পায়ে সোরেলের কাছে চলে এল শেলবি, ছোটার মধ্যে স্যাডলে চেপে বসল। ছোটার জন্যে এমনিতে মুখিয়ে ছিল আতঙ্কিত ঘোড়াটা, স্পার দাবাতে হলো না। তুফান বেগে ছুটতে শুরু করল প্রেয়ারি ধরে।

কয়েক গজ এসে পেছনে খুরের শব্দে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল ও, লিটন জন আর গিলরয়কে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আসতে দেখতে পেল। মুহূর্ত খানেক পরই ওকে ছাড়িয়ে গেল দু'জন।

প্রায় মাইল খানেকের মত ছুটল ওরা, পেছনে ট্রেইলের ওপর নজর রেখেছে। কিন্তু, বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করল শেলবি, কাউকে তো দেখা যাচ্ছেই না, এমনকি খুরের শব্দও শুনতে পাচ্ছে না। হাত তুলে অন্যদের থামার নির্দেশ দিল ও, ট্রেইলের পাশে মেস্কিট ঝোপের আড়ালে সরে এল। ধীর গতিতে সময় পেরিয়ে যাচ্ছে, নীরবে অপেক্ষায় থাকল ওরা।

গিলরয় বা লিটন জন এ পর্যন্ত কোন প্রশ্ন করেনি। ওরাও সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছে। কোথাও নিশ্চই একটা ঘাপলা আছে!

ওদের সাথে গোলাগুলি হয়েছে, পঞ্চাশ গজ দূরে ছিল লোকগুলো; অথচ ওদের পিছু নিল না! অস্বাভাবিক ব্যাপার। ভিন্ন একটা চিন্তা খেলে গেল শেলবির মাথায়–নিশ্চই মেয়েদের পিছু নিয়েছে ক্রুরা!

কান খাড়া করে শোনার চেষ্টা করছে লিটন জন, কিন্তু সেও ব্যর্থ হলো। গম্ভীর মুখে মাথা নাড়ল, অর্থাৎ পিছু নিয়ে আসছে না কেউ।

'রেড, মনে হচ্ছে ওদেরকে ধোঁকা দিতে গিয়ে নিজেরাই বুদ্ধু বনে গেছি আমরা,' তিক্ত স্বরে বলল শেলবি, নিজের ওপর রাগ হচ্ছে ওর। আরও আগে বোঝা উচিত ছিল ব্যাপারটা। 'সুসানের ট্রেইল ধরে গেছে ওরা। চলো, ওদের থামাতে হবে!' দ্রুত স্পার দাবাতে ছুটে ট্রেইলে চলে এল সোরেল, পড়িমরি করে দক্ষিণ-পশ্চিমে খোলা প্রেয়ারির দিকে ছুটল।

পুরো আধঘণ্টা ধরে টানা এগোল ওরা, তারপর উঁচু একটা জায়গায় এসে থামল। সর্বোচ্চ গতিতে ছোটায় হাঁপিয়ে উঠেছে ঘোড়াগুলো, মিনিট কয়েকের জন্যে দম ফেলার ফুরসত হলো। এদিকে সওয়ারীদের অবস্থা বিশেষ সুবিধের নয়, ক্লান্ত না হলেও উদ্বেগ আর আশঙ্কায় অস্থির বোধ করছে ওরা। সামনের বিস্তৃত প্রেয়ারির দিকে তাকাল, চাঁদের আলোয় ভেসে যাচ্ছে প্রকৃতি। কোথাও কোন ঘোড়সওয়ারের চিহ্নও নেই।

দূরে ক্ষীণ আলো দেখতে পেল শেলবি, একটু আগে যেদিক থেকে এসেছে ঠিক তার বাম দিকে। চোখ কুঁচকে ভাল করে দেখল, নিশ্চিত হতে চাইছে জোনাকি পোকার আলো নয় ওটা, যদিও শুধু গ্রীষ্মেই জোনাকি পোকা দেখা যায়। দূরত্বের কারণে ছোট একটা আগুনের কুণ্ড প্রেয়ারিতে জোনাকি পোকার আলোর মত দেখাতে পারে।

মিনিট খানেকের মধ্যে নিশ্চিত হলো, ভুল দেখেনি।

অন্যদের তাড়া দিতে হলো না, বলার আগেই ঘোড়া ছোটাল আলোর উৎস লক্ষ্য করে। বুক ঢিবঢিব করছে শেলবির, অজানা আশঙ্কায় কু গাইছে মন। ভাবনা বাদ দিয়ে মনোযোগ দিল প্রেয়ারির দিকে। খেয়াল না করলে জায়গাটা হয়তো পাশ কাটিয়ে চলে যাবে।

'আরও বামে,' তাড়া দিল ও। পিছিয়ে পড়া লিটন জনের দিকে ঘুরে তাকাল, ইন্ডিয়ান পনিটা ওর সোরেল কিংবা রেডের মাসট্যাঙের সাথে

পাল্লা দিয়ে ছুটতে পারছে না।

'হয়তো ওদের পেছনে চলে এসেছি আমরা,' খুরের শব্দ ছাপিয়ে উঠল গিলরয়ের উত্তেজিত কণ্ঠ। 'আমাদেরকে বেন্ডের ক্রু মনে করতে পারে, সেক্ষেত্রে ওদের কাছাকাছি হওয়ার সুযোগ পেয়ে যাব।'

'উঁহুঁ, অতিরিক্ত আলো, ভুল হবে না ওদের,' মানতে পারল না শেলবি, যদিও তেমন হলেই খুশি হত। 'একশো গজ দূর থেকে আমার সোরেল বা লিটন জনির পনিটাকে চিনতে পারবে ওরা।'

আলোর তীব্রতা কমে এল হঠাৎ। ধীরে ধীরে পাশে সরে এল ওরা, সরাসরি আলোর উৎসের দিকে যাচ্ছে না। বৃত্তাকার পথে ক্লিফের কিনারে পৌঁছল মিনিট কয়েক পর, ঘোড়াকে হাঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে যাতে শব্দ কম হয়। ঢালের শুরুতে খোলা এক টুকরো জায়গায় বেশ কিছু সিডার আর বার্চ ছাড়াও বুনো ঝোপ এবং ছড়ানো-ছিটানো কয়েকটা বোল্ডার রয়েছে। উল্টোদিক দিয়ে, ক্ষীণ একটা ক্রীকের পাড়ের সঙ্কীর্ণ ট্রেইল ধরে উপত্যকায় পৌঁছল ওরা। বার্চের ছায়ায় আরোহীহীন, তবে স্যাডল পরানো একটা ঘোড়া চোখে পড়ল। আরোহীর খোঁজে চারপাশে তাকাল শেলবি, কিন্তু কাউকে দেখতে পেল না। ক্রীকের উজান থেকে বিক্ষিপ্ত গোলাগুলি আর চিৎকারের দূরাগত শব্দ কানে আসছে।

'মিস্ স্টিফেন্সের ঘোড়া ওটা, ক্যাপ্টেন!' উত্তেজিত স্বরে জানাল গিলরয়।

পরিশ্রান্ত পনির পিঠে চেপে মাত্র উপত্যকায় ঢুকেছে লিটন জন, ঢুকেই থমকে দাঁড় করিয়ে ফেলল ঘোড়াকে। 'ক্যাপ্টেন, অন্ধকারে লোক আছে!' চাপা স্বরে শেলবিকে সতর্ক করল ও।

স্থির হয়ে স্যাডলে বসে আছে শেলবি, একটুও নড়ছে না। জানে নড়াচড়া না করলে ক্লিফের দেয়ালের গাঢ় পটভূমিতে সহজে চোখে পড়বে না ওদের। ক্লিফের দীর্ঘ ছায়া পড়েছে উপত্যকার বিপরীত দিকে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সেদিকে তাকাল ও, গাঢ় কয়েকটা ছায়া চোখে পড়ল। মিনিট খানেক অপেক্ষা করে ঝুঁকি নিতে মনস্থ করল। হাঁটুর গুঁতোয় ঘোড়াকে এগোনোর নির্দেশ দিল। অপেক্ষাকৃত অন্ধকার কোণের দিকে এগোল সোরেল। বুকে অজানা আশঙ্কা ওর, হৃৎপিণ্ড দমাদম বাড়ি খাচ্ছে বুকের খাঁচার সঙ্গে। ছায়ার মধ্যে পড়ে থাকা একটা দেহ দেখে ধক্ করে উঠল কলজে। দ্রুত স্যাডল ছাড়ল ও, কাছে গিয়ে চিনতে পারল পড়ে

থাকা আরোহীকে।

ক্যারেন কীনলে।

'সুসান কোথায়, ক্যারেন?'

'ওহ্, ক্যাপ্টেন শেলবি!' অস্ফুট স্বরে বলল মেয়েটি। 'আমি তো ভেবেছি ফ্লেনারের ক্রুরা এল বোধহয়…' আড়ষ্ট ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াল বার-কে মালিক, কোমরের হোলস্টারে ঢুকিয়ে রাখল হাতের পিস্তল।

'সুসান কোথায়?' কর্কশ অধৈর্য স্বরে জানতে চাইল শেলবি, ঘাড়ের ওপর আঙুল তুলে বার্চের নিচে সওয়ারহীন ঘোড়াটার দিকে ইঙ্গিত করল।

'আহত হয়েছে ও, ক্যাপ্টেন। ঘোড়াটার গায়েও গুলি লেগেছে। কোন রকমে এখানে এসে পৌঁছেছি আমরা। ক্লিফের পাশ দিয়ে দক্ষিণে সরে যেতে চেয়েছিলাম। টিলি…'

বিরক্ত হয়ে কিছু বলতে যাচ্ছিল শেলবি, সামনে আবছা অন্ধকারে গাঢ় দুটো ছায়া চোখে পড়তে নিজেকে নিবৃত্ত করে নিল। এগিয়ে যেতে দেখতে পেল মাটির ওপর বসে আছে সুসান, পাশে হাঁটু গেড়ে বসে ওর ডান বাহুতে ব্যান্ডেজ বাঁধছে টিলি। নিঃশব্দে কাজ করে চলেছে নিগ্রো মেয়েটি।।

'আমি ঠিকই আছি, উইল,' দ্রুত বলল সুসান। 'দুশ্চিন্তা কোরো না। একটা বুলেট চামড়ায় আঁচড় কেটে চলে গেছে, এই যা। ব্যথাও অনুভব করছি না এখন। স্টুয়ার্ট ওদেরকে ঠেকানোর চেষ্টা করেছিল, কিন্তু বেচারা একা পেরে ওঠেনি।'

'ও কোথায়?'

'ক্লিফের ওপাশে আছে। ঠেকিয়ে রেখেছে ওদের।'

'রাইড করতে পারবে?'

ব্যান্ডেজ বাঁধা হতে উঠে দাঁড়াল সুসান, ওর পাশে গিয়ে দাঁড়াল শেলবি। উত্তেজনা, ক্লান্তি আর রক্তক্ষরণের কারণে দুর্বল বোধ করছে, অজান্তে শেলবির গায়ে শরীর এলিয়ে দিল ও। 'আমাকে একটা ঘোড়ায় তুলে দাও, উইল, ঠিক যেতে পারব। না…তুমি বরং স্টুয়ার্টকে সাহায্য করতে যাও। একা কুলিয়ে উঠতে পারবে না সে।'

'আমার ঘোড়াটা নিতে পারে ও,' প্রস্তাব করল গিলরয়।

'না, রেড,' প্রতিবাদ করল ক্যারেন। 'ঘোড়াটা দরকার হবে

তোমার। মিস্ স্টিফেন্স আমার সঙ্গে রাইড করতে পারবে, তাহলে কষ্ট করে ঘোড়া চালাতে হবে না ওর। ওকে আমার পেছনে তুলে দাও, ক্যাপ্টেন।'

ঘোড়া দুটো কাছাকাছি ছিল, ইতোমধ্যে ওগুলোকে নিয়ে এসেছে লিটন জন।

মিনিট খানেক পরে রওনা দিল মেয়েরা। একটা রোয়ানে চেপেছে টিলি, আর ক্যারেনের সঙ্গে ডাবল-রাইড করছে সুসান।

গোলাগুলির আওয়াজ ক্রমশ কাছে চলে আসছে, টের পেল শেলবি। মেয়েরা চলে যাওয়ায় কিছুটা হলেও নিশ্চিন্ত বোধ করছে। উপত্যকার অন্ধকার কোণে অবস্থান নিল ওরা, জায়গাটা এমন যে উল্টোদিক থেকে উপত্যকায় কেউ ঢুকলে সহজে দেখতে পাবে না ওদের। সব ঘোড়া সরিয়ে রেখেছে একপাশে। হঠাৎ করেই একটা ছায়াকে ছুটে আসতে দেখা গেল। ক্লিফের গোড়ায় এসে হোঁচট খেয়ে পড়তে গিয়েও কোন রকমে সামলে নিল লোকটা।

'রে?' জানতে চাইল গিলরয়।

'ওফ্, বাঁচলাম!' চাপা কিন্তু স্বস্তি মেশানো স্বরে উত্তর দিল স্টুয়ার্ট। 'আরেকটু হলে আমার জান কবুল করে ফেলেছিল হারামীর দল! ছুটে আসছে ওরা, বেশি দূরে নেই।'

'এদিকে চলে এসো, বাছা,' আদুরে কণ্ঠে আহ্বান করল গিলরয়। 'ক্লিফের ধারে একটা জায়গা দেখে বসে পড়ো। এবার দেখব গুলি খাওয়ার কত খায়েশ ওদের!'

'পনেরো থেকে বিশজন ছিল ওরা,' অন্ধকার কোণে জায়গা নিয়ে বলল স্টুয়ার্ট, ছুটে আসায় হাঁপাচ্ছে। 'হঠাৎ করে কোত্থেকে যে এল, খোদা মালুম! পড়িমরি করে ছুটলাম, ক্রীকের কাছে ভাল একটা জায়গা পেয়ে ভাবলাম ওদেরকে দেরি করিয়ে দিতে পারব, এই সুযোগে মেয়েরা...'

থেমে গেল স্টুয়ার্ট। থামতে বাধ্য হয়েছে।

তুফান বেগে ছুটে এল ওরা, অন্তত দশজন অশ্বারোহী। সমানে চলছে পিস্তল, কমলা আগুন ওগরাচ্ছে। তৈরি ছিল শেলবি, ট্রিগার টানার সময় লিটন জনের কারবাইনের কর্কশ শব্দ কানে এল ওর। সামনের লোকটা স্যাডল চ্যুত হতে পাশের জনের দিকে মনোযোগ দিল ও।

তুমুল বেগে বার্চের দিকে ধেয়ে গেল কয়েকজন, অন্য তিনজন এগিয়ে আসছে ওদের দিকে।

আচমকা যেন আকাশ ভেঙে পড়ল মাথায়, তীব্র আঘাত অনুভব করল শেলবি। চারপাশে অসংখ্য রঙিন আলো ঝলমল করতে দেখতে পেল, তারপর ঝপ করে অন্ধকার নেমে এল ওর সমস্ত চেতনায়।

*

ধীরে ধীরে জ্ঞান ফিরে পেল উইল শেলবি, প্রথমে বুঝতেই পারল না কোথায় আছে। স্থান-কাল-পাত্র ভেদাভেদ লোপ পেয়েছে। মাথায় দপদপে ব্যথা হচ্ছে লাগাতার, গরম লাগছে চাঁদি। ধীরে ধীরে শ্বাস টানল ও, নড়তে গিয়ে আড়ষ্ট শরীরে যন্ত্রণা অনুভব করল, টের পেল কোন কারণে পেটের ওপর ক্রমাগত চাপ পড়ছে।

ডান হাত তুলে মাথা ছোঁয়ার চেষ্টা করল ও। মাথায় অসহ্য ব্যথা আর শ্বাসকষ্ট অনুভব করছে। তবে নড়াচড়ার চেষ্টা করতে একরাশ বাতাস ঢুকল ক্ষুধার্ত ফুসফুসে, ধীরে ধীরে সচেতনতা ফিরে পেল। প্রথমে খানিকটা, এবং মিনিট কয়েক পর পুরোপুরি।

সহজাত প্রবৃত্তি বশে উঠে বসার চেষ্টা করল ও, কিন্তু ব্যর্থ হলো। তারপরই অনুভব করল শরীরের তুলনায় নিচু হয়ে আছে মাথা। দু'হাত তুলে আবারও মাথা স্পর্শ করার প্রয়াস পেল, তখনই টের পেল হাত-পা বাঁধা ওর। কাছাকাছি কারও হাসির শব্দ কানে এল, মাটিতে খুরের দাপট স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে। সহসা নিজের অবস্থান বুঝতে পারল শেলবি। আড়াআড়ি ভাবে স্যাডলে ফেলে রাখা হয়েছে ওকে!

দুটো চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে মাথায়: কিভাবে ঠিকমত স্যাডলে উঠে বসবে এবং কি করে মাথার যন্ত্রণাটা দূর করা যায়। কিন্তু চিন্তা আর বাস্তবতার বিরাট ফারাক টের পেয়ে হতাশায় মুষড়ে পড়ল শেলবি। উপরি হিসেবে জুটল আশঙ্কা ও তিক্ততা। সবকিছুই পরিষ্কার হয়ে গেল এক নিমেষে–ক্লিফের ধারে ওই লড়াইয়ে পরাজিত হয়েছে এবং এ মুহূর্তে শত্রুপক্ষের হাতে বন্দী ও। ওকে বোধহয় মৃত ভেবেছে এরা! নইলে এভাবে স্যাডলে উপুড় করে ফেলে রাখত না।

এভাবেই পড়ে থাকতে হবে এবং সুযোগের অপেক্ষায় থাকতে হবে, সিদ্ধান্ত নিল শেলবি।

মাথার যন্ত্রণা সহ্যের বাইরে চলে যাচ্ছে, দু'হাতে মাথা চেপে ধরতে

চাইছে ও। প্রচণ্ড তেষ্টা পেয়েছে, গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। দাঁতে দাঁত চেপে সব কষ্ট সহ্য করার প্রয়াস পেল ও, কান খাড়া করে শোনার চেষ্টা করল কেউ কিছু বলছে কিনা।

'জেফের সঙ্গে আরও চারজন আছে,' খরখরে কণ্ঠে বলল কেউ, শেলবির ঘোড়া লীড করছে এই লোক। 'হয়তো মিস্ স্টিফেন্স আর নিগ্রো মেয়েটাকে ধরে নিয়ে আসবে ওরা। যাক্‌গে, কিছুক্ষণের মধ্যে চকটো বেন্ডে পৌঁছে যাব আমরা। ততক্ষণ পর্যন্ত টিকে থাকতে পারবে তো, টাফি?'

'হয়তো,' দুর্বল স্বরে বলল টাফি নামের আহত লোকটা। 'রক্তক্ষরণ হচ্ছে এখনও। কোমরের কাছে ট্রাউজার ভিজে গেছে, তবে ব্যথা অনুভব করছি না, পুরো পা অসাড় হয়ে আছে।'

'ইন্‌জুন ছেলেটাকে নিয়ে কি করা যায়, বলো তো?' জানতে চাইল আরেকজন, লোকটার অবস্থান উল্টোদিকে। 'কিংয়ের নির্দেশমত ছেলেটাকে ক্রীকে ডুবিয়ে রাখতে গেলে বিপদে পড়তে হবে। ক্রীকে এখন পানি বেশি, এ অবস্থায়...'

'ও যখন তোমার শিকার,' সহাস্যে বলল প্রথমজন, শেলবির ঝুলন্ত মাথার ঠিক ওপরে শোনা গেল তার কণ্ঠ। 'যা ইচ্ছে করতে পারো, বার্লো। যদি কিংয়ের নির্দেশ ভালয় ভালয় পালন করো, এরপর আরও একটা কাজ করার উপদেশ দেব তোমাকে। ক্রীকের পাড়ে হাঁটু গেড়ে বসে প্রার্থনা কোরো বুড়ো বিগ জন যেন ছেলেটার লাশ কখনও খুঁজে না পায়।'

চড়া স্বরে হেসে উঠল লোকগুলো।

তাহলে লিটন জনকেও ধরে ফেলেছে ওরা! শেলবি বুঝতে পারল না ছেলেটি আহত হয়েছে কিনা, ক্রুদের কথায় তেমন কিছু বোঝাও যাচ্ছে না। হয়তো ওর মতই লিটন জনের অজ্ঞান দেহ বয়ে নিয়ে যাচ্ছে ওরা। ছেলেটা বেঁচে আছে জেনে কিছুটা হলেও স্বস্তি বোধ করছে শেলবি। তবে আগে-পরে যাই হোক, দু'জনের কপালেই খারাবি আছে।

চকিতে আরও একটা চিন্তা খেলে গেল মাথায়—সুসান স্টিফেন্স এবং ক্যারেন কীনলের কি হলো? ওর পাশাপাশি লড়াই করছিল স্টুয়ার্ট আর গিলরয়, ওদেরই বা কি হলো? চারজনকে নিয়ে মেয়েদের পিছু নিয়েছে জেফ নামের লোকটা, সফল হবে ওরা, নাকি ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসবে?

ফের লিটন জনের চিন্তা এল মাথায়। এভাবে যদি মাথার যন্ত্রণাটা ভুলে থাকা যায়! কোন ভাবে ও যদি মুক্তি পেয়ে যায়, লিটন জনকে এদের হাতে ফেলে যেতে পারবে? বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ধারণাটা বিচার করল শেলবি, কিন্তু নিশ্চিত হতে পারল না। ওর পলায়ন ফ্লেনার বা এদের জন্যে হুমকি স্বরূপ হলেও, তারপরও লিটন জনকে খুন করতে পারে এরা। কিংবা ছেড়েও দিতে পারে।

'সোজা হয়ে বস্, ইন্‌জুনের বাচ্চা!' বার্লোর কণ্ঠ কানে এল। 'স্যাডলে লুটিয়ে পড়ে থাকার মত এমন কিছু হয়নি তোর! চালাকির চেষ্টা করে লাভ নেই, পালানোর ধান্ধা থাকলে মাথা থেকে ঝেড়ে ফেল্। একটু বেতাল দেখলে ঘিলু উড়িয়ে দেব!'

'হাতে ব্যথা পাচ্ছি, দড়িটা খুব লাগছে,' ভয়ে ভয়ে জানাল লিটন জন। ছেলেটার কণ্ঠ শুনে নিজের ব্যথা ভুলে গেল শেলবি। ওর পায়ের দিকে কোন ঘোড়ায় চেপেছে চকটো ইন্ডিয়ান।

ফ্লেনারের ক্রুদের গা-ছাড়া ভাব কিছুটা হলেও বিস্মিত করছে ওকে। হয়তো ছেলেটিই ওদের কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ওকে স্যাডলের সাথে বাঁধার প্রয়োজন বোধ করেনি, এমন ভাবে নিয়ে যাচ্ছে যেন গরুর চামড়া ফেলে রাখা হয়েছে। বার্লোর পরের কথায় ওদের অসতর্ক অবস্থার কারণ খুঁজে পাওয়া গেল।

'কিং নিশ্চই শেলবির লাশ দেখে নিরাশ হবে! স্যান্ডিকে খুন করেছে ও, তারওপর আজ রাতে কিংয়ের মেয়েমানুষকে ভাগিয়ে নিয়ে গেছে ব্যাটা। এসবের জন্যে ওকে হাতের নাগালে পেলে খুশি হত কিং, যা ইচ্ছে করতে পারত ওকে নিয়ে। মরে গিয়ে কিংয়ের আনন্দ মাটি করে দিয়েছে ব্যাটা!'

'মর্টের জন্যে আমার দুঃখই হচ্ছে,' বলল টাফি। 'ওর কপালে খারাবি আছে আজ। ডিউটিতে ফাঁকি দেয়া একেবারে সহ্য করতে পারে না কিং।'

'আস্ত রেকুব ও! মদ তো আমরাও খাই, তাই বলে এভাবে ওর মত খাই নাকি যে চারপাশে কি ঘটছে সব ভুলে থাকব? শেলবি নিশ্চই আগে কেবিনের কাছে এসে মেয়েলোকটার সঙ্গে কথা বলেছে, অথচ কিছুই টের পায়নি মর্ট!'

'বেচারা! এখন কোথায় আছে ও?'

'ওর জন্যে তোমার দরদ হচ্ছে নাকি, রাস্টি? শোনো, জেফ যদি মিস্ স্টিফেন্সকে নিয়ে ফিরে আসতে না পারে তো ওর কপালে সত্যি খারাবি আছে। শেলবিকে হাতের কাছে পেয়েও কিছু করার উপায় নেই, মেয়েটাও নাগালের বাইরে চলে গেছে···এ অবস্থায় কিংয়ের সব রাগ গিয়ে পড়বে মর্টের ওপর।'

'জেফ হয়তো কাজ শেষ করেই ফিরবে,' অনিশ্চিত সুরে বিড়বিড় করল রাস্টি। 'মেয়েটা যদি কাউবয়দের ক্যাম্পে চলে যায়, ওকে আনা কঠিন হবে। তবে···ওকে পাওয়ার জন্যে প্রয়োজনে পুরো টেক্সাস তোলপাড় করতেও দ্বিধা করবে না কিং। কখনও কিংকে খেপতে দেখেছ, পিট? বহুদিন ধরে ওর সাথে আছি। খেপে গেলে ও যে কতটা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে, কল্পনাও করতে পারবে না। খেপলে বিষধর র‍্যাটলের চেয়েও ভয়ঙ্কর আর হিংস্র হয়ে যায় আমাদের কিং। ···ক্রীকের কাছে চলে এসেছি, ওপারে গিয়ে হয়তো অন্যদের দেখা পাব। ···মরে গিয়েও জ্বালাচ্ছে শেলবি হারামজাদা, ওর লাশ বয়ে নিয়ে যাওয়ার ঝামেলা পোহাতে হচ্ছে। দেখো, ক্রীক পেরোনোর সময় পানির তোড়ে না আবার ভেসে যায়! তাহলে কিন্তু কিংকে কোন ভাবেই বিশ্বাস করানো যাবে না।'

শেলবি টের পেল ঢাল ধরে নেমে যাচ্ছে ঘোড়াটা। ক্রীকের পাড়ের কাদায় পা হড়কে গেল ওটার, ভারসাম্য হারিয়ে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হলেও শেষ মুহূর্তে সামলে নিল ঘোড়াটা। হঠাৎ অনুভব করল ওর কোমরের বেল্ট চেপে ধরেছে একজন, রাস্টিই হবে, পিট বার্লোর নির্দেশমত ওর "লাশ" যাতে পানির তোড়ে ভেসে না যায়, সেজন্যে বেল্ট ধরে রীতিমত টানাহেঁচড়া শুরু করেছে। খুব কাছে চলে এসেছে সে, রাস্টির পা আর স্টিরাপের চামড়া ঘষা খাচ্ছে শেলবির মাথার সঙ্গে।

মাথার ভেতরে দপদপে যন্ত্রণা আরও বেড়ে গেছে।

'ওই যে, ওপাড়ে অপেক্ষা করছে কিং। ইন্‌জুন ছেলেটাকে চোখে চোখে রেখো, বার্লো,' পরামর্শ দিল রাস্টি। 'মনে আছে, ওকে বাঁধায় গতবার খেপে গিয়েছিল কিং? এখন আবার বাঁধা দেখলে খেপে যেতে পারে। মনে হয় দড়ি কেটে দেওয়াই ভাল। তবে চোখ-কান খোলা রেখো, ছেলেটা যেন বেতাল কিছু করতে না পারে।'

'ওই যে, কিং আসছে, আমরা বরং এখানেই অপেক্ষা করি,' চাপা

স্বরে বলল বার্লো। ছুরি দিয়ে দড়ি কাটার ঘ্যাঁচঘ্যাঁচ শব্দ হলো। 'ঠিক আছে, ইন্‌জুনের বাচ্চা, হাতের দড়ি এখন আর জ্বালাবে না তোকে! যীশুর কীরে, আমি মনে মনে চাইছি একটা লাফ দে তুই, তাহলে তোর মাথায় কয়েকটা ফুটো তৈরি করার সুযোগ পেয়ে যাব। ...জায়গামত পৌঁছে গেছি, কি বলো, টাফি? কাজটা এখানে সেরে ফেললে কেমন হয়?' হেসে উঠল সে, নির্মম রসিকতায় যোগ দিল না কেউ।

ধীরে ধীরে পানিতে নামল ঘোড়াগুলো। হাতে পানির শীতল স্পর্শ পেল শেলবি। সারা শরীর জুড়িয়ে গেল ওর। হঠাৎ চোখের কোণ দিয়ে দেখতে পেল হোলস্টার থেকে পিস্তল তুলে নিচ্ছে রাস্টি। লিটন জনকে খুন করবে!

ঘোড়ার কোমর পর্যন্ত ঠেকেছে পানি। ঢেউয়ের দোলায় পানির ছিটা লাগছে শেলবির মুখে। ঠাণ্ডা পানির স্পর্শে মাথার যন্ত্রণা কমে গেছে ওর, চিন্তা করছে সুস্থির ভাবে। মুহূর্তের মধ্যে নিজের ইতিকর্তব্য স্থির করে ফেলল। এটাই সুযোগ। এখন না পারলে আর কখনোই পালাতে পারবে না।

ক্রীকের ঠিক মাঝখানে থামল ওরা। সামনে অন্য ঘোড়ার পানি ডিঙিয়ে এগোনোর শব্দ শুনতে পেল শেলবি, ধারণা করল কয়েকজন ক্রু সহ এগিয়ে আসছে জ্যাক ফ্লেনার। 'কাকে ধরে এনেছ তোমরা?' একটু পর চকটো বেন্ড বসের কর্কশ, শীতল কণ্ঠ কানে এল ওর। উত্তরের জন্যে সামান্য অপেক্ষা করল সে। 'স্যাডলে ওটা কে, চকটো ছেলেটা না? ওকে ধরে আনতে কি নিষেধ করিনি তোমাদের?'

পানির নিচে ডুবে থাকা পায়ে সাড়া অনুভব করল শেলবি, *কিছু একটা* ওর গোড়ালিতে ঘষা খাচ্ছে। ধীর গতিতে হাঁটু পর্যন্ত উঠে গেল। জিনিসটা নরম আর মসৃণ। ঝড়ের গতিতে চিন্তা করছে শেলবি, চট করে ধরে ফেলল ব্যাপারটা। জিনিসটা আর কিছু নয়, লিটন জনের মোকাসিন পরা পা! যেভাবেই হোক ছেলেটি আঁচ করতে পেরেছে বেঁচে আছে ও এবং ওকে কোন সঙ্কেত দেয়ার চেষ্টা করছে! নাকি শেষ মুহূর্তের অসহায় বিদায়-সম্ভাষণ?

উত্তরে দু'পায়ে মোকাসিন পরা পা-টা চেপে ধরে তিনবার নাড়া দিল ও।

পানির নিচে দুই বন্দীর মধ্যে সঙ্কেত আদান-প্রদান ঘটছে, তার

কিছুই টের পায়নি কেউ। উত্তেজিত স্বরে বস্-কে ঘটনার ব্যাখ্যা দিচ্ছে রাস্টি নামের লোকটা; হাত থেকে শেলবির বেল্ট ছাড়েনি এখনও। 'প্রেয়ারিতে ওকে পেয়েছি আমরা, কিং। ধারে-কাছে ক্রীক বা নদী পাইনি, এটাই প্রথম। বার্লো কাজ সারার জন্যে তৈরি হয়েছিল, তখনই তোমাদের দেখতে পেলাম…'

'চুপ করো, হাঁদারাম!' জ্যাক ফ্লেনারের দাঁতে দাঁত চাপার শব্দ স্পষ্ট শুনতে পেল শেলবি। 'শেলবির ব্যাপারে কি করলে? ওকে খুঁজে পেয়েছ?'

'আলবৎ! ওকে নিয়ে এসেছি আমরা, স্যাডলে পড়ে আছে–মৃত।'

'মৃত!' বিস্ময় আর রাগ মেশানো কণ্ঠে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করল সে। কিছু সময় কেউই আর কিছু বলল না, একটু পরে ফ্লেনারের সন্তুষ্ট স্বর শোনা গেল। 'সত্যি? তারমানে এক হাজার ডলার চাও না তোমরা! তোমাদের বলেছিলাম ওকে জীবন্ত ধরে আনতে।'

'কি করব, কিং, পরিস্থিতি যা ছিল…জান বাজি রেখে লড়তে হয়েছে আমাদের। একটা উপত্যকায় অপেক্ষা করছিল ওরা, লোকবল বেশি বলে বেঁচে গেছি। বেটো ছিল আমাদের সঙ্গে। শেলবির সঙ্গে গোলাগুলি হয়েছে ওর। দু'জনেই শেষ হয়ে গেছে ওরা। জো ছাড়াও আরও চারজন মারা গেছে, কিং।'

'ক'জন ছিল ওরা?' গম্ভীর স্বরে জানতে চাইল ফ্লেনার। প্রশ্নের ধরনে মনে হলো মৃত ক্রুদের পরিণতি নিয়ে চিন্তিত সে, আসলে অধীন ক্রুদের ত্রুটি খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে।

'ইন্‌জুন ছেলেটা ছাড়াও আরও কয়েকজন ছিল।'

'ধরেছ ওদের?'

'পালিয়ে গেছে, বস্। শেলবির ঘোড়াটাও পাইনি, ওর সঙ্গীদের কেউ নিয়ে গেছে বোধহয়।'

নীরবতা নেমে এল। শেলবি আন্দাজ করতে পারল উদ্বিগ্ন মনে বসের নির্দেশের অপেক্ষায় আছে ক্রুরা। মিনিট খানেক পর নিজের সিদ্ধান্ত জানাল চকটো বেন্ড বস্।

'সকালে ড্রাইভ শুরু করব আমরা। আজ রাতের মধ্যে সব গরু ব্লু ক্রীকের কাছে পৌঁছানো চাই!' কঠোর স্বরে বলল ফ্লেনার। 'ধারে-কাছে কয়েকজন টেক্সান রাইডার ঘোরাঘুরি করছে। অবস্থা ভাল ঠেকছে না

আমার। ওরা হয়তো গোলমাল করার সুযোগ খুঁজছে। সতর্ক থেকো সবাই। ...বুঝতে পারছি, কি ভাবছ তোমরা—গরুর পাল বাদ দিয়ে কেন একটা মেয়ে বা উইল শেলবির পেছনে ক্রুদের কাজে লাগিয়েছি আমি। পরে একসময় সবই জানবে তোমরা, আপাতত শুধু জেনে রাখো: ওরা এমন অনেক কিছুই জানে যা প্রকাশ পেলে ব্যবসা গুটিয়ে চকটো বেন্ড থেকে চলে যেতে হবে আমাদের।

'এবার পালের দিকে মনোযোগ দেব আমরা। উইচিটা হিলসের পাশের ট্রেইল ধরে ওয়েলিংটনে গরু নিয়ে যাব। সুসান স্টিফেন্সকে খোঁজাখুঁজি করতে হবে না, শেলবি না থাকায় এমনিতে আমার কাছে ফিরে আসবে মেয়েটা। না এলেও, হয়তো ওয়েলিংটনে ওর দেখা পেয়ে যাবে। যাক্‌গে, তোমরা কেউ কি দেখেছ মিস্ স্টিফেন্সকে?'

'মিস্ স্টিফেন্সকে সঙ্গে নিয়ে গেছে ওরা,' জানাল টাফি। 'জেফ ক্রেমার সহ চারজন পিছু নিয়েছে। এখনও ফিরে আসেনি ওরা, হয়তো...'

'ঠিক আছে,' নিচু, শান্ত স্বরে তাকে থামিয়ে দিল ফ্লেনার। 'লাশটা এদিকে নিয়ে এসো, রাস্টি। জর্ডান, টর্চটা ধরে রাখো তো। শেলবির মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত হতে চাই আমি। দেখা যাক, বেটো সত্যিই কাজ দেখাতে পেরেছে কিনা। সবসময় বড়বড় বুলি কপচাত ও। নিশ্চিত হওয়ার পর,' চাপা খরখরে স্বরে হেসে উঠল সে। 'এখানে, ক্রীকের পাড়ে রেখে যাব লাশটা। বাজার্ডের দল আগামী কয়েকদিন ভুরিভোজে ব্যস্ত থাকবে!'

ফ্লেনারের শেষ কথাগুলোর সময় আবারও লিটন জনের সঙ্কেত পেল শেলবি।

এবার মরিয়া হয়ে উঠল ও। সফল হোক বা না-হোক, চেষ্টা করতে হবে ওকে। সময় বা সুযোগের অপেক্ষায় থেকে লাভ নেই। চিন্তা করারও সুযোগ নেই। যা করার এখুনি করতে হবে।

সাত

দু'পায়ে লিটন জনের পা চেপে ধরল শেলবি, মাথা ঘুরিয়ে ফ্লেনারের দিকে তাকাল। ম্লান আলোয় চকটো বেন্ড বসের মুখের একপাশ চোখে পড়ল। ব্রুক টানটান করে স্যাডলে বসেছে সে, হাতে .৪৫ কোল্ট। পনেরো ফুট দূরে আছে লোকটা। টর্চের অপর্যাপ্ত আলো সত্ত্বেও তার গাঢ় নীল চোখে সন্তুষ্টি দেখতে পেল শেলবি।

এদিকেই তাকিয়ে ছিল জ্যাক ফ্লেনার, শেলবির নড়াচড়া ধরা পড়ল চোখে। বিস্ফারিত হয়ে গেল তার চোখ, ঝটিতি পিস্তল তুলেই গুলি করল। বিস্ময়ের কারণে কিছুটা হলেও দেরিতে সক্রিয় হয়েছে সে, তাতেই বেঁচে গেল শেলবি। লিটন জনের পা-কে লেভার হিসেবে ব্যবহার করে শরীর ওপরের দিকে ঠেলে দিল, স্যাডলের ওপর মুহূর্ত খানেক ঝুলে থাকল ওর দেহ।

এতক্ষণ ধরে শরীরে সব শক্তি একত্র করছিল ও, সেটা কাজে লাগাল এবার। মরিয়া একজন মানুষের পক্ষে সবই সম্ভব, তাই উপুড় হয়ে পড়ে থাকা শরীর শুধু পানিতে ভাসিয়ে দেয়নি, বরং ডান দিকে লাফও দিয়েছে। পড়ার সময় পেছনে দু'হাত মেলে দিয়েছে, এবং পনির পিঠ থেকে ছেঁচড়ে নামিয়ে ফেলল লিটন জনকে। একইসঙ্গে পানিতে পড়ল ওরা। শীতল পানির স্পর্শ প্রশান্তি এনে দিল শেলবির শরীরে, কিন্তু সেটা উপভোগ করার সময় নেই এখন।

শেলবি জানে না লিটন জন সাঁতার জানে কিনা, কিংবা ঠিক কতক্ষণ পানির নিচে ডুবে থাকতে পারবে। তবে ভাবাভাবির ফুরসত নেই এখন। বাম হাতে ছেলেটার দীর্ঘ চুল সমেত মাথা চেপে ধরেছে ও, স্রোতের অনুকূলে ভাসিয়ে দিয়েছে শরীর। সমানে হাত-পা চালিয়ে যত দূরে সম্ভব সরে যেতে চাইছে।

অল্পক্ষণের মধ্যে উত্তর পেয়ে গেল। পানিতে ডুব-সাঁতার দিয়ে

এগোনোর কৌশল জানা নেই লিটন জনের। বাধ্য হয়ে চুল ছেড়ে দিয়ে ছেলেটার কাঁধ চেপে ধরল ও। পানির তীব্র স্রোত সাহায্য করছে ওদের। শেলবির মনে পড়ল হিক্যারি ক্রীকের শুরু এখানে, পাহাড়ী ঝর্না থেকে কয়েকশো গজ পেছনে আছড়ে পড়ছে পানি, কয়েক মাইল ছোটার পর স্রোতের তীব্রতা কমে গেছে। যতদূর মনে করতে পারছে সামনে কোথাও একটা বাঁক আছে, অসংখ্য জলজ উদ্ভিদ ছাড়াও ক্রীকের পাড়ের লতা জাতীয় গাছ ঝুলে পড়েছে পানির কাছাকাছি। ওখানে যেতে পারলে আড়াল পাবে, পানি ছেড়ে পাড়েও উঠে যেতে পারবে।

ফুসফুসে প্রবল চাপ অনুভব করছে ও, মাথার ভেতরটা ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। পানির ওপর ভেসে ওঠার অদম্য ইচ্ছে বহু কষ্টে সামলে রেখেছে। আরেকটু, নিজেকে প্রবোধ দিল ও, প্রায় কাছাকাছি পৌঁছে গেছে।

পানির নিচে ডুবে থাকা একটা ডাল চোখে পড়ল ওর, মরিয়া হয়ে ওটা খামচে ধরল শেলবি। ততক্ষণে বিস্ফোরন্মুখ অবস্থায় চলে গেছে ওর ফুসফুস। ভুস করে পানির ওপর মাথা তুলল ও, মুখ হাঁ করে শ্বাস নিল। হাপরের মত ওঠা-নামা করছে বুক। ওর পাশে ভেসে উঠেছে লিটন জন। নিউমোনিয়া আক্রান্ত রোগীর মত দ্রুত লয়ে অগভীর শ্বাস ফেলছে।

সুস্থির হয়ে চারপাশে তাকাল শেলবি, ক্রীকের ধারে গাছপালা থাকায় কিছুটা হলেও আড়াল তৈরি হয়েছে। ক্রীকটা বাঁক নিয়েছে এখানে, বাঁকের মুখে ঘন বনের শুরু–সিডার, বার্চ আর স্প্রুসের ছড়াছড়ি, ওগুলোর গায়ে বেড়ে ওঠা বুনোলতা এবং মাটিতে ঘন অ্যাসপেনের ঝোপ। পেছনে তাকাতে হলো না, জ্যাক ফ্লেনারের কণ্ঠস্বর স্পষ্ট কানে এল ওর।

'বাঁকের কাছে যাও, শ্বাস নেয়ার জন্যে উঠবে ওরা!' চিৎকার করে ক্রুদের নির্দেশ দিচ্ছে সে, খেপে গেছে। 'গাধার দল! করছ কি? সবাই ছুটে যাও ওদিকে, একজনও যাতে এখানে না থাকে! বেশি দূর যাওয়ার আগেই ধরতে হবে ওদের। জর্ডান, তোমার টর্চটা বাঁকের দিকে ধরো তো।'

দ্রুত সাঁতার কাটছে শেলবি, পাড়ের দিকে সরে যাচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যে নরম কাদায় পা রাখল। তারপর ছুটে ঢুকে পড়ল বনের ভেতর।

লিটন জনকে প্রায় টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছে। পেছনে খুরের শব্দ পাচ্ছে ও, ছুটে আসছে ক্রুরা। টর্চের তীব্র আলো এসে পড়ল ক্রীকের বাঁকে।

পানির নিচে দম আটকে থাকায় বোধহয়, মাথার যন্ত্রণা বেড়ে গেছে ওর, এতটা যে দু'হাতে মাথা চেপে ধরে বসে পড়ল শেলবি। বিমূঢ় হয়ে পাশে দাঁড়িয়ে থাকল লিটন জন, এখনও দ্রুত লয়ে শ্বাস ফেলছে সে, বুঝতে পারছে না কি করবে। উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে শেলবির মুখের দিকে। ক্রীকের পাড়ে উত্তেজিত চিৎকার শোনা গেল, পরমুহূর্তে ওদের পেছনের ঝোপে টর্চের আলো পড়ল।

উঠে দাঁড়াল শেলবি, মাথা নাড়ল বার কয়েক। তারপর লিটন জনের হাত চেপে ধরে এগোল বনের গভীরে। দু'জনের শরীরই ভেজা, গা থেকে পানি ঝরছে। মাথার প্রবল যন্ত্রণা অগ্রাহ্য করে দ্রুত এগোল শেলবি। 'একটু আগে যেখানে ঘোড়া রেখে এসেছি, জায়গাটা খুঁজে বের করতে পারবে, লিটন জন?' চাপা স্বরে জানতে চাইল ও।

নড করল ছেলেটা, বামে মোড় নিয়ে চকটো বেন্ডের দিকে এগোল। বেশ খানিকটা এগিয়ে থামল সে। 'এখানেই ঘোড়া রেখেছিলাম আমরা। কিন্তু তুমি কি ওগুলোকে আনতে পারবে?'

লিটন জনের প্রশ্নে মুহূর্তের জন্যে বিভ্রান্ত বোধ করল শেলবি, কারণটা অবশ্য পরপরই বুঝতে পারল। ছেলেটা বিশ্বাস করে অসম্ভব ঘটনার জন্ম দিতে পটু ও, এবং ভাবছে এখন ওদের জন্যে জরুরী যে-জিনিস–দুটো ঘোড়া যোগাড় করতে সক্ষম হবে। 'ঠিক ওই দুটো নয়, তবে অন্য ঘোড়া যোগাড় করতে পারব বোধহয়,' ছেলেটার কাঁধে হালকা চাপ দিয়ে বলল ও। 'ওরা এখনও খোঁজাখুঁজি করছে। দু'একজনকে কায়দা করতে পারলে ঘোড়া আর অস্ত্র যোগাড় হয়ে যাবে।' কান পেতে ফ্লেনারের ক্রুদের হাঁক-ডাকের শব্দ শুনতে পেল শেলবি। 'আরও একটা উপায় আছে অবশ্য। চকটো বেন্ডের গানরুমে প্রচুর অস্ত্র আছে, তাই না? ওখানেই যাব আমরা। প্রথমে যাব করালে, ঘোড়া যোগাড় করার পর অস্ত্রের সন্ধানে যাব, তার আগ পর্যন্ত...' বার্চের গুঁড়ির দিকে এগোল ও, দূর থেকে টিলির ফেলা দেওয়া পোকার দণ্ডটা দেখতে পেল। ওটা তুলে নিয়ে হালকা সুরে বলল: 'কেউ যদি সামনে পড়েই যায়, তো এটা দিয়ে রাম ধোলাই দেব!'

'ফ্লেনার আমাদের ধরতে আসবে,' আশঙ্কা প্রকাশ করল লিটন জন।

'আসুক। তবে আমরা যে চকটো বেন্ডে যেতে পারি, এমন কিছু ভাববে না সে। তাছাড়া বেশিরভাগ ক্রুই এখন বাইরে আছে, আশা করা যায় ফাঁকা পাব। চকটো বেন্ডে গিয়ে ঘোড়া নিয়ে ছুটতে হবে, যত দ্রুত সম্ভব ক্যাম্পে ফিরে গিয়ে কাজ শুরু করে দেব।'

'কাজ?'

'হ্যাঁ, সিদ্ধান্ত পাল্টে ফেলেছি। আজ রাতেই স্ট্যাম্পিড করব। হকিন্সের গরুর চামড়া থাকুক বা না-থাকুক, যেভাবে হোক স্ট্যাম্পিড শুরু করতে হবে। ফ্লেনার কি বলছিল, শোনোনি? সকালে ড্রাইভ শুরু করবে। ভোর পর্যন্ত সময় পাচ্ছি আমরা। আশা করি যথেষ্ট হবে।'

দক্ষিণে চকটো বেন্ড হেডকোয়ার্টারের দিকে এগোল ওরা। যতটা সম্ভব গাছপালা আর ঝোপের আড়ালে থাকার চেষ্টা করছে। লিটন জন যে জায়গাটা খুব ভাল চেনে, আবারও প্রমাণ করল, মিনিট কয়েকের মধ্যে নতুন এক পথে পৌঁছে গেল ওরা।

চারদিক নীরব, সাড়া নেই কোথাও। চাঁদের আলোয় ভূতুড়ে দেখাচ্ছে কেবিনের কাঠামো। বড়সড় করালের ওপর নজর চালাল শেলবি, ভেতরে অনেক ঘোড়া রয়েছে। অন্ধকারে মিশে এগোল ওরা, আঙিনা পেরিয়ে করালে ঢুকে পড়ল। স্যাডল-র‍্যাক থেকে দুটো স্যাডল সংগ্রহ করল। স্যাডল নিতে চাইছিল না লিটন জন, কিন্তু ওকে উৎসাহিত করল শেলবি, জানাল অপরিচিত ঘোড়াটা ওকে স্যাডল চ্যুত করার চেষ্টা করবে এবং স্যাডল না থাকলে ওটার পিঠে টিকে থাকা কঠিন হবে। নিতান্ত অনিচ্ছায় রাজি হলো সে, শক্তিশালী দুটো ঘোড়ায় স্যাডল চাপাল। লিটন জনকে স্টিরাপের উচ্চতা কমাতে সাহায্য করল শেলবি। কাজ শেষে বেরিয়ে আসবে ঠিক এসময় উল্টোদিকে করালের দূর প্রান্তে নড়ে উঠল একটা ছায়া।

'কে তোমরা? কি করছ এখানে?' বাজখাঁই স্বরে জানতে চাইল লোকটা।

'জর্ডান আর টাফি,' তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল শেলবি, সন্ধের পর থেকে জর্ডানের কণ্ঠ বেশ কয়েকবার শুনতে পেয়েছে, চেষ্টা করল যাতে ওরকম শোনায়। 'কে, মুর নাকি?'

'না,' এগিয়ে আসছে লোকটি, ওদের পরিচয় নিয়ে দ্বিধায় ভুগছে। 'মুর তো কিংয়ের সঙ্গে ক্রীকের ধারে গেছে, কিছু একটা হচ্ছে ওখানে।

তুমি কিছু জানো? আমি অবশ্য ওদিকেই যাচ্ছিলাম, হঠাৎ শব্দ শুনতে পেয়ে দেখতে এলাম···ওদেরকে তাড়া করতে গিয়ে ঘোড়া খুইয়েছ নাকি, জর্ড?'

চার হাত দূরে চলে এসেছে লোকটা।

দ্রুত দু'পা এগোল শেলবি, হাতে পোকার দণ্ড। বিদ্যুৎ বেগে লোকটার মাথা বরাবর চালাল ওটা, শেষ মুহূর্তে বিপদ টের পেয়ে সরে যাওয়ার প্রয়াস পেল সে, কিন্তু এড়াতে পারল না পুরোপুরি। ঘাড়ে রট আয়রনের তৈরি পোকার আঘাত করতে অস্ফুট স্বরে কাতরে উঠল। এক পা পিছিয়ে গেল, হড়কে পড়তে গিয়েও সামলে নিল। মুখ হাঁ হয়ে গেছে লোকটার, কিন্তু চিৎকার আর করা হলো না। পরের আঘাতে জ্ঞান হারিয়ে ঢলে পড়ল সে।

ঝুঁকে লোকটার গানবেল্ট আর হোলস্টার খুলে নিল শেলবি। ফ্রেনারের বেশিরভাগ ক্রুর মত এ-ও জোড়া পিস্তল বহন করছে দেখে খুশি হলো, .৪৫ কোল্ট দুটোর সিলিন্ডার খুলে দেখল বুলেট ভরা আছে। ল্যারিয়েট সংগ্রহ করে লোকটাকে এবার করালের খুঁটির সঙ্গে বেঁধে ফেলল, পকেট থেকে লোকটার ব্যান্ডানা বের করে গুঁজে দিল মুখে।

'তুমি তো পেলে,' কিছুটা অসন্তোষের সুরে বলল লিটন জন। 'কিন্তু আমার কি হবে? গানরুমে গিয়ে অস্ত্র যোগাড় করতে হবে।'

'অপেক্ষা করো,' বলে এগিয়ে গেল শেলবি, অজ্ঞান ক্রুর বগল হাতড়ে শোল্ডার হোলস্টার থেকে তৃতীয় কোল্ট বের করে এগিয়ে ধরল ছেলেটার দিকে। 'আমাদের ঘোড়া ছাড়া বাকিগুলোকে করাল থেকে বের করে দেব এবার। যত দূরে সম্ভব তাড়িয়ে দেব। জলদি, হাত লাগাও!'

কিন্তু শুরুতেই ঝামেলা বাধল লিটন জনের গ্রুলাকে নিয়ে, বশ মানানো যাচ্ছে না ওটাকে। অপরিচিত লোককে পিঠে চড়তে দিতে নারাজ। বাধ্য হয়ে লিটন জনের হাতে নিজের ঘোড়ার লাগাম তুলে দিল শেলবি, তারপর একরকম জোর করেই চড়ে বসল গ্রুলার স্যাডলে। ও স্যাডলে চড়ার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হলো নাচন-কুর্দন। ধৈর্য দেখানোর খায়েশ নেই শেলবির, কোল্ট বের করে নির্দয় ভাবে চালাল ঘোড়াটার মুখ বরাবর। ব্যস, দু'ঘা পড়তে রণেভঙ্গ দিল গ্রুলা, হার মেনে নিয়েছে।

'তুমি বরং ওটায় চড়ো,' লিটন জনকে নির্দেশ দিল ও।

কিন্তু এই ঘোড়াটাও বেয়াড়া স্বভাবের। স্পার দাবানোর পরও

এগোতে চাইছে না। মৃদু ঘোঁৎ শব্দ করে আপত্তি জানিয়ে দিল। অনিচ্ছুক ভঙ্গিতে দু'পা এগোল, তারপর পিছিয়ে এল। লাফিয়ে উঠে পিঠ বাঁকা করে ফেলল, স্যাডল থেকে আরোহীকে ফেলে দেয়ার পাঁয়তারা।

ঘোড়ার ব্যাপারে আনাড়ী নয় লিটন জন, তবে স্যাডল চাপার অভিজ্ঞতা নেই ওর। বিচিত্র একটা পদ্ধতি প্রয়োগ করল সে, ঘোড়াটার কেশর ধরে গায়ের জোরে টান দিল। তাতে আরও আতঙ্কিত হয়ে পড়ল ঘোড়াটা, তীক্ষ্ণ শব্দে হ্রেষাধ্বনি করে উঠল। পরমুহূর্তে লাফিয়ে এগোল কয়েক পা, পিঠ থেকে ফেলে দেয়ার চেষ্টা করছে লিটন জনকে। কিন্তু নিষ্ঠুরের মত কেশর টেনে ধরে রেখেছে ছেলেটা। তীব্র যন্ত্রণায় চার পা ছুঁড়ে অসন্তোষ প্রকাশ করল ঘোড়াটা, মাটিতে খুর দাপাল। কিন্তু কাজের কাজ কিছু হলো না। একসময় লিটন জনের জেদের কাছে হার মানতেই হলো। নেতিয়ে পড়ল ঘোড়াটার মাথা, দাঁড়িয়ে থেকে লম্বা শ্বাস নিচ্ছে।

বাইরে কারও পদশব্দ শুনতে পেল ওরা। নিদারুণ বিরক্তি নিয়ে ভেতরে কি হচ্ছে জানতে চাইল লোকটা। ততক্ষণে সবক'টা ঘোড়াকে দরজার দিকে খেদিয়ে দিয়েছে ওরা, আগেই স্টল থেকে বের করে এনেছিল, এলোপাতাড়ি ল্যারিয়েট চালিয়ে আতঙ্কিত করে তুলেছে ওগুলোকে, দরজার দিকে ছুটল ঘোড়াগুলো। লোকটার সামনে দিয়ে একে একে বেরিয়ে গেল সবক'টা ঘোড়া। তীক্ষ্ণ চিঁহি চিৎকার আর খুরের দাপটে মুখর হয়ে উঠল জায়গাটা।

ছুটন্ত ঘোড়ার দলে ভিড়ে গেছে শেলবি আর লিটন জন। তুফান বেগে বেরিয়ে এল করাল থেকে। তারপর ছুটল আঙিনা ধরে। বিশ গজ দূরে গানরুমের সামনে একজনকে দেখতে পেল শেলবি, বিহ্বল দৃষ্টিতে ঘটনা দেখছে লোকটা। ওদেরকে দেখতে পেয়ে বিস্ফারিত হলো চোখজোড়া, ঝটিতি কোমরের দিকে হাত বাড়াল।

পরপর কয়েকটা গুলি করল শেলবি, লোকটাকে গানরুমে আশ্রয় নিতে বাধ্য করল। একটু পর যখন বেরিয়ে এল সে, ততক্ষণে বনের মধ্যে ঢুকে পড়েছে ঘোড়ার দল।

মুক্ত ঘোড়াগুলোর সঙ্গে প্রায় মাইল খানেক এগোল ওরা, তারপর সুযোগমত আলগোছে সরে পড়ল। ক্রীক এড়িয়ে ঘুরপথে এগোচ্ছে, জানে ফিরতি পথে গেলে ফ্লেনারের ক্রুদের মুখোমুখি হয়ে পড়তে পারে।

বনের কিনারে ছোটখাট কয়েকটা পাহাড়, তারই একটার চূড়ায় উঠে

থামল ক্ষণিকের জন্যে। রূপালী স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে পুরো প্রকৃতি। চাঁদের দিকে তাকাল শেলবি, মনে মনে সময় হিসেব করল। 'ভোর হতে আরও চার ঘণ্টা লাগবে,' প্রায় স্বগতোক্তি করল ও। 'হয়তো কাজ সারতে পারব আমরা। তুমি কি গরুর পালটা খুঁজে পাবে?'

'পারব বোধহয়।'

কোল্টটা নিয়ে কিভাবে সিলিন্ডার খুলে রিলোড করতে হয়, লিটন জনকে দেখিয়ে দিল শেলবি। গানবেল্ট থেকে বাড়তি কিছু কার্তুজ বের করে দিল ওকে। প্রায় গম্ভীর দেখাচ্ছে লিটন জনের মুখ, তবে ঠোঁটের কোণে ক্ষীণ হাসি লেপ্টে রয়েছে। বোঝা যাচ্ছে লড়াইয়ের উত্তেজনা ঠিকই উপভোগ করছে সে। শেলবির দেয়া বাড়তি কার্তুজ সযত্নে বাকস্কিন জ্যাকেটের পকেটে রাখল।

ঘুরপথে, ওয়াচ-ক্যাম্পের পাশ দিয়ে ক্রীকের কাছাকাছি পৌঁছল ওরা। সামনে খোলা জায়গা শেষে কিছু বোল্ডার আর ঝোপঝাড় দেখা যাচ্ছে, পেছনে বার্চের দীর্ঘ সারি চোখে পড়ল। হঠাৎ ক্ষীণ শব্দ কানে এল শেলবির, ওর মনে হলো নুড়িপাথরের সাথে একটা ঘোড়ার খুরের সংঘর্ষ হয়েছে ধারে-কাছে কোথাও। নিচু স্বরে লিটন জনকে ডাকল ও, ঘোড়ার রাশ টেনে পাশ ফিরল, ছোটার জন্যে তৈরি।

ঠিক তখুনি চাপা স্বরের হুঙ্কার শোনা গেল: 'থামো, নইলে গুলি করে স্যাডল থেকে ফেলে দেব!'

রিফ্লেক্স বশত স্পার চালিয়েছিল ও, সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়ার রাশ টেনে ধরল। মুহূর্তের ব্যবধানে দু'রকম নির্দেশ পেয়ে ভ্যাবাচেকা খেয়ে গেল ঘোড়াটা, তীক্ষ্ণ স্বরে প্রতিবাদ জানাল। পাশ ফিরে লিটন জনের দিকে তাকাল শেলবি। 'থামো, বাছা,' ছেলেটাকে পিস্তলের দিকে হাত বাড়াতে দেখে নিষেধ করল। 'কুকি হকিন্স বোধহয় একটু আগেভাগেই নাস্তা খাওয়ার ডাক দিচ্ছে আমাদের।'

'ক্যাপ্টেন শেলবি!' বোল্ডারের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল হকিন্স, হাতে ঘোড়ার লাগাম। অস্বস্তিতে বারবার ছটফট করছে ঘোড়াটা, কারণটা চোখে পড়ল শেলবির: স্যাডলের পেছনে কয়েকটা গরুর চামড়া উপুড় করে রাখা। স্বভাবতই ওগুলোর উপস্থিতি পছন্দ করতে পারছে না ঘোড়াটা।।

'এগুলো পিঠে নেওয়ায় বিটকেলে ঘোড়াটার যেন জাত গেছে!'

অসন্তোষ প্রকাশ করল হকিন্স, শেলবির পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

বোল্ডারের আড়াল থেকে আরও একজন বেরিয়ে এল। রে স্টুয়ার্ট।

'তোমার তো এখানে থাকার কথা নয়! মেয়েদের নিয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়ার কথা।'

'টেক্সাসের দিকে রওনা দিয়েছিলাম আমরা, ক্যাপ্টেন,' বলল কুক। 'আচমকা আক্রমণ করল ফ্লেনারের ক্রুরা। ভাগ্যিস, তৈরি ছিলাম! তিনজনকে শুইয়ে দিয়েছি জনমের মত। যাক্‌গে, রওনা দেয়ার কিছুক্ষণ পর তুমুল বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে আমাদের ধরে ফেলে গিলরয়, ওর কাছে শুনলাম তোমাদের ধরে নিয়ে গেছে ফ্লেনারের লোকজন।'

'অনেকক্ষণ নজর রেখেছিলাম,' যোগ করল স্টুয়ার্ট। 'দেখলাম তোমাদের নিয়ে যাচ্ছে ওরা। শেষ মুহূর্তেও লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিল লিটন জন, তবে সুবিধে করতে পারেনি। কিন্তু তোমার মধ্যে আমরা কোন···আসলে তোমাকে মৃত বলে ধরে নিয়েছিলাম। ক্যাম্পে ফিরে গিয়ে সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নিলাম আজ রাতেই কাজ সেরে ফেলব এবং এ সুযোগে লিটন জনকে উদ্ধারের চেষ্টা করব।'

'ধন্যবাদ, স্টুয়ার্ট। ঠিক কাজ করেছ তোমরা। ···মিস্ স্টিফেন্সের কি হলো?'

'কিছুদূর এগোনোর পর, ওর ক্ষতের শুশ্রূষা করার জন্যে থেমেছিলাম আমরা। তোমার আর লিটন জনের কথা জানার পর তোমার ঘোড়াটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ে মিস্ স্টিফেন্স, তুমি যে মৃত মোটেও বিশ্বাস করেনি। ওকে বোঝানোর চেষ্টা করেছে ক্যারেন, কিন্তু কোন যুক্তিই মানেনি সে। এমন জেদী মহিলা আর দেখিনি। পাল্টা একটা যুক্তি দেখিয়েছে সে: ওর বিশ্বাস এখনও বেঁচে আছ তুমি···আর ফ্লেনার যদি তোমাকে পেয়ে যায়, ও উপস্থিত থাকলে হয়তো তোমাকে বাঁচাতেও পারবে। যাওয়ার সময় একটা পিস্তল নিয়ে গেছে সঙ্গে।'

মুহূর্তের জন্যে শেলবির ইচ্ছে হলো চকটো বেন্ডে ফিরে গিয়ে সুসানকে নিয়ে আসবে। চিন্তাটা তৎক্ষণাৎ বাতিল করে দিল। দারুণ বোকামি হবে, শত্রুর হাতে আবার ধরা পড়লে সেটা ওর বা সুসান কারও জন্যেই মঙ্গলজনক হবে না। যা করা উচিত—আগের পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করতে হবে, স্ট্যাম্পিড করে গরুর পাল ছিনিয়ে নিতে হবে, যতটা সম্ভব শক্তি কমিয়ে দিতে হবে ফ্লেনারের। কোন এক মুহূর্তে হয়তো

ফ্লেনারের মুখোমুখি হওয়ার সুযোগ পেয়ে যেতে পারে। তেমন হলে, সিদ্ধান্ত নিল শেলবি, চকটো বেন্ড বসের সমস্ত শয়তানি চিরতরে থামানোর চেষ্টা করবে।

সিদ্ধান্ত নিতে পেরে স্বস্তি বোধ করল ও, দেখল তিনজোড়া চোখ অধীর অপেক্ষায় তাকিয়ে আছে ওর দিকে। 'আমার প্রশ্নের জবাব দাওনি, হকিন্স,' বার-কে কূককে মনে করিয়ে দিল শেলবি। 'স্ট্যাম্পিড শুরু করার কথা ছিল আগামীকাল। কিন্তু তোমাদের দেখে মনে হচ্ছে আজই তৈরি হয়ে এসেছ। আমি ধরা পড়েছি বলে পরিকল্পনা পাল্টানোর কথা নয় তোমাদের।'

'পিমের কাছ থেকে ফ্লেনারের পরিকল্পনা জেনেছি আমরা। জরুরী খবর দিতে রাতে ওয়াচ-ক্যাম্পে গিয়েছিল ও। জানলাম সকালে সব গরু ড্রাইভে নিয়ে যাবে ফ্লেনার। বাডি ডুগাল আর ওরিন আলোচনা করে ঠিক করল কাজ আজ রাতেই সেরে ফেলবে। তোমার পরিকল্পনা মত হবে সবকিছু, পার্থক্য শুধু সময়ের–একদিন আগে, এই যা।'

'বেশ তো, এখান থেকেই স্ট্যাম্পিড শুরু করা যাক,' ঘোষণা করল শেলবি।

পুরো এলাকা সম্পর্কে জানে লিটন জন, গাইড হিসেবে ওদেরকে ব্লু লেকের কাছে নিয়ে এল সে। আধ-মাইল দূরের এক রিজের চূড়া থেকে গরুর পালের ওপর নজর রাখল ওরা। তৃণভূমির শেষে, ক্রীকের পাড়ে বেড়ে ওঠা গাছপালার ফাঁকে রূপালী পানির ঝিলিক চোখে পড়ছে। বাম দিকে ঘন বনভূমি চকটো বেন্ড পর্যন্ত বিস্তৃত। বনের কাছাকাছি পাহাড়ের কোলে ক্যাম্প করেছে ফ্লেনারের ক্রুরা, প্রায় নিভু নিভু একটা আগুনের কুণ্ড চোখে পড়ল। তৃণভূমিতে অলস ভাবে চরছে গরুগুলো, কোন কোনটা শুয়ে বিশ্রাম নিচ্ছে। গরুর তদারক করতে ব্যস্ত কোন রাইডার বা কাউবয়কে দেখা গেল না। তবে ক্যাম্পের আবছা আঁধারের মধ্যে ক্ষীণ নড়াচড়া চোখে পড়ল শেলবির।

'প্রথমে বনের কাছে যাব আমরা,' জানাল ও। 'চামড়াগুলো একটা দড়িতে বেঁধে...'

'জানতাম এভাবেই শুরু করবে, তাই কাজ খানিকটা এগিয়ে রেখেছি,' সোৎসাহে বলল কূক। 'স্যাডলের পেছনে চামড়ার এক প্রান্ত বেঁধে নিয়েছি। তোমরা যে-কেউ ইচ্ছে করলে অন্য প্রান্ত নিজের

স্যাডলের সাথে বেঁধে নিতে পারো।'

'জবর দেখিয়েছ, কুকি!' আন্তরিক স্বরে প্রশংসা করল শেলবি।

রিজ থেকে নেমে, ডানে বাঁক নিয়ে বনের উদ্দেশে এগোল ওরা। সতর্ক, দেখে-শুনে এগোচ্ছে যাতে শব্দ কম হয়। একটু পর, গাছের ছায়ায় আসতে নিশ্চিন্ত বোধ করল শেলবি, এখন আর দূর থেকে ওদের দেখতে পাবে না কেউ। বনের কিনারে এসে গরুর পাল নিরীখ করল। পালের পুব দিকে, লেকের কিনারে এক রাইডারকে দেখতে পেল, গান গাইছে লোকটা।

'পালের বেশি কাছে চলে এসেছি আমরা,' বলল ও। 'এবার লেকের কিনারে যাব। লিটন জন আর আমি গরুর চামড়া নিয়ে কাজ শুরু করে দেব। লেকের দিকে থাকবে ও, আর এদিকে আমি। যত জোরে সম্ভব চিৎকার করতে হবে, নেকড়ের মত হলে কাজের কাজ হবে। নেহাত বাধ্য না হলে গুলি করবে না কেউ, ভড়কে গিয়ে উল্টোদিকে ছুটতে পারে গরুর দল। হকিন্স, লিটন জনের পেছন পেছন যাবে তুমি, দলছুট বা পেছনে পড়ে যাওয়া গরু তাড়িয়ে নিয়ে যাবে। পালের এপাশে স্টুয়ার্ট আর আমি থাকব।'

লেকের চল্লিশ গজের কাছাকাছি এসে থামল শেলবি, অন্ধকার গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে শেষ বারের মত দেখে নিল সবকিছু, কোথাও কোন অসঙ্গতি চোখে পড়ল না। দড়ির সাথে বাঁধা গরুর চামড়ার একপ্রান্ত স্যাডলের সাথে বেঁধে নিল, ইতোমধ্যে অন্যপ্রান্ত নিজের স্যাডলের সঙ্গে বেঁধে নিয়েছে লিটন জন। চারটে চামড়া ঝুলে পড়তে পারে, তাই মাঝখানে ওটাকে টো করে নিয়ে যাবে হকিন্স।

শেলবি ইশারা করতে একসঙ্গে এগোল ওরা। লিটন জন লেকের দিকে, ঠিক উল্টোদিকে শেলবি। মাঝামাঝি ঘোড়া ছুটিয়েছে স্টুয়ার্ট আর হকিন্স।

নেকড়ের ডাকের অনুকরণে সমানে চিৎকার করছে ওরা। ওদের পেছনে মাটির সাথে ছেঁচড়ে এগোচ্ছে গরুর চামড়া। ঘাসের সাথে চামড়া ছেঁচড়ানোর খসখসে শব্দ, বাতাসে চামড়ার গন্ধ এবং গভীর নিস্তব্ধ রাত্রিতে চার রাইডারের উদ্ভট চিৎকার, সব মিলিয়ে ঘুমন্ত কিংবা বিশ্রামরত গরুর পালকে আতঙ্কিত করার জন্যে যথেষ্টর চেয়েও বেশি মনে হলো। প্রথমে সচকিত হয়ে অবস্থা বোঝার চেষ্টা করল গরুগুলো,

লেকের উদ্দেশে কয়েকটা দৌড় শুরু করতে অন্যগুলোও অনুসরণ করল। লেকের কিনারে গিয়েও থামল না; বরং পশ্চিমে ছুটতে শুরু করল ভীত, আতঙ্কিত গরুর পাল।

শেলবির আগে ছিল স্টুয়ার্ট, ছুটন্ত গরুর পিছু নিল সে। পাহাড়ের একেবারে কিনারে এসে ঘোড়ার গতিপথ বদলাল শেলবি, দক্ষিণ-পশ্চিমে এগোল এবার। গরুর চামড়ার দড়ি ঢিলে করে দিল। ততক্ষণে বেশ খানিকটা এগিয়ে গেছে স্টুয়ার্ট।

হঠাৎ পশ্চিমে, লেকের কাছে সিক্সগানের ঝলক চোখে পড়ল। জেগে গেছে ফ্লেনারের ক্রুরা, গরুর দলকে নিরস্ত করার জন্যে প্রথমে যা করা উচিত মনে করেছে—সমানে গুলি করছে আকাশের দিকে। পিস্তলের মুহুর্মুহু গর্জনে হিতে বিপরীত হলো, আরও আতঙ্কিত হয়ে পড়ল গরুর দল। তুমুল বেগে পশ্চিমে ছুটছে ওগুলো, ঝোপ বা ছোটখাট বোল্ডারের বাধা ডিঙিয়ে এগোতে শুরু করল খোলা প্রেয়ারির দিকে।

এদিকে দলছুট হয়ে পড়েছে কিছু গরু, কয়েকটা লেকের কিনারার সতেজ ঘাস ছেড়ে নড়তে চাইছে না। সিক্সগান বের করে দলছুট গরুর উদ্দেশে গুলি ছুঁড়ল শেলবি। প্রথমে হকচকিয়ে গেল ওগুলো, তারপর ছুটতে শুরু করল। ঘোড়া ছুটিয়ে ওগুলোর পিছু নিল ও, ছোটার মধ্যে গুলি করতে থাকল, সন্ত্রস্ত পশুগুলোকে দাবড়ে নিয়ে যাচ্ছে।

কাজ ঠিকমতই এগোচ্ছে, ভাবল ও, এত ভাল ভাবে শুরু করা যাবে নিজেও ভাবেনি। এরকম কিছু হতে পারে আশঙ্কা করেছিল ফ্লেনার, ক্যারেন কীনলেকে হুমকিও দিয়েছিল গরুর পাল ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা করলে উচিত ব্যবস্থা নেবে সে এবং তৈরি থাকবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে ফ্লেনারের পাহারা দেয়ার লোক নিতান্তই অল্প। একটু আগে স্ট্যাম্পিডের শুরুতে ছুটন্ত গরুকে ঠেকানোর জন্যে গুলি করেছে ওরা, সিক্সগানের আগুনের ঝলক গুনেছে শেলবি—বড়জোর চারজন। আতঙ্কিত গরুর দল ওদের ক্যাম্প মাড়িয়ে গেছে, ছড়িয়ে পড়তে বাধ্য করেছে ক্রুদের। অন্যরা কোথায়? সম্ভবত ফ্লেনারের নিজস্ব গরু এখানে সরিয়ে আনতে ব্যস্ত। কিছু লোক হয়তো এখনও খুঁজছে ওকে আর লিটন জনকে।

পাহাড়ের কোলে পৌঁছে গেল শেলবি; তৃণভূমির মধ্যে সবচেয়ে উঁচু জায়গা ওটা। মাইল খানেক দূরে হিক্যারি ক্রীক আর ব্লু লেকের

সংযোগস্থলে পৌঁছে গেছে গরুর পাল। জায়গাটায় কিছু লোক থাকার কথা, ফ্লেনারকে যদি চিনে থাকে, তাহলে নিশ্চিত ভাবেই বলা যায় সম্ভাব্য স্ট্যাম্পিড বা হামলা ঠেকাতে ওখানে কয়েকজনকে রাখবে; তাছাড়া চাক ওয়াগন বা ক্যাম্পও ওখানে।

দৃশ্যত, সুবিধাজনক অবস্থানে থাকলেও স্ট্যাম্পিড ঠেকাতে ব্যর্থ হয়েছে ফ্লেনারের ক্রুরা। এ মুহূর্তে অগুনতি আগুনের ঝলক দেখা যাচ্ছে ওখানে, একের পর এক গুলি করে গরুর পালকে ঠেকানোর চেষ্টা করছে ক্রুরা।

কিন্তু দ্রুতবেগে এগোচ্ছে গরুগুলো, কোন বাধাই মানছে না। ক্রীক পেরিয়ে এখন পশ্চিমের প্রেয়ারির দিকে ছুটছে। ওদের গতিকে ত্বরান্বিত করেছে শেলবিদের চিৎকার, ফ্লেনারের ক্রুদের তীব্র গালাগাল আর সিক্সগানের বিক্ষিপ্ত গর্জন। গরুগুলো যাতে দলছুট না হয় কিংবা থেমে না যায়, নিশ্চিত হওয়ার জন্যে পালের পেছনে ঘোড়া ছুটিয়েছে হকিন্স। সমানে গুলি করছে সিক্সগান থেকে।

ক্রীকের দিকে ঘোড়া ছোটাল শেলবি। ঘাড় ফিরিয়ে পেছনে তাকাল একবার। উড়ন্ত ধুলোর মেঘ জমেছে ট্রেইলে, থিতিয়ে আসেনি এখনও, চাঁদের রূপালী আলোয় ধূসর দেখাচ্ছে। সারা প্রেয়ারি আর উপত্যকায় খুরের গুরুগম্ভীর শব্দ, ক্রমে পশ্চিমে সরে যাচ্ছে।

লেকের দিক থেকে হকিন্সের কর্কশ গলা শুনতে পেল ও।

'যা ভেবেছি তারচেয়ে সহজে সারা গেছে কাজ, ক্যাপ্টেন,' সন্তুষ্টি তার কণ্ঠে। 'গরুগুলো যাতে ক্লান্ত হয়ে থেমে না যায়, সেজন্যে কিছু কৌশল খাটাতে হবে এখন। রে কোথায়?'

'দেখিনি ওকে। ক্রীকের কাছে কোথাও আছে বোধহয়। কি জানি, ওকে আবার চেপে ধরেছে কিনা ফ্লেনারের ক্রুরা! পিস্তল রিলোড করা আছে তো, কুকি? নরকে একবার ঢুঁ মেরে আসব ভাবছি! লিটন জনকে দেখেছ?'

'চালু ছেলে! বিশাল একটা পাল একাই দাবড়ে নিয়ে গেছে। ...কেন ভাবছ সামনে বিপদ আছে?'

'সিক্সগানের আগুনের ঝলক দেখেছি,' পেছনে উঁচু জায়গাটা দেখাল শেলবি। 'অন্তত চার-পাঁচজন হবে। যাকগে, লেকের দিকে যাচ্ছি আমরা, ক্রীক পেরিয়ে পালের কাছে চলে যাব। সম্ভব হলে এড়িয়ে যাব

ওদের, তবে তৈরি থাকাই ভাল।'

একপাশে সরে গিয়ে ক্রীকের দিকে এগোল শেলবি। দূর থেকে পাহাড়ের কোলে একটা চাক ওয়াগন নজরে পড়ল, ওটার পাশ দিয়ে প্রেয়ারির দিকে ছুটছে গরুর পাল। আগুনের ধারে পড়ে আছে এক লোক, মৃত বা অজ্ঞান।

শেলবি জানে না আসলে চার-পাঁচজন নয়, বরং বারোজন ক্রু ছিল এখানে। স্ট্যাম্পিড ঠেকিয়ে দিতে পারত এরা, কিন্তু আচমকা উল্টোদিক থেকে হামলা হওয়ায় বিহ্বল হয়ে পড়ে ওরা। আক্রমণের তোড়ে পুবে সরে যেতে বাধ্য হয়েছে। এর কৃতিত্ব ওরিন ওয়েনরাইট আর ওর তিন সঙ্গীর প্রাপ্য। স্ট্যাম্পিড শুরু করতে এখানে এসেছিল ওরা, কিন্তু এসে দেখল কাজ আগেই শুরু হয়ে গেছে। সময়ের অভাবে শেলবির সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেনি, কিন্তু নিজের কর্তব্য আর পরিস্থিতির গুরুত্ব ঠিকই বুঝে নিয়েছে টেক্সান। ক্যাম্পের লোকগুলো যাতে স্ট্যাম্পিড ঠেকাতে না পারে, উল্টোদিক দিয়ে ক্যাম্পে আক্রমণ করল সে।

নিশ্চিত না হলেও কিছুটা আঁচ করেছে শেলবি। সেজন্যেই হকিন্সকে এদিকে আসতে বলেছে, ভেবেছে সাহায্য দরকার হতে পারে বন্ধুদের। বিক্ষিপ্ত কিছু গোলাগুলি হচ্ছে এখনও। ছুটন্ত ঘোড়সওয়ার আর তাদের সিক্সগানের ঝলকও চোখে পড়ছে।

ক্রীক পেরিয়ে জোর কদমে ঘোড়া ছোটাল শেলবি। নির্মেঘ আকাশের দিকে তাকাল। মায়াবী আলো বিলাচ্ছে রূপালী চাঁদ। সকাল হতে এখনও বেশ দেরি আছে।

পাহাড়ের কোলে খণ্ডযুদ্ধ চলছে। গরুর ব্যাপারে এখন কারোই উৎসাহ নেই। দু'তিন ঘোড়সওয়ারকে বনের দিকে ছুটে যেতে দেখতে পেল ও, তুমুল বেগে ছুটছে ঘোড়াগুলো; পঞ্চাশ গজ পেছনে ওদের ধাওয়া করছে ছয়জনের একটা দল। শেলবি ধারণা করল ওর বন্ধুদের ধাওয়া করেছে ফ্লেনারের ক্রুরা।

তুমুল বেগে ঘোড়া ছোটাল ও। আড়াআড়ি পথে বন্ধুদের পাশে চলে যেতে চাইছে। ঘোড়াটা দারুণ ছুটতে পারে, দমও অফুরন্ত। মনে মনে ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিল ফ্লেনারের করাল থেকে এটাকে বাছাই করার জন্যে।

মুহূর্তের মধ্যে অর্ধেক পথ পেরিয়ে গেল। ধাওয়াকারীদের পেরিয়ে

বনের কিনারে অবস্থান নিল ও, অপেক্ষায় থাকল। খুরের আওয়াজ জোরাল হচ্ছে ক্রমশ, আসছে ওরা। লোকগুলো কাছাকাছি আসতে, পরিচয় নিয়ে সন্দেহ না থাকলেও নিশ্চিত হওয়ার জন্যে চিৎকার করে আগুয়ান ঘোড়সওয়ারদের চ্যালেঞ্জ করল।

ত্বরিত প্রতিক্রিয়ায় স্পষ্ট হয়ে গেল শেলবির সঙ্গে খোশগল্প করার খায়েশ নেই কারও, ঝটিতি স্ক্যাবার্ডে রাখা রাইফেলের দিকে হাত বাড়িয়েছে সামনের লোকটা।

বিপদ দেখে হোলস্টার থেকে পিস্তল তুলে নিল শেলবি, দুটোই, তারপর দ্রুত গুলি করল। নিমেষে স্যাডলে লুটিয়ে পড়ল লোকটা, মুঠি থেকে মাটিতে খসে পড়ল রাইফেল। স্যাডল থেকে পিছলে নেমে গেল লোকটার দেহ, কিন্তু স্টিরাপ থেকে পা ছাড়িয়ে নিতে পারেনি। যা হওয়ার তাই হলো এবার, রুক্ষ জমিতে তাকে ছেঁচড়ে টেনে নিয়ে চলল ঘোড়াটা। সমানে চিৎকার করছে সে, কিন্তু ঘোড়া বা সঙ্গীদের কেউ ভ্রূক্ষেপ করছে না।

পরের লোকটি, বিপদ দেখে চিৎকার করে সতর্ক করল সঙ্গীদের। বাম দিকে শরীর নামিয়ে দিয়েছে সে, ফলে শেলবি আর নিজের মধ্যে ঘোড়ার নিরাপদ আড়ালে চলে গেছে। মাথা খানিক তুলে রাইফেলে নিশানা করছে সে।

বাধ্য হয়ে ঘোড়ার কোমর বরাবর গুলি করল শেলবি। প্রথমে কিছুই ঘটল না, একই গতিতে ছুটতে থাকল ঘোড়াটা, কয়েক কদম এগিয়ে হঠাৎ লুটিয়ে পড়ল। শেষ মুহূর্তে লাফ দিয়ে একপাশে সরে গেল লোকটা, মাটিতে পড়ে গড়ান খেল বার দুয়েক, তারপর উঠে দাঁড়িয়েই পড়িমরি করে ছুটতে শুরু করল দশ হাত দূরে ঝোপের আড়ালের উদ্দেশে।

এদিকে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে শেলবি, আশা করল বন্ধুরা ওর চিৎকার শুনে ফিরে আসবে। কিছুটা বেকায়দা অবস্থায় ফ্লেনারের ক্রুদের পেয়েছে ও। এখন অন্যদের সাহায্য পেলে অনায়াসে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে এদের।

শেলবি খেয়াল করল বাকি চার রাইডার ধাওয়া বাদ দিয়ে মনোযোগ দিয়েছে ওর দিকে, ছুটে আসছে তুমুল গতিতে। স্যাডলের সঙ্গে শরীর মিশিয়ে দিয়েছে ওরা, কোন নিশানা ছাড়াই সমানে গুলি করছে। ওকে

ব্যস্ত রাখছে, আড়ালে থাকতে বাধ্য করছে, এবং এ সুযোগে কাছে চলে আসবে।

আলতো পায়ে স্পার দাবাল শেলবি, চকিতে কয়েক গজ পাশে সরে এল। ওর কানের পাশ দিয়ে ছুটে গেল তপ্ত সীসা, স্যাডল হর্নে আঘাত করে ছিটকে সরে গেল আরেকটা। মুহূর্তে আতঙ্কিত হয়ে পড়ল ঘোড়াটা, কিন্তু ওটাকে বেচাল হওয়ার সুযোগ দিল না শেলবি, স্পার দাবিয়ে দক্ষিণে ছোটাল। একটু আগে ওদিকে চলে গেছে ওরিন ওয়েনরাইটের দল।

ছোটার মধ্যে হঠাৎ থামল ও, স্যাডলে বসেই পেছন ফিরে পরপর দুটো গুলি করল পিছু নেওয়া ক্রুদের উদ্দেশে। স্যাডল থেকে খসে পড়ল একজন। সমানে গুলি করে গেল শেলবি, সিলিন্ডার খালি হওয়া পর্যন্ত। ওর পিস্তলের গান-ফ্ল্যাশ দেখতে পেলেও খোলা জায়গায় আছে শত্রুপক্ষ, চাঁদের আলোয় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে ওদেরকে।

হঠাৎ ত্রিশ গজ দূরে কয়েকটা অস্ত্রের গর্জন শুনতে পেল ও, চোখের কোণ দিয়ে আগুনের ঝলক দেখতে পেল। মুহূর্তে আরও একটা স্যাডল খালি হয়ে গেল। অবস্থা বেগতিক দেখে উল্টোপথ মাপা শুরু করল বাকি দুই ক্রু, পাহাড়ের উদ্দেশে ঘোড়া ছুটিয়েছে তুফান বেগে।

'ক্যাপ্টেন শেলবি?' রে স্টুয়ার্টের কণ্ঠ ভেসে এল বাম দিকের ঝোপ থেকে।

'ধন্যবাদ, রে! এক্কেবারে ঠিক সময়ে এসেছ! এবার সরাসরি পশ্চিমে ছুট লাগাও। সময় নষ্ট করা যাবে না। ক্লান্ত হয়ে থেমে যেতে পারে গরুর দল, কিন্তু রেড রীভার পেরিয়ে টেক্সাসের জমিতে পা রাখার আগে ওগুলোকে থামতে দেয়া যাবে না। ওরা থেমে গেলে, আবার স্ট্যাম্পিড শুরু করা সত্যিই কঠিন হবে। তাছাড়া ফ্লেনারের দলবল ঠিক পিছু নেবে আমাদের।'

'যাচ্ছি, ক্যাপ্টেন।'

অন্ধকার ফুঁড়ে বেরিয়ে এল ওরা—ওরিন ওয়েনরাইট, পিট শেপার্ড আর পিম টেনেম্যান। টেনেম্যানের মাথায় একটা ব্যান্ডানা পেঁচানো। তিনজনের পিছু নিয়ে এগোল স্টুয়ার্ট আর শেলবি।

হঠাৎ দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এল শেলবির। ওরিন ওয়েনরাইটের অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর শুনে হতচকিত দৃষ্টিতে চারপাশে তাকাল ও। বমি বমি ভাব

হচ্ছে, এবং দুর্বলও লাগছে। মাথার ভোঁতা যন্ত্রণাটা শুরু হয়েছে আবার। মুহূর্তের জন্যে স্থান-কাল সম্পর্কে বিস্মৃত হলো ও, ভুলে গেল অস্বস্তির কারণ। জানে না কখন গতি কমিয়ে থেমে গেছে ওর ঘোড়া, কিংবা ঠিক কতক্ষণ পর পাশে বার-কে ফোরম্যানের উপস্থিতি টের পেয়েছে। খেয়াল করল ওর ঘোড়ার রাশ চেপে ধরেছে সে।

'তুমি নিশ্চই আহত হয়েছ, ক্যাপ্টেন!' ওরিনের উদ্বিগ্ন কণ্ঠ এবার স্পষ্ট শুনতে পেল ও। 'আমরা বরং কিছুক্ষণের জন্যে থামব এখানে। পরীক্ষা করে দেখা যাক তোমার কি অবস্থা।'

আট

ঘোড়াকে হাঁটিয়ে নিয়ে এগোচ্ছে শেলবি। ক্যান্টিন খুলে পানি খেল। মাথার ব্যথাটা কিছুটা হলেও কমেছে, বমি বমি ভাব নেই এখন। উত্তেজনা কমে আসার কারণে বোধহয়, সবকিছু মনে করতে পারছে এখন। সোজা হয়ে স্যাডলে বসল ও, সামনের প্রেয়ারির ওপর চোখ চালাল। সবই স্বাভাবিক মনে হচ্ছে, কিন্তু আকাশের দিকে তাকাতে দুটো চাঁদ দেখতে পেল। মাথার ভেতর একটা চিন্তাই খেলে যাচ্ছে: যেভাবে হোক গরুর পালকে থামতে দেয়া যাবে না···ছড়িয়ে পড়তে দেয়া যাবে না···

থামার জন্যে ফের তাগাদা দিল ওরিন ওয়েনরাইট, কিন্তু থামল না শেলবি। 'গতকাল একটা বুলেট লেগেছিল মাথায়, গুরুতর কিছু নয়, আঁচড় কেটে গেছে কেবল। কিছুক্ষণের মধ্যে ঠিক হয়ে যাব। তুমি এগিয়ে যাও, ওরিন। আমার চেয়ে তোমাকেই ওদের দরকার বেশি। তোমার পিছু নিয়ে দিব্যি চলে যেতে পারব। একটু দেরি হবে, এই যা।'

'তোমাকে একা ছেড়ে যাওয়া ঠিক হবে না, ক্যাপ্টেন,' পাল্টা যুক্তি দেখাল টেক্সান। 'কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের ট্র্যাক অনুসরণ করবে ফ্লেনারের ক্রুরা, এবং সবার আগে তোমাকে খুঁজে পাবে ওরা।'

'আসতে সময় লাগবে ওদের। চকটো বেন্ড থেকে বেরোনোর আগে সব ঘোড়া করাল থেকে তাড়িয়ে দিয়েছি আমি আর লিটন জন। আর যেগুলো ওদের সঙ্গে আছে এখন, সবই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, বাড়তি ঘোড়াও নেই সঙ্গে। আমার তো মনে হয় ফ্লেনারের ক্রুরা আসার আগেই নদী পেরিয়ে যেতে পারব। বাডি ডুগাল ওখানে আছে তো?'

'লোকজন নিয়ে ট্রেইলের দু'পাশে থাকবে ও, গরুর পাল যাতে ঠিক পথে এগোয় সেটা নিশ্চিত করবে; এবং সম্ভব হলে কয়েক মাইল পশ্চিমে ফ্লেনারের গরুর পালও সঙ্গে নিয়ে যাবে। সব মিলিয়ে চার হাজার গরু হবে।'

'তুমি এগোও, ওরিন,' ফের অনুরোধ করল শেলবি, পিঠ টানটান করে স্যাডলে বসেছে যাতে ওর দুর্বলতা আঁচ করতে না পারে ফোরম্যান। 'স্ট্যাম্পিডের সাফল্যের ওপর সবকিছু নির্ভর করছে। নদী পেরিয়ে যেতে পারলেই নিশ্চিন্ত। কিছুক্ষণ ধীরে-সুস্থে এগোব আমি, তারপর ঘোড়া ছুটিয়ে ঠিক ধরে ফেলব তোমাকে। *হাস্টা লা ভিস্টা,* সেনর ওয়েনরাইট!'

হাস্টা লা ভিস্টা মানে: বিদায়, এবং এখানেই তর্কের সমাপ্তি। ধীর কিন্তু অসন্তুষ্ট ভঙ্গিতে নড করল ফোরম্যান। 'বেশ। আপাতত তোমার কথাই মেনে নিচ্ছি। তবে তোমার ব্যাপারে উদ্বেগ থেকে যাবে আমার। দয়া করে নিজের দিকে খেয়াল রেখো।' হাঁটুর গুঁতোয় ঘোড়াকে এগিয়ে নিল সে, কয়েক কদম যাওয়ার পর স্পার দাবাল, প্রেয়ারি ধরে ছুটল ঘোড়াটা।

মর্জি মাফিক মাসট্যাঙকে এগোতে দিল শেলবি। তাড়া থাকলেও দ্রুত ছোটার সাহস করতে পারছে না, তাতে হয়তো মাথার ব্যথা বেড়ে যাবে, অস্থির হয়ে উঠবে চিন্তা-ভাবনা। তারচেয়ে ধীরে, কিছুটা দেরিতে হলেও পৌঁছানো ভাল। নিশ্চিন্তে এগোতে পারছে ও, স্ট্যাম্পিডের চিহ্ন ট্রেইলের সর্বত্র–ঝোপ, পাথরখণ্ড, ছোটখাট বোল্ডার···কিছুই আস্ত নেই। দুমড়ে গেছে হাঁটুসমান উঁচু ঘাস, কিছু কিছু মাটি থেকে সমূলে উপড়ে এসেছে।

কতক্ষণ চলেছে জানা নেই ওর, সময় দেখার গরজ অনুভব করেনি; একসময় পুবের পাহাড়ের পেছনে রক্তলাল সূর্যোদয় হতে দেখতে পেল। ঘড়ি দেখার জন্যে পকেটে হাত দিতে টের পেল ওটা নেই। ব্যস্ততার

কারণে ঘড়ির কথা মনেই হয়নি। শেলবি নিশ্চিত ছোটাছুটির কারণে পকেট থেকে পড়ে যায়নি ওটা, বরং গতরাতে পিস্তলের মত ঘড়িটাও ওর কাছ থেকে নিয়ে গেছে ফ্লেনারের কোন ক্রু।

ঘড়ির সঙ্গে সঙ্গে সুসান স্টিফেন্সের কথা মনে পড়ল, কারণ সোনার এ ঘড়িটা সুসানই উপহার দিয়েছিল ওকে। মুহূর্তটি কখনোই ভুলবার নয়, আরক্যান্সাসে স্টিফেন্সদের বাগানে পাশাপাশি বসে গল্প করছিল ওরা, আর···ওটাই ছিল আরক্যান্সাসে ওর জীবনের শেষ রাত। পরদিনই যুদ্ধে যোগ দেয় শেলবি। ঘড়িটার ঢাকনার ওপর শেলবির নামের ইনিশিয়াল আর কনফেডারেট এবং অ্যালাবামা রাজ্যের পতাকা খচিত ছিল। পরিচিত এক স্বর্ণকারকে মোটা বখশিশ দিয়ে ঘড়ির ঢাকনায় বিশেষ কারুকাজ আর নক্সা তৈরি করেছে সুসান।

উইল শেলবির জীবনে নিঃসন্দেহে ওটাই সবচেয়ে দামী উপহার।

ঘড়ি হারানোর তিক্ততা ছাড়িয়েও যুগপৎ রাগ আর বিদ্বেষ অনুভব করল শেলবি। ফ্লেনারের ওই ক্রুকে একবার নাগালে পেলেই হয়!

সূর্য যখন তার গোলাপী-লাল আভা দিয়ে প্রকৃতিকে দিনের প্রথম উষ্ণতা উপহার দিল, ততক্ষণে দুই মাইল এগিয়ে গেছে ও। ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হয়ে পড়েছে, শরীরে নিদারুণ ক্লান্তি। অনুভব করছে বমি বমি ভাব আর মাথা ব্যথা শুরু হয়েছে আবার। মনে হচ্ছে মাথার ভেতরে ছোটখাট একটা আগুনের কুণ্ড জ্বলছে সারাক্ষণ। মনে পড়ল জখমের শুশ্রূষা করা হয়নি, ক্রীকের পানিতে ভিজেছে, বনে-বাদাড়ে ঘোড়া দাবড়েছে, ট্রেইলের ধুলো পড়েছে। ক্ষতে সংক্রমণ হয়ে গেলে কপালে খারাবি আছে ওর।

বমির উদ্গত ভাব কোনরকমে সামলে রেখেছে ও। তেষ্টায় কষ্ট পাচ্ছে রীতিমত। সাথে ক্যান্টিন নেই, ধারে-কাছে এমন কোন ক্রীক বা নদীও নেই যে ঠাণ্ডা বিশুদ্ধ পানি পান করবে। সময় নিয়ে ট্রেইলের চারপাশে খুঁটিয়ে দেখল ও, মনে হলো ডানদিকে বনের কাছে কোথাও ঝর্না পাওয়া যেতে পারে, তাই ট্রেইল থেকে সরে গিয়ে বনের দিকে এগোল। কিছু পাহাড় আছে এদিকে, ঢালে ঝোপ আর গাছের সারি।

প্রায় অসচেতন ভাবে এগোচ্ছে ও, সময় আর স্থান সম্পর্কে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে। কতক্ষণ পর বলতে পারবে না, একসময় কয়েকশো গজ দূরে পাহাড়ের কোলে মাটির তৈরি চিমনি আর একটা কেবিনের

চালা চোখে পড়ল। দিকভ্রান্ত লোকের মত সেদিকে এগোল শেলবি, একটু পর কেবিনের সামনে পৌঁছল। আকার-আকৃতি দেখে বুঝতে পারল ইন্ডিয়ানদের কেবিন এটা, কাদা দিয়ে তৈরি। তবে ভেতরে যে-ই থাকুক, চিমনি দিয়ে আকাশের দিকে উঠে যাওয়া ধোঁয়ার মানেই হচ্ছে খাবার মিলতে পারে। এ মুহূর্তে খাওয়া আর বিশ্রামই দরকার ওর।

কেবিনের দরজা থেকে বিশ ফুট দূরে আঙিনায় স্যাডল ছাড়ল ও, সম্ভাষণ জানিয়ে আরও একটু এগোল। হঠাৎ কোত্থেকে ছুটে এল দুটো কুকুর, ঘোড়াটাকে ঘিরে সমানে চিৎকার আর লাফালাফি শুরু করে দিয়েছে। আধ-ভেড়ানো দরজার পাল্লার ফাঁকে বাদামী একটা মুখ দেখতে পেল শেলবি, তারপর একজন মহিলার কালো চুল আর ক্যালিকো পোশাক পরা কাঁধ চোখে পড়ল। দরজার পাল্লা আরেকটু সরে যেতে, দুটো বাচ্চাকে মহিলার ঢোলা স্কার্টের আড়াল থেকে উঁকি দিতে দেখতে পেল। বাচ্চাগুলোর নিষ্পাপ চোখে দুনিয়ার কৌতূহল।

ক্লান্ত, অবসন্ন দেহে জোর পাচ্ছে না শেলবি। আশঙ্কা হচ্ছে স্যাডল থেকে লুটিয়ে পড়বে। চকটো ভাষায় ওর দখল নিতান্তই অল্প, তবে তাই কাজে লাগাল। হাত-পা নেড়ে নিজের বিপর্যস্ত অবস্থা বোঝানোর চেষ্টা করল। মিনিট খানেক পর দেখল, এগিয়ে আসছে মহিলাটি, চড়া স্বরে দাবড়ানি দিল কুকুরগুলোকে। ওর ঘোড়ার পাশে চলে এল সে, হাত বাড়িয়ে দেয়ার সময় চকটো ভাষায় বলল কি যেন। আংশিক বুঝল শেলবি, মহিলা বলছে ওর স্বামী শিকারে গেছে। কেবিনের দেয়ালের সঙ্গে টান টান করে আটকে রাখা ভালুক আর মিঙ্কের চামড়া দেখাল মহিলা।

কেবিনের ভেতর অর্ধ-ডজন ছেলে-মেয়েকে দেখা গেল এবার। সবচেয়ে বড়টি লিটন জনের বয়েসী একটা মেয়ে। পরেরটি এক বা দুই বছরের ছোট, ছেলে। চকটো মহিলা বাচ্চাদের উদ্দেশে তীক্ষ্ণ স্বরে কিছু একটা বলতে দৌড়ে এগিয়ে এল বড় দু'জন, মাসট্যাঙের দায়িত্ব নিল। এদিকে মহিলার সাহায্য নিয়ে কেবিনের দিকে এগোল শেলবি। ভেতরে ঢুকতে উষ্ণ আরামদায়ক পরিবেশের অস্তিত্ব টের পেল। দেয়ালের কোণে কাদার তৈরি ফায়ারপ্লেসে গনগনে কয়লা জ্বলছে। ওটা দেখে উপলব্ধি করল রাত আর সকালের ঠাণ্ডা কতটা নির্জীব আর বোধশূন্য করে তুলেছে ওকে। যা ধকল গেছে গতরাতে, তাতে সেটাই স্বাভাবিক।

ঠাণ্ডা সম্পর্কে ভাবার ফুরসত মেলেনি।

কৃতজ্ঞ চিত্তে ফায়ারপ্লেসের পাশে একটা চেয়ারে শরীর ছেড়ে দিল ও, অজান্তে চোখ বুজল।

মহিলার কণ্ঠ শুনে চোখ মেলে তাকাল ও, দেখল মাটির পাত্রে কফি পরিবেশন করেছে স্কুঅ। সাগ্রহে কফিতে চুমুক দিল শেলবি, প্রথমে ধীরে ধীরে, তারপর দ্রুত কয়েক চুমুক দিল। অনুভব করছে গরম কফি প্রশান্তি ছড়িয়ে দিচ্ছে শরীরে।

কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে মহিলার দিকে তাকাল ও। ফায়ারপ্লেসের পাশে দাঁড়িয়ে আছে বাচ্চারা, বড় বড় চোখে নিষ্পাপ সারল্য আর বিস্ময়। নীরব কৌতূহলে দেখছে ওকে। দেয়ালের কাছ থেকে ছোট একটা টেবিল এনে ওর পাশে রাখল বাচ্চাদের মা, কিছুক্ষণ পর হরিণের মাংস ও কর্নের রুটি পরিবেশন করল। ছুরি আর হিক্যারি কাঠের তৈরি কাঁটাচামচ পাশে রেখেছে।

মাংস-রুটি খাওয়ার পর আরও কফি পান করল শেলবি। অনুভব করল রাক্ষুসে খিদে নিবৃত্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্লান্তি অনেকটা কেটে গেছে, বমি বমি ভাবটা নেই; তবে মাথার দপদপে অনুভূতির সাথে যন্ত্রণাটা আছে এখনও।

খাওয়ার পর ওর ক্ষত পরখ করল স্কুঅ। মুখে কিছু না বললেও মহিলার মুখ দেখে শেলবির ধারণা হলো জখমটার অবস্থা বোধহয় খুব খারাপ। ক্ষতের শুশ্রূষা না করে রীতিমত অন্যায় করেছে, ভাবল ও।

আগুনের ওপর কেতলি বসিয়ে পানি গরম করল মহিলা। পানিতে পরিষ্কার একখণ্ড কাপড় ভিজিয়ে ওর পুরো মাথা ধুয়ে দিল। ঘরের কোণে দেয়ালের সাথে ঝুলিয়ে রাখা পাত্র থেকে ঔষধি গাছের শুকনো লতা বের করল সে, ফুটন্ত পানির পাত্রে ছেড়ে দিল। এবার আরেক টুকরো কাপড় তাতে ভিজিয়ে ক্ষতটা পরিষ্কার করল আবার। লতা পিষে মলম তৈরি করে লাগাল ক্ষতস্থানে। সবশেষে এক টুকরো সাদা কাপড় ওর মাথার চারপাশে পেঁচিয়ে দিল।

কিছুক্ষণের মধ্যে, অবাক হয়ে লক্ষ করল শেলবি, মাথার যন্ত্রণা দূর হয়ে গেছে।

ঘুম পাচ্ছে ওর, মনে হচ্ছে চেয়ারেই ঘুমিয়ে পড়বে। আরামে চোখ বুজে ফেলল ও, তারপর হঠাৎ খুরের শব্দে সচকিত হয়ে উঠল। মাথা

ঘুরিয়ে খোলা দরজার দিকে তাকাল, আঙিনা ছাড়িয়ে ট্রেইলে স্যাডলহীন পনির পিঠে এক ইন্ডিয়ানকে দেখতে পেল। পনির ঘাড়ের ওপর মিঙ্ক আর ভালুকের মাংস ঝুলছে। বয়স্ক দুই বাচ্চা দৌড়ে বেরিয়ে গেল কেবিন থেকে, বাবাকে সাহায্য করবে। ঘোড়া থেকে নেমে সরাসরি কেবিনে ঢুকল লোকটা, পনির দায়িত্ব ছেলে-মেয়ের ওপর ছেড়ে দিয়েছে।

দ্রুত শেলবি সম্পর্কে স্বামীকে ব্যাখ্যা করল মহিলা।

চল্লিশের মত হবে চকটোর বয়েস। দীর্ঘ, ছিপছিপে সুঠাম দেহ। লম্বা চুল ঝুঁটি বেঁধে ঝুলিয়ে রেখেছে বুকের দু'পাশে, শেষপ্রান্তে লাল ফিতা দিয়ে চুলের ডগা বাঁধা। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওকে দেখল সে, নীরব কয়েক মুহূর্ত পর ফায়ারপ্লেসের দিকে এগোল, পা ছড়িয়ে বসে পড়ল মেঝেয়। কিছুক্ষণ ওভাবে বসে থাকল, কিছু বলল না কিংবা একবারের জন্যেও ফিরে তাকাল না। হঠাৎ দৃষ্টি তুলে অবাঞ্ছিত অতিথির দিকে তাকাল সে, এবং ইংরেজিতে কথা বলল।

'হয়তো তুমি ভালমানুষ, কিংবা খারাপও হতে পারো। ফ্রেনারের বন্ধু বা শত্রু যাই হও, তাতে কিছু আসে-যায় না আমার। মিশনারির যাজক বলেন: সবাই আমরা ভাল-মন্দে মেশাল, আর ভাল-খারাপ একইসঙ্গে বাস করে সব জায়গায়। তুমি অসুস্থ, আমার বউ তোমার যত্ন নিচ্ছে। এ কাজে দক্ষ ও। সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত এখানে থাকবে তুমি, কিন্তু এরপর দেরি না করে ফিরে যাবে নিজের ঘরে। আমার বউ বা বাচ্চাদের ক্ষতি করবে না। বুঝেছ?'

'বুঝেছি, বন্ধু। ধন্যবাদ। তোমার স্ত্রী আমার যত্ন না নিলে এতক্ষণে হয়তো মারা পড়তাম! যাক্‌গে, ওর ঝামেলা আর বাড়াতে চাই না। এখনই চলে যাব আমি।' উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল ও, টের পেল দুলে উঠেছে সারা পৃথিবী। কেবিনের সবকিছু ঘুরছে ওর চারপাশে, এবং ও নিজেও। নেহাত অনিচ্ছাসত্ত্বেও বসে পড়তে বাধ্য হলো শেলবি, লজ্জিত এবং বিব্রত দৃষ্টিতে তাকাল ইন্ডিয়ানের দিকে।

চকটো ভাষায় স্বামীকে কি যেন বলল মহিলা, তারপর ঘরের কোণে একমাত্র বিছানার দিকে এগোল। ওটা ঠিকঠাক করল সে, ঘাসের ম্যাট্রেসের ওপর পরিষ্কার একটা বাফেলো রোব বিছিয়ে দিল। সিলিঙের কাছাকাছি তাক থেকে কম্বল নামিয়ে গুটিয়ে রাখল বিছানার একপাশে।

তারপর শেলবির কাছে এসে ওকে বিছানায় যেতে বলল।

'ফ্লেনারের লোক যদি এখানে আসে এবং আমাকে খুঁজে পায় তো বিপদে পড়বে তোমরা,' ক্লান্ত স্বরে বলল শেলবি। 'শুধু শুধু ঝামেলায় পড়বে তোমরা।'

'শুয়ে পড়ো,' দৃঢ় স্বরে বলল লোকটি। 'এখন তোমার দরকার বিশ্রাম। ফ্লেনারকে নিয়ে দুশ্চিন্তা কোরো না, ওর লোকজন যাতে তোমাকে দেখতে না পায় সেই ব্যবস্থা করব আমরা।'

'ধন্যবাদ, বন্ধু। তোমাদের উপকারের কথা আজীবন মনে রাখব আমি। ...চকটো বেন্ডে সাদা এক মহিলা আছে, ও ভেবেছে আমি হয়তো ফ্লেনারের হাতে বন্দী। নিজের জীবন বিপন্ন করে ওখানে গেছে ও। যেভাবে হোক ওকে উদ্ধার করতে হবে, বুঝতেই পারছ যাওয়া ছাড়া উপায় নেই আমার,' বললেও গলায় জোর পাচ্ছে না শেলবি, অবচেতন মনের তাড়া থেকে কথাগুলো বলছে। জানে না এদেরকে বলে কোন লাভ নেই, কেবল সহানুভূতি মিলতে পারে। 'ওকে যদি নিয়ে আসতে না পারি, মেয়েটির ক্ষতি করতে পারে ফ্লেনার, মেরেও ফেলতে পারে।'

'নিশ্চিন্ত থাকতে পারো, সাদা মানুষ। আমি নিজেই যাব চকটো বেন্ডে, সাদা মহিলাকে নিয়ে আসব তোমার কাছে।'

'মাথা খারাপ! সেধে বিপদে পড়তে চাইছ? তুমি বরং চীফ বিগ জনের কাছে যেতে পারো, ওকে বোলো যে লিটন জনকে মেরে ফেলার চেষ্টা করছে ফ্লেনার আর চকটো বেন্ডের ওই সাদা মহিলা লিটন জনের বন্ধু। বোলো পারলে যেন মহিলাকে চকটো বেন্ড থেকে নিয়ে আসে চীফ।'

জ্বলে উঠল ইন্ডিয়ানের চোখজোড়া। 'ফ্লেনার মেরে ফেলেছে ওকে?' কর্কশ স্বরে জানতে চাইল সে।

'না। গতরাতে লিটন জন আর আমাকে খুন করতে চেয়েছিল ও। সুযোগ পেয়ে পালিয়ে এসেছি আমরা। ফ্লেনারের করাল থেকে ঘোড়া নিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে যোগ দিয়েছি। টেক্সাসের লোক ওরা, গরুর পাল নিয়ে ক্যান্সাস যাচ্ছে। জোর করে ওদের পাল দখল করেছে ফ্লেনার। তো, স্ট্যাম্পিড করে সব গরু ছিনিয়ে নিয়েছি আমরা। পালের সঙ্গে আছে লিটন জন। চীফকে বোলো ওকে নিয়ে যেন দুশ্চিন্তা না করে। আমি নিজে চীফের কাছে পৌঁছে দেব ওকে। কিন্তু সবার আগে, ওই

সাদা মহিলাকে উদ্ধার করা দরকার।'

'এখনই চীফের কাছে যাচ্ছি আমি। তোমার কথা জানাব ওকে। তোমার কথায় পরিষ্কার হলো মিথ্যেই বলেছে ফ্রেনার। ওই ব্যাটা দাবি করেছিল সাদা এক লোক নাকি লিটন জনকে খুন করেছে।' উঠে দাঁড়াল চকটো, যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত।

'আমি ক্যাপ্টেন উইলিয়াম শেলবি,' পরিচয় দিল ও, চকটোর ভাললেশহীন মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। 'ওকে বোলো আমি লিটন জনের বন্ধু। ফিরে গিয়ে লিটন জনকে চীফের কাছে পৌঁছে দেব আমি। বন্ধু, সাদা ওই মহিলাকে যদি চকটো বেন্ড থেকে নিয়ে আসতে পারো, এমন উপহার দেব তোমাকে যে কয়েক বছর পায়ের ওপর পা তুলে কাটিয়ে দিতে পারবে।'

'উঁহুঁ, তোমার কাছ থেকে কিছুই নেব না আমি,' দরজার দিকে হাঁটতে শুরু করেও ফিরে তাকাল সে। 'মিশনারির যাজক বলেন: মানুষের উপকার করলে বিনিময়ে কিছু নিতে নেই, কারণ তাতে যীশুর উপহার থেকে বঞ্চিত হতে হয়। ...বেশ, বিশ্রাম নাও তুমি, সুস্থ হও। চীফের কাছে যাচ্ছি আমি, দেখি কতদূর কি করতে পারি।'

লোকটি বেরিয়ে যাওয়ার পর উঠে দাঁড়াল শেলবি, কিছুক্ষণ ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে শেষে বিছানার দিকে এগোল। টলে উঠল ও। ছুটে এসে ওকে ধরে ফেলল ইন্ডিয়ান মহিলা, তারপর বিছানায় শুয়ে পড়তে সাহায্য করল ওকে। পা থেকে বুট খুলে নিল মহিলা, বাফেলো রোব আর কম্বল চাপিয়ে দিল গায়ে। শোয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে গভীর ঘুমে তলিয়ে গেল শেলবি।

রাতে টানা ঘুমাল ও। প্রায় অচেতন অবস্থার মধ্যেও টের পেয়েছে অন্তত চারবার ওর ক্ষতের পরিচর্যা করেছে মহিলা। সকালে আধো ঘুম আধো জাগরণের মধ্যে ভরপেট খেয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়ল ও।

দুপুরে চকটো চীফের দু'জন কেরানি আর মিশনের ডাক্তার হিরাম হোয়াইট এল কেবিনে। কেরানিদের পুলিশ বলা হয় এখানে। প্রকৃতপক্ষে চীফের প্রতিনিধি এরা, এবং একইসঙ্গে স্বেচ্ছাসেবী–চকটোদের নিরাপত্তার স্বার্থে কাজ করে।

শেলবির ঘুম ভাঙাল মহিলা। জেগে উঠে নিখাদ বিস্ময় বোধ করল ও, ইন্ডিয়ান ঔষধ যাদুর মত কাজ দেখিয়েছে। ক্লান্তি বা অবসন্ন ভাব

তো নেইই, এমনকি বিকারগ্রস্ত অবস্থাও দূর হয়ে গেছে। কারও সাহায্য ছাড়াই উঠে বসতে পারল। চিন্তা করতে পারছে পরিষ্কার, চোখের দৃষ্টিও ঠিক আছে। ঝাপসা বা একাধিক জিনিস দেখছে না।

দুই পুলিশকে দেখল ও। ফেডারেল কোট আর টুপি বাদ দিলে সাধারণ পোশাকে আছে ওরা। ফায়ারপ্লেসের দু'পাশে দাঁড়ানো দু'জন, হাতে উইনচেস্টার, নল মাটির দিকে তাক করা। ঘরের একমাত্র চেয়ারে বসেছে ডাক্তার।

বিছানায় উঠে বসল শেলবি। টের পেয়েছে মাথায় নতুন ব্যান্ডেজ, দক্ষ এবং নিপুণ হাতে করা।

''তোমার ব্যান্ডেজ বাঁধার সময় ক্ষতটা দেখে আমার মনে হয়েছে,' ভরাট গলায় বলল ডাক্তার-কাম-যাজক। 'এই স্কুঅর প্রতি আজীবন কৃতজ্ঞ থাকতে হবে তোমার, ক্যাপ্টেন শেলবি। জখমটা সত্যি গুরুতর ছিল, কিন্তু হাহ্‌টিওয়াহ দারুণ কাজ দেখিয়েছে, ঠিক ওর বুনো ঔষধির মত। ...আমি এই দু'জনকে পরামর্শ দিয়েছি আগামীকাল পর্যন্ত যাতে তোমাকে বিশ্রাম নেয়ার সুযোগ দেয় ওরা।' দুই ইন্ডিয়ানের দিকে ফিরল সে, চকটো ভাষায় কি যেন বলল।

ডাক্তারের কথায় পরিষ্কার: চকটো চীফের বন্দী ও। কারণটা কি?

ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে কথা বলল একজন। 'একে চীফের কাছে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ পেয়েছি আমরা, ফাদার। ফ্লেনার বলছে লিটন জনকে খুন করেছে এই লোক। সত্যি যদি তাই হয়ে থাকে তো একে ঝুলিয়ে দেবে চীফ। ওর পাপের তালিকা আরও বড়, গতকাল ফ্লেনারের সব গরু চুরি করেছে সে। এসব গরু চকটো বেন্ডের জমি ব্যবহার করেছে, অথচ চুক্তি অনুযায়ী কর দিতে রাজি হয়নি এই লোক আর ওর বন্ধুরা।'

'বেশ তো, নিয়ে যাবে ওকে। কিন্তু আগে তো সুস্থ হোক,' শান্ত স্বরে বলল ডাক্তার। 'রাইড করতে পারবে না ও, অন্তত আজ। হয়তো কাল, বা পরেরদিন পারবে।'

'ড. হোয়াইট,' শান্ত স্বরে বলল শেলবি। 'শেষবার যখন লিটন জনকে দেখেছি, পূর্ণ সুস্থ এবং বহাল তবিয়তে ছিল ও। আমার খোঁজে এখানেও চলে আসতে পারে সে, যদি না ফ্লেনারের কোন ক্রু ওকে আগেই খুঁজে পেয়ে যায়। কি জানো, মিস স্টিফেন্সই বিপদে রয়েছে

এখন। একটা অনুরোধ করছি, ফাদার, তুমি কি দয়া করে চকটো বেন্ডে গিয়ে ওর সঙ্গে দেখা করবে একবার? আমি নিশ্চিত, ওকে আটকে রেখেছে ফ্লেনার। আমি নিজেই যেতে প্রস্তুত, যদি এরা সঙ্গে যায়...'

'তাড়াহুড়োর কিছু নেই, মি. শেলবি। মিস্ স্টিফেন্সের খোঁজ নিতে চকটো বেন্ডে গেছে সোসিটাহ্। খবর নিয়ে শিগ্‌গিরই ফিরে আসবে ও।' অভয়ের হাসি ফাদারের মুখে। 'দুঃখিত, বেশিক্ষণ থাকতে পারছি না। মিশনের হাসপাতালে অসুস্থ কয়েকটা বাচ্চা রয়েছে, আমাকে দরকার হবে ওদের। আজকের দিনটা বিশ্রাম নাও, আশা করি বিপদ কাটিয়ে উঠবে তুমি। বিদায়, ক্যাপ্টেন! যীশু তোমার মঙ্গল করুন!' পায়ের কাছে রাখা ব্যাগ তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেল সে, পিছু নিল এক পুলিশ।

অনড় দাঁড়িয়ে আছে অন্যজন, স্থির দৃষ্টিতে দেখছে শেলবিকে। হাহ্‌টিওয়াহর মধ্যে পুলিশের প্রতি চাপা অসন্তোষ আবিষ্কার করে বিস্মিত হলো শেলবি, তবে কিছুই বলল না সে। মাংস আর রুটি তৈরিতে ব্যস্ত।

গতকালের চেয়ে অনেক সুস্থ বোধ করছে ও। পকেটে হাত ঢোকাল পাইপ বের করার জন্যে, মনে পড়ল গতকাল সকালের পর আর ধূমপান করা হয়নি। হিপ পকেট হাতড়ে পাইপ খুঁজে পেলেও তামাক পেল না। হাহ্‌টিওয়াহর কাছে থাকতে পারে ভেবে জানতে চাইল।

স্মিত হেসে ঘরের কোণে চলে গেল মহিলা। তাক থেকে একটা পাত্র নামাল। পেঁয়াজ, রসুন, মসলা আর অন্যান্য টুকিটাকি জিনিসের সঙ্গে শুকনো তামাক পাতা রয়েছে পাত্রে। সোনালী রঙের পাতায় বাদামী ছোপ লেগেছে কিছুটা। একেবারে তাজা তামাক।

হাহ্‌টিওয়াহ কিছু তামাক পাতা দিল ওকে। ধন্যবাদ জানিয়ে পাতা গুঁড়ো করে পাইপে ভরল শেলবি। সন্তুষ্টির সঙ্গে পাইপ ধরাল। তারপর বিছানা ছেড়ে হালকা পায়ে দরজার দিকে এগোল, ঘুরে তাকাতে দেখল সন্দিহান দৃষ্টিতে ওকে দেখছে পুলিশটি।

এসময় ঘরে ঢুকল অন্যজন, ফাদারকে কিছু দূর এগিয়ে দিয়ে এসেছে।

'লিটন জুনকে খুঁজে বের করতে চাও তোমরা, তাই না?' আলাপী সুরে জানতে চাইল শেলবি। 'ইচ্ছে করলে খুঁজে বের করতে পারবে ওকে। স্ট্যাম্পিডের ট্র্যাক অনুসরণ করে চলে যেতে পারো একজন, এতক্ষণে বোধহয় রেড রীভার পেরিয়ে গেছে ওরা। হয়তো নদীর ধারে

পেয়ে যাবে ওদের। বাড়ির উদ্দেশে রওনা না দিয়ে থাকলে বার-কে আউটফিটের সঙ্গে পেয়ে যাবে লিটন জনকে, আসার পথে যদি ফ্লেনারের ক্রুদের সামনে পড়ে যায়···দেরি করা উচিত হবে না। বুঝেছ?'

'বুঝেছি,' নির্বিকার মুখে, নির্লিপ্ত স্বরে বলল ফায়ারপ্লেসের কাছে দাঁড়িয়ে থাকা চকটো পুলিশ। 'লিটন জনকে খুঁজতে যাব আমি। আমার ভাই থাকবে এখানে,' অন্যজনের দিকে ইঙ্গিত করল সে। 'সাদা মানুষ, পালানোর বা ঝামেলা করার চেষ্টা কোরো না, অস্ত্রে ওর নিশানা খুব ভাল। সামান্য বেতাল করলেই গুলি করবে ও, চীফও সেরকম নির্দেশ দিয়েছেন।' সামান্য ভ্রূকুটি করল সে, তারপর কেবিন থেকে বেরিয়ে গেল। সেকেন্ড কয়েক পরই ফিরে এল, হাহ্‌টিওয়াহের কাছে জানতে চাইল কিছু মাংস আর রুটি হবে কিনা। মহিলা ওকে রুটি-মাংস দিতে খুশি হয়ে চলে গেল সে।

সূর্যাস্তের সময় ফিরে এল সোসিটাহ্। ওর ঘোড়ার শব্দ শুনে দৌড়ে কেবিন থেকে বেরিয়ে গেল বাচ্চারা। সাদা বাচ্চাদের মত ঘরে ফেরা বাবাকে ঘিরে চেঁচামেচি করল না ওরা, বরং বাপ ঘোড়া থেকে নামার সময় ঘিরে দাঁড়াল ওরা। ফিক করে হেসে উঠল একেবারে ছোট বাচ্চাটা। বড় দু'জন পনিটাকে নিয়ে করালের দিকে চলে গেল।

কেবিনে ঢুকল সোসিটাহ্। ভেতরে এসে কারও দিকে তাকাল না সে, যেন আদপে কেউ নেই এখানে। ফায়ারপ্লেসের পাশে মেঝেয় আয়েশ করে বসল, স্ত্রী খাবার দিতে খেতে শুরু করল।

অখণ্ড নীরবতায় পেরিয়ে যাচ্ছে সময়। পুলিশ লোকটাও কথা বলছে না। চুপসে যাওয়া পেটের গতি করে মুখ মুছল সোসিটাহ্, তারপর পরিপূর্ণ দৃষ্টি মেলে প্রথমবারের মত তাকাল শেলবির দিকে, একইসঙ্গে কথাও বলল। 'ফ্লেনারের বড় ঘরে আছে তোমার মেয়েমানুষ। দু'জন সাদা মানুষ পাহারা দিচ্ছে ওকে। সাদা মহিলার সঙ্গে আমাকে কথা বলতে দেয়নি ওরা। বেন্ডে লোকজন কম দেখলাম। গরু উদ্ধার করার জন্যে লোকজন নিয়ে ফ্লেনার নিজেই বেরিয়ে গেছে।'

উঠে দাঁড়িয়েছিল শেলবি, ধীরে ধীরে বসে পড়ল বিছানায়। পালানোর ইচ্ছে গলা টিপে হত্যা করেছে। সোসিটাহ্ আসার সময় কিছুটা হলেও মনোযোগ সরে গিয়েছিল চকটো পুলিশের, চেয়ার তুলে লোকটার উদ্দেশে ছুঁড়ে মারার সুযোগ এসে গিয়েছিল ওর সামনে। কিন্তু

শেষ মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিয়েছে। দুটো কারণে: সোসিটাহ্‌র আনা খবর জানা দরকার, এবং পালিয়ে গেলে নতুন একটা অভিযোগ উঠবে ওর বিরুদ্ধে, এটা অন্তত অন্যগুলোর মত মিথ্যে হবে না।

'ধন্যবাদ, সোসিটাহ্। ফ্লেনার যদি গরু উদ্ধার করতে ব্যর্থ হয়, নিশ্চিত ভাবে বলা যায় ফিরে এসে মিস্ স্টিফেন্সের ক্ষতি করবে।' পালাক্রমে দু'জনকে দেখল ও, শেষে চকটো পুলিশের ওপর স্থির হলো দৃষ্টি। 'সৎ, বিবেচক মানুষ তোমরা। সোসিটাহ্ নিজেই দেখে এসেছে ইচ্ছের বিরুদ্ধে মহিলাকে আটকে রেখেছে ফ্লেনার। ওই মহিলা আমার বাগদত্তা। আমি চাই না ওর কোন ক্ষতি হোক। তোমরা যদি সাহায্য করো, তাহলে চকটো বেন্ড থেকে ওকে উদ্ধার করে নিয়ে আসব আমি।'

'অপেক্ষা করো, আগে আমার ভাই ফিরে আসুক,' উত্তরে বলল চকটো পুলিশ, মুখ ভাবলেশহীন।

'ততক্ষণে হয়তো ফিরে আসবে ফ্লেনার। ও ফিরে আসার আগেই মহিলাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসতে পারি আমরা। লোক কম থাকায় কাজটা সহজে করা যাবে। কথা দিচ্ছি, পালানোর চেষ্টা করব না আমি এবং মহিলাকে নিয়ে চীফের কাছে চলে যাব। আমাকে সাহায্য করার জন্যে প্রচুর উপহার দেব তোমাদের।'

চকটো ভাষায় পুলিশের উদ্দেশে কি যেন বলল সোসিটাহ্। কিন্তু মাথা নাড়ল সে। তর্ক শুরু হলো এবার, তারপর হঠাৎ চুপ হয়ে গেল দু'জনেই। নীরবতা নেমে এল কেবিনে। বিছানার ওপর বসে ছোট বাচ্চাটাকে দুধ খাওয়াচ্ছে হাহ্‌টিওয়াহ। এবার মুখ খুলল সে, স্বামীর চেয়ে দৃঢ়, কর্তৃত্বের স্বরে তর্ক করল পুলিশের সঙ্গে, এত দ্রুত কথা বলল যে কিছুই ধরতে পারল না শেলবি। দেখল বিব্রত হয়ে গেছে চকটো পুলিশ, ছোট করে মাথা ঝাঁকাল সে।

সরু চোখে শেলবির দিকে তাকাল সে, একটু আগের বন্ধুত্বসুলভ চাহনি উধাও হয়ে গেছে। উত্তরে স্মিত হাসল শেলবি, স্পষ্ট বুঝতে পারছে হাহ্‌টিওয়াহও প্রভাবিত করতে পারেনি লোকটাকে।

বাইরে খুরের শব্দ হতে উঠে দাঁড়াল সোসিটাহ্। দ্রুত ওকে অনুসরণ করল চকটো পুলিশ। দরজায় দাঁড়িয়ে থাকল দু'জন। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল শেলবি, দরজার দিকে এগোল কয়েক পা। দু'জনের কাঁধের ওপর দিয়ে ট্রেইলে তিন ঘোড়সওয়ারকে দেখতে পেল, দ্রুত এগিয়ে

আসছে লোকগুলো। বিরক্ত স্বরে স্বামীর উদ্দেশে কি যেন বলল হাহ্‌টিওয়াহ।

হঠাৎ ফিরে তাকিয়ে শেলবির চোখে চোখ রাখল পুলিশ লোকটা। 'তুমি যদি প্রতিশ্রুতি দাও যে চীফের কাছে যাবে, তাহলে অস্ত্র দিতে পারি তোমাকে।'

সঙ্গে সঙ্গে মাথা ঝাঁকাল ও।

কোমর থেকে হোলস্টার আর গানবেল্ট খুলে ওর দিকে এগিয়ে দিল চকটো। সেগুলো নিয়ে কেবিনের ভেতরে সরে এল শেলবি, সতর্ক যাতে অচেনা রাইডাররা বাইরে থেকে ওকে দেখতে না পায়, দ্রুত হাতে গানবেল্ট জড়াল কোমরে।

'উঁহুঁ, গোলাগুলি চলবে না এখানে!' নিচু কিন্তু দৃঢ় স্বরে ঘোষণা করল সোসিটাহ্। 'আমার বউ বা বাচ্চারা আঘাত পেতে পারে। তুমি চলে যাও, সাদা মানুষ্। হাহ্‌টিওয়াহ তোমাকে পথ দেখিয়ে দেবে।'

পাশে কারও সাড়া পেয়ে ফিরে তাকাল শেলবি। হাহ্‌টিওয়াহ। কোলের বাচ্চাকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে ওকে অনুসরণ করার ইঙ্গিত করল স্কুঅ, তারপর কেবিনের কোণের দরজা দিয়ে পাশের কামরায় উধাও হয়ে গেল।

অনুসরণ করল শেলবি। আবছা অন্ধকার এই কামরায়। তাছাড়া সন্ধে হয়ে গেছে প্রায়। প্রথমে কিছুই চোখে পড়ল না ওর, অনুভব করল ওর হাত ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে মহিলা। নিচু হয়ে কাঠের তৈরি ছয় ফুট লম্বা একটা ঢাকনা তুলে ধরল। এতক্ষণ মেঝের অংশ বলে মনে হচ্ছিল এটাকে।

অন্ধকারে চোখ সয়ে এসেছে ওর। চৌকো পথে আবছা অন্ধকার দেখতে পেল। হাহ্‌টিওয়াহ ইঙ্গিত করতে চার হাত-পা মাটিতে ফেলে হাঁটু গেড়ে বসল, ঠাণ্ডা মাটির স্পর্শে কোন কারণ ছাড়াই শিউরে উঠল। চারপাশে তাকাতে ডান দিকে কিছু দূরে চৌকো কাঠামোর মাঝখানে পাহাড়ের কিছু অংশ আর কয়েকটা গাছ চোখে পড়ল।

'করালে আছে তোমার ঘোড়া,' ডানে ইঙ্গিত করল হাহ্‌টিওয়াহ।

ঘুরে কিছু বলতে চেয়েছিল শেলবি, জানে মুখে বললে কৃতজ্ঞতার সবটা বোঝানো সম্ভব হবে না। এই ঋণ কখনও শোধ হওয়ার নয়। নিঃস্বার্থ ভাবে ওর প্রাণ বাঁচিয়েছে এরা।

ঠোঁটে আঙুল ঠেকিয়ে বাধা দিল মহিলা, তাগাদা দিল ওকে। শেলবির মত সেও বুঝতে পেরেছে ফ্লেনারের তিন ক্রুকে বেশিক্ষণ আটকে রাখতে পারবে না সোসিটাহ্ বা চকটো পুলিশ। বরং জোরাজুরি করতে গেলে ওরা নিজেরাই বিপদে পড়ে যাবে।

বসে পড়ল শেলবি। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার সুযোগ পরেও পাওয়া যাবে, ভাবল ও, আগে নিরাপদে পালিয়ে যেতে পারলে হয়। হাঁটু মুড়ে ঠাণ্ডা মাটির ওপর বসে পড়ল, টের পেল মাথার ওপর কাঠের ঢাকনা নামিয়ে দিয়েছে হাহ্টিওয়াহ। মৃদু শব্দে জায়গামত বসে গেল ফল্স-ফ্রন্টের মেঝে। একরাশ অন্ধকার ছেঁকে ধরল ওকে।

চার হাত-পা ব্যবহার করে চৌকো কাঠামোর দিকে এগোল ও। মিনিট কয়েক পর বেরিয়ে এল খোলা জায়গায়। কুকুরের চিৎকার কানে এল, সম্ভবত তিন অতিথিকে ছেঁকে ধরেছে চারপেয়ে জন্তুগুলো। কানে এল গম্ভীর স্বরে তিন অতিথিকে সম্ভাষণ জানাচ্ছে সোসিটাহ্, কি বলছে তা শোনার চেষ্টা করল না শেলবি, বরং নিঃশব্দ পায়ে ছুটল করালের দিকে।

এক চিলতে জায়গার পর, দশ গজ দূরে বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘেরা ছোট্ট করাল। দৌড়ে দূরত্বটুকু পেরিয়ে গেল ও, দূর থেকে ভেতরে মাসট্যাঙটাকে দেখতে পেল। বিশ্রাম, খাবার আর যত্ন যাদুর মত কাজ দেখিয়েছে। টগবগে, সতেজ দেখাচ্ছে ওটাকে।

একপাশে দেয়ালে আটকানো কাঠের আঙটার সঙ্গে স্যাডল-ব্রিডল আর কম্বল ঝোলানো। দ্রুত হাতে ঘোড়ার পিঠে সাজ পরাল শেলবি, লাগাম ধরে বাইরে নিয়ে এল মাসট্যাঙকে। করালের দরজা বন্ধ করে এগোল পাহাড়ী ঢালের দিকে। একবার ইচ্ছে হয়েছে খোলা পিস্তল হাতে ঘুরপথে কেবিনের সামনে চলে যায়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে চিন্তাটা বাতিল করে দিয়েছে; তাহলে সোসিটাহ্ আর ওর পরিবারের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়। নিশ্চই ওর উপস্থিতির কথা অস্বীকার করবে সোসিটাহ্, তাকে মিথ্যুক প্রমাণ করা ঠিক হবে না।

সূর্যের শেষ শিখায় আলোকিত হয়ে উঠেছে পাহাড়ের চূড়া। আবছা অন্ধকার নেমে আসছে চরাচরে। কেবিন থেকে মাইল খানেক হেঁটে এগোল ও। কেউ পিছু নেয়নি দেখে মোটামুটি নিশ্চিন্ত। স্বস্তির বিষয়, গোলাগুলির কোন শব্দ কানে আসেনি, তারমানে তিন ক্রুকে নির্ঝঞ্ঝাটে

বিদায় করতে পেরেছে সোসিটাহ্।

তৃণভূমি ধরে দক্ষিণ-পুবে এগোল ও। হিক্যারি ক্রীকের দুই শাখার সংযোগস্থলে এসে থামল কিছুক্ষণের জন্যে। দু'দিন আগে এ পথে পশ্চিমে গিয়েছিল ও আর লিটন জন। ট্রেইলে ট্র্যাক পড়ে আছে। এগোতে অসুবিধে হলো না। ইতোমধ্যে প্রায় অন্ধকার হয়ে গেছে, কয়েকশো গজ এগোনোর পর আর ট্র্যাক দেখতে পেল না। তবে এ নিয়ে দুশ্চিন্তা করছে না, কারণ পরিচিত একটা পথ খুঁজে পেয়েছে যেটা ধরে অনায়াসে চকটো বেন্ডে পৌঁছতে পারবে।

প্রায় মাঝরাতের দিকে চকটো বেন্ডের কাছাকাছি পৌঁছল ও। একশো গজ দূরে বনের কিনারে ঘোড়া রেখে পায়ে হেঁটে এগোল করালের দিকে। করালে মাত্র ছয়টা ঘোড়া দেখে নিশ্চিন্ত বোধ করল। দৃশ্যত, এখনও ফিরে আসেনি ফ্রেনার।

ছয়টা ঘোড়ার একটা হঠাৎ তীক্ষ্ণ হ্রেষাধ্বনি করে উঠল, কোণে নড়ে উঠল গাঢ় একটা ছায়া। দলের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল ঘোড়াটা, সামনে এসে ওর কাঁধে গুঁতো মেরে উল্লাস প্রকাশ করল কালো রোয়ান।

নিজের প্রিয় ঘোড়াকে দেখে যুগপৎ বিস্মিত এবং চমৎকৃত হলো শেলবি। যদিও চকটো বেন্ডের করালে ঘোড়াটার উপস্থিতিতে বিস্ময়ের কিছু নেই। বোবা প্রাণীটার উচ্ছ্বাস অনুভব করল, ভেলভেটের মত মসৃণ চোয়াল দিয়ে ওর গাল ঘষছে ঘোড়াটা। আনন্দে ওটার গলা জড়িয়ে ধরল শেলবি। কেশরে মৃদু টান মেরে আদর করল, বরাবর যা করে।

চকটো বেন্ডে আসার উদ্দেশ্য মনে পড়তে উচ্ছ্বাস আর আবেগ দমন করল ও। স্যাডল আর অন্যান্য জিনিসপত্র খুঁজে পেতে সমস্যা হলো না। রোয়ানের পিঠে স্যাডল চাপাল, তারপর লাগাম ধরে ওটাকে নিয়ে বনের কিনারে চলে এল।

আবছা অন্ধকারে ভূতুড়ে দেখাচ্ছে কেবিনগুলোকে। কোথাও কোন বাতি জ্বলছে না। চারপাশে নিঃসীম নীরবতা। অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে চকটো বেন্ড যেন কোন পরিত্যক্ত বসতি। বাররুম হয়ে ফ্রেনারের কোয়ার্টারের দিকে এগোল শেলবি। সোসিটাহ্র কথা মত, এখানেই আছে সুসান। দু'জন লোক পাহারা দিচ্ছে ওকে, সম্ভবত জুজুও থাকবে।

নিঃশব্দে সিঁড়ির ধাপ টপকে দোতলায় উঠে এল ও। ডান হাতে পিস্তল চলে এসেছে, অন্য হাতে দরজার নবের খোঁজে হাতড়াতে শুরু

করল। অন্ধকারে ঠাওর করতে পারছে না ঠিক কোথায় ওটার অবস্থান। এক পা এক পা করে পাশে সরল ও, দেয়াল হাতড়ে চলেছে।

তখন নরম কিছুতে পড়ল হাত। অস্ফুট স্বরে বিস্ময় প্রকাশ করল কেউ। শেলবি আন্দাজ করল ঘুমন্ত কোন লোকের মুখে পড়েছে ওর হাত। চমকটা দ্রুত কাটিয়ে উঠল, শিরদাঁড়া বেয়ে চলে যাওয়া শীতল অনুভূতিকে পাত্তা দিল না। বিড়বিড় করে কিছু বলল ঘুমন্ত গার্ড, কিছুই বোধগম্য হলো না। নড়াচড়ার শব্দে ঝুঝল উঠে দাঁড়িয়েছে লোকটা।

গার্ডের শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শুনে অবস্থান আঁচ করল শেলবি, তারপর আন্দাজের ওপর পিস্তলের ব্যারেল চালাল লোকটার মাথা বরাবর। বাঁটের সঙ্গে খুলির সংঘর্ষের ভোঁতা শব্দ হলো, অস্ফুট স্বরে যন্ত্রণা প্রকাশ করল লোকটা। ভারী শব্দে মেঝেয় ঢলে পড়ল অচেতন গার্ড।

সঙ্গে দেয়াশলাই নেই ওর। ঝুঁকে অজ্ঞান গার্ডের মাথা আর গলা খুঁজে পেল ও, নিশ্চিত হওয়ার জন্যে ধমনী পরখ করল। বেঁচে আছে লোকটা। ঘন কোঁকড়ানো চুল হাতে ঠেকেছে ওর, তারমানে লোকটা সম্ভবত জুজু। তাহলে অন্য দুই গার্ড কোথায়?

জুজুর অজ্ঞান শরীরে তল্লাশি চালাল ও, আশা করছে পকেটে চাবি বা দেয়াশলাই পেয়ে যাবে। তেমন কিছু না পেলেও একটা .৪৫ কোল্ট পেল ট্রাউজারের ডান পকেটে।

চাবি নেই যখন, অগত্যা হাতড়ে দরজার নব খুঁজে নিল শেলবি, মোচড় দিল। দরজা খুলে যেতে কিঞ্চিৎ বিস্মিত হলো। জুজুর পিস্তল বেল্টের ভেতরে গুঁজে নিয়েছে। যদ্দূর মনে আছে, জ্যাক ফ্লেনারের অফিসরুম এটা, বাম দিকে দেয়ালের কাছাকাছি একটা কৌচ থাকার কথা। জুজুর হাত ধরে তাকে টেনে ভেতরে ঢোকাল, তারপর কৌচ থেকে চাদর তুলে বাঁধতে গেল নিগ্রোকে। ইতোমধ্যে জ্ঞান ফিরে পেয়েছে সাবেক দাস, বিড়বিড় করে বলল কি যেন।

'শুনতে পাচ্ছ, জুজু?' চাপা স্বরে জানতে চাইল শেলবি।

'হ্যাঁ···ইয়েসাহ্···ওহ্, আমার মাথার কি হলো!' আর্তনাদের মত শোনাল নিগ্রোর কণ্ঠ। দু'হাতে মাথা চেপে ধরেছে। 'তুমি কে, মিস্টাহ্? আমাকে কি করেছ?'

'মন দিয়ে আমার কথা শোনো, জুজু,' শান্ত স্বরে বলল শেলবি।

'আমার কথা না শুনলে কপালে সত্যি খারাবি আছে তোমার। বেঁচে থাকতে চাও তো?'

'ওহ্, মাসাহ্ উইল···ক্যাপ্টেন শেলবি! ইয়েসাহ্, ক্যাপ্টেন, অবশ্যই বাঁচতে চাই। শয়তান নিশ্চই ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছিল আমাকে আর এ সুযোগে চলে এসেছ তুমি!'

'সুসান কোথায়?'

'তুমি কি মিসিকে নিয়ে যেতে এসেছ? ওহ্, মাসাহ্ উইল, ওকে যদি নিয়ে যাও আমাকে আস্ত রাখবে না মাসাহ্ ফ্লেনার! প্লীজ···'

'জুজু, তামাশা করতে আসিনি আমি!' শীতল কণ্ঠে বাধা দিল শেলবি, একইসঙ্গে পিস্তল চেপে ধরল নিগ্রোর কণ্ঠনালীতে। জানে দ্রুত কাজ সারতে হলে কঠিন হতে হবে ওকে। 'কোথায় আছে ও? বলো! দেরি করলে দোজখের আগুন দেখতে পাবে! উঠে দাঁড়াও, সুসানের কাছে নিয়ে চলো আমাকে!' বলে শার্টের কলার ধরে নিগ্রোকে টেনে দাঁড় করিয়ে দিল ও, পিঠে পিস্তলের মাজল চেপে ধরে তাগাদা দিল। 'জলদি! সামান্য চালাকি করেছ তো পিঠ গুঁড়িয়ে দেব তোমার!'

'বেশ,' নিস্তেজ স্বরে সম্মতি জানাল সে, স্খলিত পায়ে এগোল। দু'হাতে মাথা চেপে ধরে আছে এখনও। 'একেবারে শেষের রূমে আছে মিসি। তবে···দরজা খুলতে পারব না আমি, কারণ ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে মিসি। চাবিটা আর একটা পিস্তলও আছে ওর কাছে। মাসাহ্ ফ্লেনারও পিস্তলটা নিতে পারেনি। মিসি হুমকি দিয়েছে কেউ দরজা খোলার চেষ্টা করলে গুলি করে মাথা উড়িয়ে দেবে। দারুণ খেপে আছে মিসি, ওকে না ঘাঁটানোই ভাল, ক্যাপ্টেন!'

'তোমার কাছে পরামর্শ চাইনি, জুজু। জলদি ওই রূমের কাছে নিয়ে চলো আমাকে, নইলে জীবনেও আর কাউকে পরামর্শ দেয়ার সুযোগ পাবে না।' পিস্তলের নলের খোঁচায় নিগ্রোকে দ্রুত এগোতে বাধ্য করল ও।

চাপা স্বরে কাতরে উঠল সে, বিস্ময় নাকি হতাশা প্রকাশ করল বোঝা গেল না। সঙ্কীর্ণ করিডর ধরে পা চালাল। বামে বাঁক নিয়ে আরেক করিডরে চলে এল ওরা, দুটো কামরা ফেলে একেবারে শেষে এসে উপস্থিত হলো। হঠাৎ করেই থামল সে, তাল সামলাতে না পেরে নিগ্রোর পিঠের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল শেলবি।

'এই যে, এই কামরা,' কাঁপা স্বরে বলল জুজু। 'ভেতরে আছে মিসি।'

চোখ কুঁচকে তাকাল শেলবি, এত অন্ধকার যে প্রায় কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। চোখ সয়ে আসতে, একটু পর দরজার একটা কাঠামো দেখতে পেল। কোল্টের নল দিয়ে মৃদু নক্ করল ও, সুসানের নাম ধরে ডাকল।

'সত্যিই তুমি, উইল!?' উদ্বিগ্ন স্বরে ভেতর থেকে জানতে চাইল সুসান স্টিফেন্স।

'দরজা খোলো, সু। ফ্লেনার ফিরে আসার আগেই বেরিয়ে যেতে হবে!'

দরজায় চাবি ঘুরানোর শব্দ হলো, এরপর শেকল সরানোর এবং বোল্ট নামানোর মৃদু আওয়াজ শোনা গেল। দরজার পাল্লা সরে যেতে চৌকো আলো ঝাঁপিয়ে পড়ল ওদের ওপর। চোখ কুঁচকে তাকাল শেলবি। চোখ সয়ে আসতে পরিচ্ছন্ন গোছানো একটা কামরার কিছু অংশ চোখে পড়ল। দরজার একটু ভেতরে দাঁড়িয়ে আছে সুসান, নীল একটা রোব ওর পরনে। হাতে .৩৮ রিভলবার। শেলবি আর জুজুর ওপর স্থির হলো ওর দৃষ্টি।

মেয়েটির অনুপম সৌন্দর্য নয়, বরং গভীর কালো চোখে উদ্বেগ দেখতে পেয়ে ভাল লাগল শেলবির। ঠেলে জুজুকে ভেতরে ঢুকিয়ে দিল ও, উল্টোদিকের দেয়ালের দিকে মুখ করে শুয়ে পড়ার নির্দেশ দিল। হোলস্টারে পিস্তল ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল ও, তারপর ফিরল সুসানের দিকে।

'জিনিসপত্র গুছিয়ে নাও। দ্রুত বেরিয়ে পড়তে হবে আমাদের। ঘোড়া তৈরি করে রেখে এসেছি আমি।'

'আমি মনে করেছিলাম ফ্লেনার ফিরে এসেছে,' স্বস্তি প্রকাশ পেল সুসানের কণ্ঠে। 'ও বলেছিল মাঝরাতের মধ্যে ফিরবে।' শেলবির ব্যান্ডেজে স্থির হলো ওর দৃষ্টি, উদ্বেগ ফুটে উঠল চোখে।

'জলদি, সু!'

পুরুষ্টু ঠোঁটজোড়া চেপে বসল পরস্পরের সঙ্গে, এত জোরে যে ফ্যাকাসে হয়ে গেল। সহসাই পানি চিকচিক করে উঠল সুসানের চোখে। দু'পা এগিয়ে এল ও, দৃষ্টি শেলবির ব্যান্ডেজের ওপর সেঁটে আছে

এখনও। সামনে এসে বাম তুলে ব্যান্ডেজে আঙুল ছোঁয়াল, ধীরে ধীরে নেমে এল হাতটা, শেলবির গালের অমসৃণ ত্বক ছুঁ'ল।

কিছুটা হলেও স্বস্তি বোধ করল শেলবি। শুনেছে ডান বাহুতে গুলি লেগেছে সুসানের। জখমটা বোধহয় মারাত্মক কিছু নয়, নইলে হাতটা ব্যবহার করতে পারত না। অবশ্য হাতটা দেহের পাশে পড়ে আছে এখন, পিস্তলটাও মুঠিতে ধরা। বাস্তবে, হাতে নয় বরং সুসান স্টিফেন্সের সামগ্রিক উপস্থিতির মধ্যে আড়ষ্টতা, অসহায়ত্ব আর হতাশার প্রবাহ লক্ষ করল ও। কারণটা কি? সবকিছু ছাড়িয়ে, অশ্রুসিক্ত চোখ কিংবা চেপে বসা ফ্যাকাসে ঠোঁটজোড়ার পরও মেয়েটি ওর কাছে পৃথিবীর সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিতা এবং সুন্দরী নারী।

সুসানের প্রতি চিরাচরিত এবং অতি পুরানো অদম্য আকর্ষণ বোধ করল ও। এগিয়ে গিয়ে দু'হাতে বেষ্টন করল মেয়েটিকে। পুরুষ্টু কোমল অধরে চেপে বসল ওর ঠোঁট। প্রথমে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল সুসান, শেষে আত্মসমর্পণ করল।

গভীর ভালবাসা আর অনুরাগ নিয়ে আত্মবিশ্বাসী একজন পুরুষের চুমু ফিরিয়ে দিল সুসান, তারপর কিছুটা সরে গেল, তবে পরস্পরের ঘনিষ্ঠ উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতন ওরা। চোখ তুলে তাকাতে দেখতে পেল ভুরু কুঁচকে ওর অশ্রুসিক্ত বেদনার্ত চোখের দিকে তাকিয়ে আছে পুরুষটি।

'পুব থেকে চলে আসার পর মনে হয়েছিল তোমাকে ভুলে যেতে পারব,' নিচু স্বরে স্বীকার করল শেলবি। 'হয়তো অন্য কোন মেয়ে আসবে আমার জীবনে। কিন্তু হয়নি···ছয় বছর আগে অ্যালাবামা থেকে যেটুকু আবেগ নিয়ে এসেছি, সেটুকুই রয়ে গেছে এখনও। তোমাকে ছাড়া অন্য কেউ নেই আমার জীবনে, কাউকে চাইও না!' থেমে বুক ভরে শ্বাস নিল ও, জানে ওর স্বীকারোক্তি শুনতে চায়নি সুসান, তবে এটা পাওনা মেয়েটির। 'সবকিছু গুছিয়ে নাও। তাড়াতাড়ি!'

'তোমার জখমটা কি মারাত্মক?' ফের ব্যান্ডেজের ওপর স্থির হলো সুসানের দৃষ্টি।

'আরে নাহ্!। কি ব্যাপার, দেরি করছ কেন? ভাবছি ফোর্ট রিংগোল্ডে যাব প্রথমে, তুমি চাইলে ওখানেই বিয়ে সেরে ফেলব। ওয়েলিংটনের ব্যাংকে বিশ হাজারের মত আছে আমার, টেক্সাসে তারচেয়েও বেশি

আছে। আর বড়সড় একটা বাথান তো আছেই। তোমাকে ছেড়ে এসে টাকা কম কামাইনি,' ম্লান হাসল শেলবি। 'র‍্যাঞ্চ বেচে দিয়ে অ্যালাবামায় ফিরে যাব আমরা, প্ল্যান্টেশনের কাজ শুরু করব আবার। আচ্ছা, তোমার বাহুর চোটটা কেমন? রাইড করতে পারবে তো?'

মেঝেয় খসে পড়ল পিস্তল। মেয়েটির চোখে জল উপচে পড়তে দেখল শেলবি। 'অনেক দেরি হয়ে গেছে, উইল!' কাঁপা স্বরে বলল সুসান। 'ফ্লেনারের সঙ্গে রফা করেছি আমি। মানছি সেটা ঠিক হয়নি, কিংবা আমাদের কারও জন্যেই সুখকর হবে না। কিন্তু এছাড়া কোন উপায় ছিল না আমার। ···ওকে আমি কথা দিয়েছি, উইল। ওর নিজের কিছু গরু আছে, ওগুলো নিয়ে ওয়েলিংটন গেছে। ফিরে এলেই ওয়েলিংটনে গিয়ে বিয়ে করব আমরা, তারপর অ্যালাবামায় ফিরে যাব।'

স্থির দাঁড়িয়ে আছে শেলবি, মাথায় আকাশ ভেঙে পড়লেও বোধহয় এতটা বিহ্বল বা বিস্মিত হত না। কথা বলার চেষ্টা করল ও, কিন্তু গলায় জোর পাচ্ছে না। শুকনো খটখটে হয়ে গেছে জিভ। শেষে, অনেকক্ষণ পরে, ঢোক গিলে গলা ভিজিয়ে নিল ও, শুকনো তিক্ত কণ্ঠে জানতে চাইল: 'তুমি কি ওকে ভালবাসো, সু?'

'ও ফিরে আসার আগেই চলে যাওয়া উচিত তোমার, উইল। তাছাড়া, ক্রুদের অনেকেই তোমাকে দেখতে পেলে···ফিরে গিয়ে টিলিকে আমার কাছে পাঠানোর ব্যবস্থা করো। যদি ফ্লেনারের সাথে দেখা হয়ে যায়, মাথা গরম করে পিস্তলে হাত দিয়ো না। বাধ্য না হলে তোমার কোন ক্ষতি করবে না ও, আমাকে কথা দিয়েছে। পরে কি হবে জানি না, কিন্তু এখন অন্তত প্রতিশ্রুতি রাখবে সে। দয়া করে ওকে বা ওর কোন ক্রুকে সুযোগ দিয়ো না, উইল, সামান্য অজুহাত পেলেই তোমাকে খুন করবে ওরা।'

এটাই তাহলে রফার শর্ত। শেলবির মৃত্যু পরোয়ানা তুলে নেওয়ার বিনিময়ে সুসানের সঙ্গে বিয়ের চুক্তি। নিজের মধ্যে অক্ষম রাগ আর ক্ষোভ আবিষ্কার করল শেলবি, খেপে গিয়ে সুসানের দুই কাঁধ ধরে ঝাঁকাল। 'আমার প্রশ্নের উত্তর দাও, সু!' কর্কশ স্বরে জানতে চাইল ও। 'তুমি ওকে ভালবাসো?'

'প্লীজ, চলে যাও তুমি, উইল!' অনুনয় ঝরে পড়ল সুসানের কণ্ঠে, কিন্তু চোখ তুলে সরাসরি তাকাল না শেলবির দিকে। 'বিশ্বাস করতে

পারবে না সব গরু হারিয়ে তোমার ওপর কতটা খেপে গিয়েছিল ফ্লেনার! আমার ভয় হচ্ছে···শুনেছ, খুরের শব্দ? ওহ্, খোদা! আসছে ও! বেরোও, উইল, ফ্লেনার অফিসরুমে ঢুকে বাতি জ্বালানোর আগেই বেরিয়ে যেতে পারবে।'

'গোল্লায় যাক সে! আমার কথার উত্তর দিচ্ছ না কেন? তুমি কি ওকে ভালবাসো?' তৃতীয়বারের মত জানতে চাইল ও।

মুহূর্ত কয়েক অস্বস্তিকর নীরবতার মধ্যে কেটে গেল। তারপর ধীরে ধীরে ওর দিকে ফিরল সুসান। মুখ ফুটে বলতে হলো না, গভীর কালো চোখের বেদনা আর হতাশাই যথেষ্ট।

অক্ষম রাগ আর হতাশায় ঘুরে দাঁড়াল শেলবি।

'জুজু? কোথায় গেলে?' করিডরে জ্যাক ফ্লেনারের চড়া কণ্ঠ শোনা গেল ঠিক এসময়।

নয়

তড়াক করে উঠে দাঁড়াল সাবেক দাস, বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকাল শেলবির দিকে। কিছু একটা বলতে চেয়েছিল সে, কিন্তু শেলবির চোখে কঠিন চাহনি দেখে নিজেকে সংবরণ করে নিল। চকিত চাহনিতে দেখে নিল ওর হোলস্টারে রাখা কোল্টটা।

জ্যাক ফ্লেনারের কণ্ঠ শোনা গেল আবার। 'কোথায় গেলি, হারামখেকো নিগ্রো?' অধৈর্য হয়ে উঠেছে চকটো বেন্ডের বস্। পায়ের শব্দে বোঝা গেল সুসানের কামরার দিকে আসছে। 'সুসান? জেগে আছ নাকি? জুজু কোথায়, জানো?'

দুনিয়ার আতঙ্ক ভর করেছে নিগ্রোর চোখে-মুখে। 'আমাকে এখানে দেখতে পেলে নির্ঘাত খুন করবে মাসাহ্ ফ্লেনার!' ফিসফিস করে শঙ্কা প্রকাশ করল সে।

চোখের ইশারায় তাকে চুপ থাকার নির্দেশ দিল শেলবি। এদিকে

দরজার দিকে এগিয়েছে সুসান, পাল্লা সরিয়ে কিছুটা পিছিয়ে এল, এমন ভাবে দাঁড়াল যাতে ওর কারণে কামরার ভেতরটা ফ্লেনারের চোখে না পড়ে, সুতরাং শেলবিকেও দেখতে পাবে না সে। দৃঢ় ভঙ্গিতে দাঁড়িয়েছে মেয়েটি, মেঝে থেকে পিস্তলটা কুড়িয়ে তুলে নিয়েছে আবার।

কিন্তু ফ্লেনারের অনুসন্ধানী দৃষ্টিকে ফাঁকি দেওয়া সম্ভব হলো না। অবশ্য লুকিয়ে থাকারও ইচ্ছে নেই শেলবির। দু'পা সরে এসে দরজার মুখোমুখি হলো, চোখের কোণ দিয়ে দেখতে পেল উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে চকটো বেন্ডের বস্-কে দেখছে সুসান, চোখে চাপা অস্বস্তি আর শঙ্কা।

কিছু বলতে মুখ খুলেছিল জ্যাক ফ্লেনার, শেলবিকে দেখে হাঁ হয়ে গেল। ধীরে ধীরে চেপে রাখা নিঃশ্বাস ছাড়ল। ডান হাত চলে গিয়েছিল হোলস্টারে, স্থির থাকল সেকেন্ড খানেক, তারপর হাল ছেড়ে দেয়ার ভঙ্গিতে হাত সরিয়ে নিল সে। এদিকে নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছে শেলবি, সতর্ক এবং তৈরি। হোলস্টারের কাছাকাছি চলে গেছে ওর হাত।

'উইলকে আমাদের রফার কথা বলেছি, জ্যাক,' দ্রুত বলে উঠল সুসান। 'তুমি চাও না বা অপছন্দ করবে এমন কিছু করবে না ও।'

'এমন কোন প্রতিশ্রুতি দেইনি আমি, সু!' তীক্ষ্ণ স্বরে প্রতিবাদ করল শেলবি, বিরক্ত। মুহূর্তের জন্যেও ফ্লেনারের ওপর থেকে চোখ সরাচ্ছে না। 'পিস্তল বের করার জন্যে ওর হাত নিশপিশ করছে। বেশ তো, জ্যাক, ইচ্ছে হলে ড্র করতে পারো। আপত্তি নেই আমার।'

সরু চোখে দশ গজ দূরে দাঁড়িয়ে থাকা আত্মবিশ্বাসী শত্রুকে দেখল ফ্লেনার। সচল হয়ে উঠেছে ওর মস্তিষ্ক, পরিস্থিতি আর সম্ভাবনার বিপরীতে ঝুঁকির চুলচেরা হিসেব সেরে ফেলল মুহূর্তের মধ্যে। সিদ্ধান্ত নেয়া মাত্র সামলে নিল নিজেকে। ভয় পায়নি সে, তবে পিছিয়ে যাওয়ার কারণ ভিন্ন। জীবনে বহুবার মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে, জানে কোন্‌টা সত্যিকার হুমকি।

বাঁচতে চায় সে, জীবনকে উপভোগ করতে চায়। সামনে দাঁড়ানো লোকটিকে পরাজিত করার আনন্দ ওর জীবনের একমাত্র সাধনা। নিজের বুদ্ধি আর কৌশলের ওপর আস্থা আছে ওর, জানে শেষপর্যন্ত হারাতে পারবে শেলবিকে। ইতোমধ্যে সুসান স্টিফেন্সকে প্রায় হাতের মুঠোর ভেতর পুরে ফেলেছে। তাহলে শুধু শুধু ঝুঁকি নেবে কেন? জয় যেখানে সুনিশ্চিত, অযথা ঝুঁকি নেয়ার কোন মানে হয় না। এখন পর্যন্ত

আসল লড়াইয়ে সে-ই জয়ী হয়েছে, এবং শেষপর্যন্ত ভরাডুবি হবে শেলবির। সুসান স্টিফেন্সকে নিয়ে অ্যালাবামায় ফিরে যাবে সে, ক্যাপ্টেন শেলবিকে সে-দৃশ্য কেবল তাকিয়ে দেখতে হবে! প্রতিদ্বন্দ্বীকে হতাশায় পোড়ানোর এ তৃপ্তির চেয়ে সুখকর জিনিস আর কি আছে?

দরজার সাথে হেলান দিয়ে দাঁড়াল ফ্লেনার, স্মিত হাসল চিরশত্রুর উদ্দেশে। 'কেন তোমাকে খুন করব, ক্যাপ্টেন? উঁহুঁ, ড্র করার ইচ্ছে নেই আমার। আমি এমনকি চাইও না তোমার ক্ষতি করুক কেউ। তাহলে আমাদের বিয়ের আসরে সেকেন্ডম্যান হবে কে? নিজে সুসানকে আমার হাতে সঁপে দেবে তুমি! আহ্, দারুণ উপলক্ষ হবে! আজীবন মুহূর্তটা মনে রাখব আমরা।

'ওয়েলিংটন যাবে তো? গেলে দেখতে পাবে গরুর পাল কিভাবে আমার দখলে চলে আসে! গরু কেড়ে নিয়ে ভালই করেছ তোমরা, আমার খাটুনি বাঁচিয়ে দিয়েছ। নিখরচায় আমার হয়ে ওয়েলিংটনে গরু পৌঁছে দেবে টেক্সাসের গাধাগুলো। দারুণ, তাই না? চকটো চীফের স্বাক্ষর করা কাগজ আছে আমার কাছে। সুতরাং বুঝতেই পারছ, নির্দ্বিধায় যে-কেউ আমার মালিকানা মেনে নেবে।

'হাত গুটিয়ে বসে থাকব আমি, একটা আঙুলও নাড়ব না কারও বিরুদ্ধে! দু'তিন সপ্তাহ পর পাল নিয়ে ওরা ওয়েলিংটন পৌঁছলে নিজের মালিকানা ক্লেইম করব। ব্যস, মামলা খতম। গরু পৌঁছে দেয়ার জন্যে ধন্যবাদ দেব তোমাদের, এটুকু কৃতজ্ঞতা স্বীকার করার উদারতা আছে আমার, ক্যাপ্টেন। আমার প্রত্যেকটা লোক থাকবে ওয়েলিংটনে, আপসে গরু ডেলিভারি নেয়ার পক্ষপাতি আমি, কিন্তু তোমরা যদি কোন ঝামেলা করো তাহলে দুষতে পারবে না ওদের। যাক্‌গে, এবার তুমি ভালয় ভালয় বিদেয় হলে খুশি হই, ক্যাপ্টেন শেলবি!'

সুসানের দিকে একনজর তাকাল শেলবি, তারপর চিরশত্রুর দিকে ফিরল। ফ্লেনার মুখে যাই বলুক, তাকে বিন্দুমাত্র বিশ্বাস করতে রাজি নয় ও। 'সুসান, অযথাই প্রতিশ্রুতি দিয়েছ ওকে। কেউটের সঙ্গে রফা করে না কেউ। কারণ সুযোগ পেলেই ছোবল মারে ওটা। আমাদের বন্ধু মি. জ্যাক ফ্লেনারের স্বভাবও ওরকম। যাক্‌গে, এখনও তোমাকে নিয়ে যেতে চাই আমি। দেখতে চাই কিভাবে আমাকে ঠেকায় ফ্লেনার। তুমি শুধু বলে দাও যে অদ্ভুত কোন চুক্তি নেই তোমাদের মধ্যে।'

'পারব না আমি, উইল,' নিস্পৃহ সুরে বলল সুসান। 'প্লীজ, জ্যাক অধৈর্য হয়ে ওঠার আগে চলে যাও তুমি!'

'বেশ। আপাতত যাচ্ছি, কিন্তু আবার দেখতে পাবে আমাকে, সু। জ্যাক, তোমার সঙ্গেও দেখা হবে। তৈরি থেকো! ...টিলিকে পাঠিয়ে দেয়ার চেষ্টা করব। সপ্তাহখানেক পর কোথায় থাকবে তুমি, জ্যাক?'

'ওয়েলিংটনের পথে থাকব আমরা। ততদিনে বোধহয় ক্যানাডা নদীর কাছাকাছি পৌঁছে যাব। নদীর ধারে না হয় দু'তিনদিন অপেক্ষা করব টিলির জন্যে।'

'নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ওকে পাঠিয়ে দেয়ার চেষ্টা করব আমি,' শুকনো স্বরে প্রতিশ্রুতি দিল শেলবি, তারপর সুসানের দিকে ফিরল। 'বিদায়, সু...' দরজার দিকে এগোল ও, ফ্লেনারকে পথ আটকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে থমকে দাঁড়াল।

'তোমার নিজের ঘোড়া পেয়েছ না, তাহলে আমার ঘোড়াটা ফেরত দিচ্ছ না কেন? দুটো ঘোড়ার দরকার হবে না তোমার, তাই না?'

'জুজুকে আমার সাথে আসতে বলো। ঘোড়াটা নিয়ে আসবে ও।'

'ওর সঙ্গে যাও, জুজু,' নির্দেশ দিল শেলবি।

দেয়ালের সাথে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল নিগ্রো দাস। মনিবের নির্দেশ পেয়ে ত্বরিত পা বাড়াল দরজার দিকে।

দরজা থেকে সরে দাঁড়াল ফ্লেনার।

দ্রুত এগোল শেলবি, একবারের জন্যেও পেছন ফিরে তাকাল না। জেদে আড়ষ্ট হয়ে আছে প্রশস্ত কাঁধ। ঘোড়ার কাছে যাওয়া পর্যন্ত একটা কথাও বলল না, কিংবা অনুসরণরত জুজুর দিকেও তাকাল না। রোয়ানের স্যাডলে চেপে অন্য ঘোড়ার দিকে ইঙ্গিত করল ও, তারপর ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে ফিরতি পথে এগোল।

সামান্য হলেও দ্বিধায় ভুগছে ও, ভাবছে এভাবে চলে যাওয়া উচিত হচ্ছে কিনা। সুসানের অনুরোধে ঢেঁকি গিলে পরে হয়তো অনুতাপে দগ্ধ হতে হবে। রোখ চেপে গেছে ওর, ফিরে গিয়ে ফ্লেনারের সঙ্গে বোঝাপড়া সেরে ফেলার ইচ্ছে অদম্য হয়ে উঠছে মনে। করালের কাছে লোকজনের সাড়া টের পেয়েছে ও, সুসানকে আনতে গেলে কিংবা ফ্লেনারের মুখোমুখি হতে গেলে দারুণ একটা অজুহাত পেয়ে যাবে চকটো বেন্ড বস্। হয়তো রফার খাতিরে নিজের হাতে রক্ত লাগতে

দেবে না ফ্লেনার, কিন্তু নির্দ্বিধায় ওকে গুলি করবে ক্রুরা।

আশা করা যায় ওয়েলিংটন যাওয়া পর্যন্ত নিরাপদ থাকবে সুসান। সেখানেই সবকিছুর কিনারা হোক না হয়, শেষে তিক্ত মনে ভাবল ও।

ধীর গতিতে ঘোড়া ছোটাল শেলবি। বিশ্রাম পেয়ে তরতাজা হয়ে উঠেছে সোরেল, ছোটার জন্যে উন্মুখ। ঘোড়াটাকে ফিরে পাওয়ার ওর জন্যে বিরাট স্বস্তির ব্যাপার, কারণ সোরেলটা ওর বহুদিনের সঙ্গী এবং বন্ধুর মতই। বহু বিপদসঙ্কুল পথ পাড়ি দিয়েছে একসঙ্গে, নির্জন প্রেয়ারি কিংবা বিস্তৃত পাহাড়সারি অতিক্রম করেছে। অবিচ্ছেদ্য একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছে ওদের মধ্যে।

ভোরে, সূর্যোদয়ের মুহূর্তে ইন্ডিয়ান গ্রামের কাছাকাছি পৌঁছল শেলবি। ঝর্না থেকে পাত্রে পানি বয়ে নিয়ে যাচ্ছে মেয়েরা। এদের একজনের কাছে চীফ জনের কুটিরের পথ নির্দেশনা জানতে চাইল ও। আঙুল তুলে দু'শো গজ দূরে, আরও উঁচু জমিতে বসসড় একটা কেবিন দেখাল মেয়েটা। 'লিটন জনের খোঁজে দু'দিন আগে বেরিয়ে গেছে চীফ,' জানাল সে। 'তোমাকেও খুঁজছে সে, কারণ আমরা শুনেছি তুমিই খুন করেছ লিটন জনকে।'

বড়সড় কেবিনের কাছাকাছি যাওয়ার আগেই ছুটে এল কয়েকটা কুকুর, সোরেলের পায়ের কাছে লাফালাফি শুরু করল। সমানে চিৎকার করছে ওগুলো। মাঝবয়সী এক স্কুঅ বেরিয়ে এল কেবিন থেকে, চাপা স্বরে চারপেয়ে আপদগুলোকে আশ্বস্ত করল। আশপাশে কৌতূহলী কয়েকটা বাচ্চাকে দেখতে পেল শেলবি।

'লিটন জনের কাছ থেকে চীফের জন্যে খবর নিয়ে এসেছি আমি,' মহিলাকে বলল ও।

ইংরেজি বোঝে না স্কুঅ। বারো-তেরো বছরের একটা ছেলেকে ডেকে জিজ্ঞেস করল সে, ছেলেটা অনুবাদ করতে সঙ্গে সঙ্গে উত্তেজিত হয়ে পড়ল। সরাসরি তাকাল শেলবির দিকে, চকটো ভাষায় বলল কি যেন। সাহায্যের প্রত্যাশায় ছেলেটির দিকে তাকাল শেলবি।

'মহিলা বলছে,' মিশনে শেখা চলনসই ইংরেজিতে বলল কিশোর চকটো। 'স্বর্গে চলে গেছে ওর ছেলে। ও জানতে চাইছে তুমি কি স্বর্গ থেকে এসেছ? নিশ্চই জানাতে এসেছ যে ওর ছেলে ভাল আছে?'

'উঁহুঁ, মারা যায়নি লিটন জন। ভালই আছে ও। ফ্লেনার আর চকটো

বেন্ডের ক্রুরা ওকে মেরে ফেলার চেষ্টা করেছে কয়েকবার, কিন্তু বহাল তবিয়তে আছে সে এবং শিগ্‌গিরই বাড়ি ফিরবে।'

উত্তেজিত স্বরে ভাষান্তর করল ছেলেটা। ছোটাছুটি পড়ে গেছে বাচ্চাদের মধ্যে, অবাক হয়ে লক্ষ করল শেলবি, সমানে চিৎকার করছে আর চক্কর মারছে ওর চারপাশে। তীক্ষ্ণ স্বরে চেঁচিয়ে উঠল লিটন জনের মা, মুহূর্তের মধ্যে অন্যান্য কেবিন থেকে বেরিয়ে এল মহিলারা। দু'হাতে মাথা চেপে ধরে মাটিতে বসে পড়ল চীফের স্ত্রী, সমানে চেঁচাচ্ছে চকটো ভাষায়। এবার উঠে দাঁড়িয়ে এগিয়ে এল মহিলা, কাঠি দিয়ে শেলবির চারপাশে বড়সড় একটা বৃত্ত আঁকল মাটিতে। বিহ্বল চোখে মহিলার কাণ্ড দেখছে ও।

হঠাৎ সিধে হলো মহিলা, জ্বলজ্বলে চোখে তাকাল ওর দিকে। মহিলার চোখের দিকে তাকিয়ে ভড়কে গেল শেলবি। দোভাষী ছেলেটার কথায় রীতিমত শঙ্কিত হয়ে পড়ল।

'লিটন জনের মা অন্যান্য মহিলাদের জানিয়েছে নরক থেকে এসেছ তুমি, মিথ্যে বলছ ওদের। একটু পর যাদু দিয়ে তোমাকে খুন করবে ওরা। এক কাজ করো, সাদা মানুষ। আমাকে সঙ্গে নাও, তাহলে ফাদার হোয়াইটের স্কুলের পথ দেখিয়ে দেব তোমাকে। সত্যিই নরক থেকে এসেছ কিনা, তোমাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে বলে দিতে পারবেন ফাদার।'

'পেছনে উঠে পড়ো, সান,' জরুরী গলায় বলল শেলবি, হাত বাড়িয়ে ছেলেটাকে স্যাডলে চাপতে সাহায্য করল।

এদিকে সমানে চেঁচাচ্ছে মহিলারা, পাক খাচ্ছে মাটিতে আঁকা বৃত্ত ঘিরে। চার হাত-পা চলছে তাদের, শরীর মোচড়াচ্ছে। ছেলেটাকে স্যাডলে উঠতে দেখে শঙ্কা আর ভীতি ফুটে উঠল ওদের চাহনিতে। বিহ্বল অবস্থা কাটিয়ে মারকুটে হয়ে উঠল সবাই, মাটির ঢেলা আর পাথর ছুঁড়তে শুরু করল শেলবিকে লক্ষ্য করে।

অবস্থা বেগতিক দেখে স্পার দাবাল ও, তুফান বেগে ছুটতে শুরু করল সোরেল। ছুটে আসছে কুকুরগুলো, কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে ঘোড়ার গতির সঙ্গে কুলিয়ে উঠতে পারল না, পেছনে পড়ে গেল।

গ্রাম থেকে বেরিয়ে গতি কমাল শেলবি, ছেলেটার নির্দেশ করা পথ ধরে এগোল।

ইন্ডিয়ান গ্রাম ছাড়িয়ে আধ-মাইল দূরে, পাহাড়ী একটা ঢালে

মিশনের অবস্থান। একতলা অ্যাডোবি দালান চোখে পড়ল দূর থেকে। মাঝখানে উঁচু ঘণ্টা-ঘর, জানালাগুলো কাচের তৈরি। ছোটখাট লগের তৈরি একটা বাড়ি রয়েছে কাছাকাছি। পেছনে করাল, শেড আর বার্ন। করালে দুটো ঘোড়া, একটা গরু আর বাছুর এবং কিছু মুরগীর ছানা দেখতে পেল শেলবি। আঙিনায় ফাদার হোয়াইটের সঙ্গে ধূসর চুলের সুশ্রী চেহারার এক মহিলাকে দেখতে পেল।

'ক্যাপ্টেন শেলবি, সেদিন তাহলে নিরাপদে পালাতে পেরেছ!' রীতিমত বিস্মিত এবং উৎফুল্ল দেখাল মিশনারি চিকিৎসককে। ছুটে এসে হাত মেলাল। 'অতিরিক্ত ঝুঁকি নিয়েছ সেদিন। এত গুরুতর জখম নিয়ে রাইড করা ঠিক হয়নি। হ্যালো, টমাস,' স্মিত হেসে ইন্ডিয়ান ছেলেটিকে সম্ভাষণ জানাল ডাক্তার।

সংক্ষেপে নিজের কথা জানাল শেলবি, মিসেস হোয়াইটের সাথে পরিচিত হলো। শেলবিকে নাস্তার আমন্ত্রণ জানিয়ে টমাসকে সঙ্গে নিয়ে বাড়িতে ঢুকে পড়ল মহিলা। এদিকে ঘোড়া নিয়ে করালের দিকে এগোল শেলবি। স্যাডল-ব্রিডল খসিয়ে দানাপানি দিয়ে যত্ন নিল ওটার। সারাক্ষণই ওর সঙ্গে থাকল ডা. হিরাম হোয়াইট।

চকটো গ্রাম থেকে বেরোনোর পর যা কিছু ঘটেছে, সংক্ষেপে জানাল শেলবি।

'ওরা খুবই সহজ-সরল, ধর্মভীরু এবং ভালমানুষ,' ইন্ডিয়ান মহিলাদের অদ্ভুত আচরণের ব্যাখ্যা দিল যাজক। 'পরে ওদেরকে বুঝিয়ে বলব আমি। আর লিটন জন ফিরে এলে এমনিতে ভুল ধারণা ভেঙে যাবে ওদের। প্রার্থনা করি আর যেন রক্ত না ঝরে। চলো, তোমার ক্ষতটা দেখব। চীফ ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে তুমি, মি. শেলবি। চীফ জন এলে ফ্লেনারের ব্যাপারে বিশদ আলাপ করব আমরা।'

গরম পানিতে গোসল করার পর ঘুমাল শেলবি। বহুদিন পর সত্যিকার বিছানায় শোয়ার সুযোগ হলো। গত কয়েকদিনের উৎকণ্ঠা আর ক্লান্তি ঘুচে গেল টানা দুপুর পর্যন্ত ঘুমিয়ে। স্কুল-ঘরের ঘণ্টার শব্দে ঘুম ভাঙল ওর। বাইরে কয়েকটি কণ্ঠ শুনতে পেল। কাপড় পরে বেরোতে উদ্যত হতে মিসেস হোয়াইট বাধা দিল ওকে, উদ্বেগ ফুটে উঠেছে মহিলার মুখে।

'ইন্ডিয়ানরা যেন তোমাকে দেখতে না পায়,' সতর্ক করল সে। 'এখনও ফ্লেনারের গল্পই বিশ্বাস করে ওরা। জানে তুমিই মেরেছ লিটন জনকে। চীফ জন অবশ্য পুরোপুরি বিশ্বাস করেনি কথাটা, যাচাই করার জন্যে তাই নিজেই বেরিয়ে গেছে।'

'তোমাদের বিপদে ফেলতে চাই না আমি। এখান থেকে সরে পড়া উচিত আমার।'

'যা বলেছি তাই করবে তুমি, ক্যাপ্টেন!' তীক্ষ্ণ স্বরে বলল মহিলা। 'কথা বলার জন্যে ওদের ডেকে পাঠিয়েছে হিরাম। চার্চে আসবে সবাই। ইতোমধ্যে চীফ জন যদি ফিরে আসে, তাকে নিয়ে এখানে আসবে হিরাম। সরাসরি চীফের সঙ্গে কথা বলতে পারবে তুমি।'

'গরুর পালের খোঁজে গিয়েছিল এক পুলিশ। ও কি ফিরে এসেছে?'

'হ্যাঁ। লিটন জনকে পায়নি ওরা।'

বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল শেলবি। কোথায় গেছে লিটন জন?

রান্না করতে চলে গেল মিসেস হোয়াইট। উদ্দেশ্যহীন ভাবে কামরার ভেতর পায়চারি করল শেলবি, ক্রমশ অধৈর্য হয়ে উঠেছে। বুঝতে পারছে না ঠিক কি করা উচিত। ফ্লেনার যদি সত্যিই মেরে ফেলে থাকে লিটন জনকে...

ভাবনার রাশ থামিয়ে দিল ও, দৃঢ় হয়ে গেল চোয়াল। যেভাবে হোক, ওয়েলিংটনে থাকবে ও, একটা কিছু করতে হবে ফ্লেনারকে ঠেকানোর জন্যে। সিদ্ধান্ত নেয়া সহজ হলেও, কাজটা বাস্তবে পরিণত করা অনেক কঠিন হবে। যত অনিশ্চতাই থাক, নিজের উদ্দেশ্য সম্পর্কে স্থির সঙ্কল্পবদ্ধ ও, আইন থাকুক বা না-থাকুক, জ্যাক ফ্লেনারের সামনে দাঁড়াবে।

চূড়ান্ত মোকাবিলা ওখানেই হবে।

জ. হোয়াইটের ডেস্কে বসে কাগজ কলম নিয়ে একটা চিঠি লিখল শেলবি। নিজের ভূমিকার কথা পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ করল। জানাল লিটন জন নিরাপদে ফিরে এলে কি করতে হবে, প্রতিশ্রুতি দিল লিটন জন ফিরে না এলে ও নিজেই ফিরে এসে আত্মসমর্পণ করবে চকটো পুলিশের কাছে।

সহজে চোখে পড়বে, এমন একটা জায়গায় রাখল চিঠিটা।

জানালার কাছে এসে চার্চের দিকে তাকাল ও। যা করতে যাচ্ছে

তার যৌক্তিকতা বিচার করছে মনে মনে। এক অর্থে ফাঁদারের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করছে। কিন্তু যে-জুয়া খেলবে বলে ঠিক করেছে, সেটা সফল হলে সবকিছুই বদলে যাবে। লিটন জনের খুনের অভিযোগ নিয়ে ফেরারী হয়ে থাকতে হবে না ওকে। আজকে ওর ভূমিকা সম্পর্কে ডা. হোয়াইটের মনেও কোন সন্দেহ থাকবে না। কিন্তু উল্টোটা ঘটলে, বাধ্য হয়েই ফিরে আসতে হবে, অন্যের খুনের দায় নিজের ঘাড়ে নিয়ে চকটো আদালতে দাঁড়াতে হবে।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে উদ্দেশ্যহীন ভাবে করালের দিকে এগোল ও, খেয়াল করল কিছু বাচ্চা ছাড়া ওকে দেখতে পায়নি কেউ। সোরেলের পিঠে চেপে যখন বেরিয়ে এল ও, তখনও ওর প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিল না কেউ। কিন্তু ট্রেইলের দিকে এগোতে দৌড়ে চার্চের ভেতর ঢুকে পড়ল দুটো বাচ্চা। সমানে চিৎকার করছে।

স্পার দাবাল শেলবি। ঢালু ট্রেইলের দিকে ছুটল ঘোড়াটা। চার্চের পেছনের দরজা দিয়ে ছুটে বেরিয়ে এল খেপা অসন্তুষ্ট ইন্ডিয়ানরা। সবার সামনে দু'জন চকটো পুলিশ, ঘাড় ফিরিয়ে দেখতে পেল শেলবি, মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসল ওরা, রাইফেল উঁচিয়ে নিশানা করছে।

স্যাডলের সাথে শরীর মিশিয়ে ফেলল ও, আরও তাড়া দিল ঘোড়াকে। ছুটন্ত অশ্বারোহীকে লাগানো কঠিন বলে কিছুটা নিশ্চিন্ত বোধ করলেও কোন ঝুঁকি নিচ্ছে না, একটা বুলেটই কাজ সারার জন্যে যথেষ্ট। তাছাড়া সোরেলের গায়ে গুলি লাগতে পারে, পুলিশ দু'জন চালাক হলে ওকে টার্গেট না করে বরং ঘোড়াটাকে ফেলে দেয়ার চেষ্টা করবে। সেক্ষেত্রে বাহনহীন অবস্থায় পালাতে পারবে না শেলবি।

এঁকেবেঁকে ঘোড়া ছোটাল ও।

নিরাপদেই বনের গভীরে পৌঁছে গেল। মিনিট কয়েক পর ইন্ডিয়ান গ্রামটাকে ফেলে দিল ন্যাড়া পাহাড়ের পেছনে, খোলা প্রেয়ারিতে বেরিয়ে এসেছে। তবে এখনও হাল ছাড়েনি চকটোরা, কুকুর সহ পিছু নিয়েছে ওর—কুকুরের চিৎকার আর খুরের দূরাগত শব্দ কানে আসছে।

ঢেউ খেলানো জমি ধরে মাইল খানেক এগোল ও, নিশ্চিন্ত বোধ করছে কিছুটা। কুকুরের চিৎকার বা খুরের শব্দ এখন আর তাড়া করছে না। ঘোড়ার গতিপথ বদলে দক্ষিণ-পশ্চিমে ছুটল এবার। যদিও জানে রাতে ওকে ধাওয়া করবে না চকটোরা, তারপরও মাঝরাত পর্যন্ত

একবারের জন্যেও থামল না, ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে যতটা সম্ভব দূরত্ব সৃষ্টি করতে চাইছে।

নির্জন প্রেয়ারিতে থামল ও, স্যাডল ছাড়িয়ে ঘোড়ার যত্ন নিল। তারপর ঘোড়াকে চরতে দিয়ে বেডরোল বিছিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। টানা পাঁচ ঘণ্টা গভীর ঘুমের পর, সূর্য ওঠার পর জেগে উঠল। সঙ্গে এমন কিছু নেই যে পেটের জ্বালা মেটাবে, তাই খাওয়ার ঝামেলায় যেতে হলো না।

পুরো দিন চলার মধ্যে কেটে গেল, এমনকি পরদিন বিকেল পর্যন্ত কয়েকবারের জন্যে থামল। দু'দিনে প্রায় দেড়শো মাইল পাড়ি দিয়েছে। ট্রেইলের পাশে ছোট্ট একটা শ্যাক দেখে থামল। মার্লো নামের এক প্রসপেক্টর অভ্যর্থনা জানাল ওকে। পুরো দু'দিন পর নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারল, খেতে পেল সুস্বাদু খাবার।

মার্লোর বাঙ্কে টানা বারো ঘণ্টা ঘুমিয়ে ঝরঝরে শরীরে স্যাডলে চাপল আবার। সকালে ছোট্ট এক শহরের স্টোর থেকে একটা স্টেটসন হ্যাট কিনল, ব্যান্ডেজ ফেলে দিল মাথা থেকে এবং তারপর একটা ক্যাফেতে চুপসে যাওয়া পেটের গতি করে ঘোড়া ছোটাল।

দুপুরে চিশল্ম ট্রেইলে উঠে এল শেলবি। কিওয়া এলাকা এটা। তৃণভূমির বুক চিরে একেবারে ওয়েলিংটনের রেডরোল পর্যন্ত চলে গেছে ট্রেইল। হাজার হাজার গরুর ট্র্যাক দেখতে পেল। অন্ধ কোন রাইডারও রাতে এই ট্রেইল ধরে চলে যেতে পারবে ওয়েলিংটনে। শেলবি জানে চারদিনে সব গরু একত্র করে রেড রীভার পেরিয়ে এতদূর পৌঁছতে পারবে না বাডি ডুগালরা। গরুর পাল অনেক ধীর গতিতে এগোয়, সারাদিনে হয়তো বারো থেকে পনেরো মাইল যেতে পারে। অথচ ঘোড়া দাবড়ে এর তিনগুণ দূরত্ব একদিনে অতিক্রম করা সম্ভব।

অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে শেলবি। মূল ট্রেইল থেকে কিছুটা দক্ষিণে সরে এল, একটা উপত্যকায় ক্যাম্প করল বিশ্রাম নেয়ার জন্যে। ওয়েলিংটন পর্যন্ত দীর্ঘ রাইডের আগে এ সুযোগে ঘোড়াটারও বিশ্রাম নেয়া হয়ে যাবে।

পরদিন দুপুরের দিকে ঘেসো একটা রিজের ওপর উঠে এল ও। বিস্তৃত প্রেয়ারির ওপর নজর চালাল—টেক্সাসের জমি ছাড়িয়ে রেড রীভার অবারিত তৃণভূমি চোখে পড়ল। দিগন্তের সঙ্গে মিশে গেছে সবুজ ঘাসের

গালিচা, শেষপ্রান্ত দেখা যাচ্ছে না। ছোট্ট ছবির মত, দৃষ্টিসীমায় একসঙ্গে ধরা দিয়েছে কয়েকশো মাইল দীর্ঘ তৃণভূমি, টিলার মত অনুচ্চ কিছু পাহাড় আর ঢেউ খেলানো উপত্যকা। শত মাইল দূরে কি আছে জানার দরকার হলো না ওর, মাইল কয়েক দূরে সাপের মত দীর্ঘ সচল একটা রেখা চোখে পড়ল। দূরত্বের কারণে চামড়ার চোখে পুরো রেখার দৈর্ঘ্য কয়েক ফুট দেখাচ্ছে, কিন্তু বাস্তবে সেটা কয়েক মাইল দীর্ঘ হবে, জানে ও। রেখার দু'মাথায় সাদা দুটো ফোঁটা দেখা যাচ্ছে–চাক ওয়্যাগনের অবস্থান।

রিজের চূড়া থেকে নেমে ফিরতি পথ ধরল ও।

বিকেলে, রেকি করতে আগে আগে আসা বাডি 'ডুগালকে দেখতে পেল শেলবি। দূর থেকে ওকে দেখে হাত নাড়ল টেক্সান, স্পার দাবিয়ে এগিয়ে এল। 'খুশি হলাম তোমাকে দেখে, ক্যাপ্টেন,' চাপা হাসি দেখা গেল তার মুখে। 'আমরা তো ভেবেছি তুমি বোধহয় আসলেই শেষ! কি হয়েছিল?'

'দীর্ঘ গল্প, সাপারের পর আগুনের পাশে বসে বলা যাবে। লিটন জন কি তোমাদের সাথে আছে?'

'না। স্ট্যাম্পিড শেষে ওরিনের কাছ থেকে তোমার আহত হওয়ার খবর শুনেই বেরিয়ে পড়ে ও। বলল খুঁজে বের করবে তোমাকে। রেড রীভারের কাছাকাছি পৌঁছে গেছি আমরা তখন। পরদিন এক চকটো পুলিশ এসে উপস্থিত হলো। লিটন জনের চলে যাওয়ার কথা বলার পরও বিশ্বাস করেনি সে। আচ্ছা, ইন্ডিয়ান ছেলেটার সঙ্গে দেখা হয়নি তোমার?'

'না,' সংক্ষেপে জানাল শেলবি, তারপর প্রসঙ্গ পাল্টাল। 'টিলি কি ওয়্যাগনে আছে?'

মাথা ঝাঁকাল ডুগাল। 'আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি ফোর্ট রিংগোল্ডে পৌঁছে দেব ওকে। হকিন্সের বদলে ও-ই রান্না করছে এখন। ভালই হয়েছে তাতে, ড্রাইভে হাত লাগাতে পেরেছে হকিন্স।'

'স্ট্যাম্পিডের সময় কারও কোন ক্ষতি হয়নি তো?'

'তিনজন গুলি খেয়েছে, আশা করছি দু'একদিনের মধ্যে সুস্থ হয়ে উঠবে ওরা। কেবল টেনেম্যানের অবস্থাই খারাপ। বুকে লেগেছে গুলিটা। সামনের চাক ওয়্যাগনে আছে। আমার তো মনে হয় সময়

লাগলেও সুস্থ হয়ে উঠবে ও।'

'রাতে ক্যাম্পে দেখা হবে। রিজের ওপাশে একটা ক্রীক আছে, ওখানে ক্যাম্প কোরো।' ঘোড়া ঘুরিয়ে ট্রেইল থেকে সরে গেল শেলবি।

ঘণ্টা খানেক পর পৌঁছে গেল গরুর পাল। দূর থেকে ওর উদ্দেশে হাত নাড়ল ডুগালদের দুই পাঞ্চার।

চাক ওয়াগনের দিকে এগোল শেলবি, দুশ্চিন্তায় ছেয়ে আছে মন। লিটন জন যদি সত্যি গ্রামে ফিরে গিয়ে না থাকে, তাহলে কপালে দুর্ভোগ আছে ওর। চড়া মূল্য দিতে হতে পারে। ছেলেটার অসহযোগিতাও কঠিন এবং তিক্ত পরিস্থিতির পেছনে নিয়ামক হিসেবে কাজ করেছে, কখনোই গ্রামে ফিরে যেতে চায়নি লিটন জন। হয়তো জোরাজুরি করলে রাজি হয়ে যেত, ভাবল শেলবি, লিটন জনের মতামতকে গুরুত্ব দেয়া বোকামি হয়ে গেছে। জোর করে হলেও ওকে গ্রামে ফেরত পাঠানো উচিত ছিল।

পাঞ্চারদের মতই খাটছে ক্যারেন কীনলে। কাছে আসতে গ্লাভস খুলে হাত বাড়িয়ে দিল মেয়েটা। উষ্ণ, আন্তরিক অভ্যর্থনা জানাল ওকে। 'তোমার জন্যে দুশ্চিন্তা করছিলাম আমরা, ক্যাপ্টেন। ওরিনের তো রাতের ঘুম হারাম হয়ে গেছে, তোমাকে ওই অবস্থায় ফেলে আসার জন্যে দোষারোপ করছে নিজেকে।'

সংক্ষেপে ঘটনা জানাল শেলবি। শেষে লিটন জনের নিখোঁজ হওয়ার কথা বলল।

'তারমানে খুনের দায়ে চকটোরা খুঁজছে তোমাকে? কিন্তু তা কি করে হয়...' বিস্ময় বার-কে মালিকের কণ্ঠে। 'পুরো দু'দিন আমাদের সঙ্গে ছিল ও। ওরিন ফিরে আসার পর চলে গেছে। তখন নিশ্চই ইন্ডিয়ান গ্রামে ছিলে তুমি। ...ফ্লেনারের কোন ক্রুর হাতে খুন হয়ে যায়নি তো ছেলেটা?'

শ্রাগ করল শেলবি। 'বলা কঠিন। যাক্‌গে, আপাতত পাল নিয়ে চিন্তা করতে হবে আমাদের। ওয়েলিংটনে সব গরু নিজের দখলে নেয়ার পরিকল্পনা করেছে ফ্লেনার। বৈধ কাগজপত্র আছে ওর কাছে। জানি না আদৌ কতটা বৈধতা আছে, কিন্তু আমার মনে হয়নি ধাপ্পা মারছে সে। চকটো এলাকার জমি ব্যবহার করার কারণে ফেডারেল সরকার আর ইন্ডিয়ানদের চুক্তি অনুসারে কিছু কর সত্যিই পাওনা হয়েছে ওর।'

'তাহলে পুরো পাল কিভাবে দখল করবে সে?'

প্রশ্নটার উত্তর নেই। এখন পর্যন্ত কোন ধারণাও করতে পারেনি শেলবি।

পালের মাঝখান থেকে কয়েকটা গরু দলছুট হয়ে সরে গেল কাছাকাছি তৃণভূমির দিকে। খেদিয়ে ওগুলোকে পালে ঢোকাল শেলবি, তারপর ঘোড়া দাবড়ে ক্যারেনের পাশে চলে এল। কিছুক্ষণ পাশাপাশি রাইড করল ওরা, কেউই কিছু বলল না। গম্ভীর, চিন্তিত দেখাচ্ছে মেয়েটিকে, কপালে ভাঁজ পড়েছে। রাইডিঙের দিকে মনোযোগ নেই।

'বুঝতে পারছি না ব্যাপারটা,' হতাশ সুরে বলল মেয়েটি। 'ফ্লেনারের হাতে যদি সব গরু তুলেই দিতে হয়, তাহলে কষ্ট করে ওয়েলিংটন পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার কি দরকার? মনে আছে, ক্যাপ্টেন, তুমি একবার বলেছ বিকল্প একটা উপায় আছে…'

'সেটা নির্ভর করছিল লিটন জনের ওপর,' শুকনো স্বরে বাধা দিল শেলবি। 'চীফের মাধ্যমে আমাদের সাহায্য করতে পারত ও। ফ্লেনার যদি ওকে খুন করে থাকে তো…' কথাটা শেষ করল না ও।

'ফ্লেনারের পরিকল্পনা সম্পর্কে জানলে কিভাবে?'

'দেখা হয়েছে ওর সঙ্গে,' খানিক দ্বিধার পর সুসানের সঙ্গে দেখা হওয়ার কথাও জানাল ও। খেয়াল করল বিস্মিত দেখাচ্ছে মেয়েটিকে।

নীরবে রাইড করছে ওরা, যার যার নিজস্ব চিন্তায় ডুবে আছে। অনেকক্ষণ পর কি যেন বলল ক্যারেন, অন্যমনস্ক বলে শুনতে পেল না শেলবি। চোখে প্রশ্ন নিয়ে মেয়েটির দিকে তাকাল।

'বলছিলাম তুমি নিশ্চই চুপ করে বসে থাকবে না!'

'ঠিক ধরেছ,' দৃঢ় স্বরে ঘোষণা করল শেলবি। 'ক্যানাডা নদীর কাছাকাছি টিলিকে পৌঁছে দেব আমরা। ওখানে পৌঁছতে হলে ট্রেইল থেকে কিছুটা সরে যেতে হবে। টিলির জন্যে দু'একদিন অপেক্ষা করবে ফ্লেনার। আমি নিজে যেতে চাই না, আপাতত আমার ফিরে আসার কথা চেপে রাখাই মঙ্গল। টিলিকে পৌঁছে দেয়ার জন্যে একজন লোক দিতে পারবে? ওর বদলে আমিই ড্রাইভে সাহায্য করব।'

'নিশ্চই, ক্যাপ্টেন।'

চারদিন পর দুপুরে, ক্যানাডা নদীর কাছে পৌঁছল ওরা। শেষ গরুটা নদী পেরিয়ে যেতে যেতে প্রায় সন্ধে হয়ে গেল। কিছু চেয়ানি ইন্ডিয়ানকে

হয়ে দিনের বেলায় আরও দ্রুত এগোল ওরা, অলস গরুগুলোকে নিরন্তর তাগাদার মধ্যে রাখল। কিন্তু পানির উৎস কিংবা ঘাসের কাছ থেকে ওগুলোকে নড়ানো সত্যিই কঠিন হয়ে পড়ল। রাতে পাহারাদারের সংখ্যা বাড়াতে হলো। পুরো তিনদিন সামান্য বিশ্রাম নেওয়ার সুযোগ হলো। বেশিরভাগ সময় স্যাডলে বসেই ঝিমিয়েছে শেলবি, কখনোই কম্বল বিছিয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারেনি। খাওয়ার সময় ক্যাম্পে গেছে। সঙ্গে আনা তামাকও প্রায় শেষ হয়ে গেছে ওর।

ফ্লেনারের কোন ক্রুকে দেখতে পায়নি ওরা। টিলিকে পৌঁছে দিয়ে তিনদিন পর ফিরে এসেছে ওরিন ওয়েনরাইট। নদীর কাছে ফ্লেনারের দুই হাজার গরু দেখে এসেছে।

তারমানে, সব মিলিয়ে দুটো দিন এগিয়ে আছে ওরা, ভাবল শেলবি, যদিও ওয়েলিংটন পর্যন্ত পৌঁছতে আরও দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হবে। কিছু গরু দলছুট হয়ে থেকে যাবে ট্রেইলের আশপাশে। ড্রাইভের ক্ষেত্রে এটা হবেই। অবশ্য এভাবে হারানো গরুর সংখ্যা খুব কম, দিনে হয়তো একটা কিংবা সারা সপ্তাহে তিন-চারটার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকছে। তবে সঠিক সংখ্যা এখনই বোঝার উপায় নেই। চওড়া আরক্যান্সাস নদী পেরোনোর সময় আরও কিছু গরু হারাতে হবে, ওপাড়ে পৌঁছে দীর্ঘ ড্রাইভ শেষে গরু গোনার সুযোগ হবে। ক্ষয়-ক্ষতির সঠিক হিসেব করতে পারবে তখন।

ওয়েলিংটন থেকে দশ মাইল দূরে থাকতে শেষবার ক্যাম্প করল ওরা। ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত রাইডারদের মধ্যে উৎসবের আগাম আমেজ দেখা যাচ্ছে, ওরা জানে গন্তব্যের প্রায় কাছাকাছি পৌঁছে গেছে এবং নিশ্চিত ভাবেই অনেক পেছনে পড়ে আছে ফ্লেনার।

পাল থেকে নিজেদের গরু আলাদা করে ফেলেছে ডুগালরা। সকালে রওনা দেয়ার সময় চূড়ান্ত বাছাই চলবে আরেকবার।

'ভাবছি ওয়েলিংটনে যাব,' পরদিন সকালে নাস্তা খাওয়ার সময় ক্যারেনকে জানাল শেলবি। 'শহরে গিয়ে করালের অবস্থান দেখা দরকার।'

বিষণ্ন দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল মেয়েটি, যুগপৎ হতাশা আর অসন্তোষে নুয়ে পড়েছে কাঁধ। 'সত্যিই কি শেষ পর্যায়ে এসেছি আমরা, ক্যাপ্টেন? পারব গরু বিক্রি করতে?' ক্লান্ত, অবসন্ন শোনাল কণ্ঠ।

শেলবি জানে অন্য যে-কোন রাইডারের সমান কাজ করেছে মেয়েটি, মালিক বা মেয়ে বলে হাত গুটিয়ে বসে থাকেনি। টেক্সাস থেকে ওয়েলিংটন পর্যন্ত প্রায় সাতশো মাইল দীর্ঘ যাত্রায় শুধু জো কীনলেই খানিকটা আয়েশ করতে পেরেছে। সে ছাড়া সবাই অন্তত আট-দশ পাউন্ড করে ওজন হারিয়েছে। ছেলেটির মধ্যে সবসময়ই অফুরন্ত উদ্যম আর আন্তরিকতা দেখেছে ও, কিন্তু প্রতি রাতেই নির্দিষ্ট সময়ে ভাইকে বিছানায় পাঠিয়েছে ক্যারেন।

'ক্যাপ্টেন, আমি যেতে পারি তোমার সঙ্গে?'

মাথা ঝাঁকাল ও।

দল থেকে আলাদা হয়ে এগোল ওরা। যাওয়ার পথে টেক্সাসের আরেকটি গরুর পাল দেখতে পেল, রেলরোডের কাছে শহরের দক্ষিণে ক্যাম্প করেছে এরা। ক্রুদের কাছ থেকে জানা গেল আশপাশে আর কোন পাল নেই এবং বিকেলের মধ্যে ওয়্যাগনে সব গরু তোলার আশা করছে ওরা।

'যা আশা করেছি তারচেয়ে ভাল বলতে হবে,' মৃদু স্বরে মন্তব্য করল শেলবি। 'রেল কোম্পানির পর্যাপ্ত ওয়্যাগন থাকলে কাল থেকে লোড করতে পারব আমরা। তবে তার আগে গরু বেচতে হবে। ভাবছি শহরে গিয়ে খোঁজখবর নেব। পরিচিত কিছু লোক আছে আমার, পালের খবর ওদের জানিয়ে দিলে ক্রেতারা নিজ থেকে আলাপ করবে আমাদের সঙ্গে।'

শহরের শুরুতে রেল কোম্পানির অফিস। শহরের দিকে না গিয়ে সেদিকে এগোল ওরা। পাশের খোলা জায়গা দেখে সন্তুষ্ট শেলবি, লোড করার আগ পর্যন্ত এখানে রাখা যাবে গরুর পাল। স্যাডল ছেড়ে হেঁটে এগোল ওরা, অফিসের সামনের বোর্ডওঅকে উঠে আসতে থমকে দাঁড়াল দু'জনেই। যেন ভূত দেখেছে সামনে, বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ক্যারেন। নড়তেও ভুলে গেছে মেয়েটা।

এইমাত্র অফিস থেকে বেরিয়ে এসেছে জ্যাক ফ্লেনার। সঙ্গে ডাচ ম্যাথুয়েন এবং আরও দু'জন রাইডার। সশস্ত্র সবাই।

'সুপ্রভাত, ক্যাপ্টেন শেলবি!' সোৎসাহে শুভেচ্ছা জানাল চকটো বেন্ড বস্। 'সুপ্রভাত, মিস্ ক্যারেন কীনলে! একেবারে মোক্ষম সময়ে দেখা হলো আমাদের। ধন্যবাদ, অসংখ্য ধন্যবাদ তোমাদের। কষ্ট করে

আমার গরুর পাল এতদূর নিয়ে এসেছ তোমরা, একেবারে বাজার পর্যন্ত। আর কষ্ট করার দরকার নেই, দরদাম এবং ক্রেতা সবই ঠিক করা আছে। গরুর মালিকানাও পেয়ে গেছি, এখন যা বাকি···গরুর পাল বুঝে নেয়ার জন্যে লোক পাঠিয়ে দিয়েছি।'

দশ

জ্যাক ফ্লেনারের আকস্মিক উপস্থিতি অবাস্তব এবং দুঃস্বপ্ন মনে হচ্ছে ক্যারেন কীনলের কাছে। একটা শব্দও উচ্চারণ করল না, স্থির দাঁড়িয়ে আছে। বজ্রাহতের মত শুনে গেল ফ্লেনারের কথাগুলো। না চাইলেও হতাশা আর যন্ত্রণা ফুটে উঠল ওর মুখে। সাতশো মাইল দীর্ঘ রাইড করে কোন লাভই হলো না! এত দুর্ভোগ, শ্রম বা কষ্ট কোন কাজেই আসল না! একটা লোকের উচ্চাকাঙ্ক্ষা আর অসততার কাছে পরাস্ত হতে হলো ওদের!

মিটিমিটি হাসছে তিন ক্রু, চুটিয়ে উপভোগ করছে শেলবি আর ক্যারেনের হতাশা।

ফ্লেনার হাসছে না, কিন্তু গাঢ় নীল চোখে চাপা উল্লাস ঝিলিক মারছে। ভুরু কুঁচকে ক্রুদের দিকে তাকাল যেন তাদের হাসাহাসি অনুচিত হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে মেকী গাম্ভীর্য নেমে এল তিনজনের মুখে।

চট করে ক্যারেনের দিকে ফিরল ফ্লেনার। 'দুঃখিত, মিস্ কীনলে, আপাতত বিদায় নিতে হচ্ছে। বেশ তাড়ার মধ্যে আছি,' নির্লিপ্ত গাম্ভীর্যের সঙ্গে বলল সে, আঙুল তুলে হ্যাটের কিনারা ছুঁল। 'কয়েকজন গরু ব্যবসায়ীর সঙ্গে দেখা করতে হবে। চূড়ান্ত কথাবার্তা হয়ে যাবে শিগ্‌গিরই। তাছাড়া, কালই আমার বিয়ে আর পরদিনই সস্ত্রীক অ্যালাবামার উদ্দেশে রওনা দেব। ক্যাপ্টেন শেলবিকে আগেই নিমন্ত্রণ জানিয়েছি, এখন তোমাকে দাওয়াত দিচ্ছি। আসবে নাকি? তুমি এলে সত্যি খুশি হব।'

'ধন্যবাদ, মি. ফ্লেনার,' শেষপর্যন্ত ভাষা খুঁজে পেয়েছে ক্যারেন, কিন্তু চাপা অসন্তোষ ঢাকতে ব্যর্থ হলো, তাই সুরটা শীতল শোনাল। 'আমিও ব্যস্ত থাকব।'

'ব্যস্ত থাকবে?' ভ্রূকুটি করল ফ্লেনার। 'ওহ্, নিশ্চই ল-ইয়ারের সঙ্গে দেখা করবে? বেশ তো, ইচ্ছে হলে করবে। সৎ একটা পরামর্শ দিচ্ছি তোমাকে, ওসব করে আসলে কোন লাভ হবে না। কেবল টাকাই নষ্ট করা হবে। জানো তো এসব কাউটাউনে ল-ইয়ারদের ফী কেমন চড়া হয়?

'যদি সত্যি তাই করতে চাও, হ্যারল্ড পামারের কাছে যেতে পারো। ওয়েলিংটনের সেরা ল-ইয়ার। অ্যাডিওস, মিস্ কীনলে!' ঘুরে ক্রুদের দিকে ফিরল ফ্লেনার। 'চলো, যাওয়া যাক।' বোর্ডওঅক ধরে এগোল সে, পিছু নিল তিন ক্রু।

'একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেল না, জ্যাক?' শীতল নির্লিপ্ততার সঙ্গে পেছন থেকে জানতে চাইল শেলবি। 'মি. পামার কিন্তু তোমার ব্যাপারে খুব স্পর্শকাতর। যদ্দূর জানি চকটো বেন্ডে তোমার ব্যবসার ধরন ঠিক পছন্দ হয়নি ওর। নিশ্চিত থাকতে পারো, প্রয়োজন হলে ওর সাথে কথা বলব আমরা।'

থমকে দাঁড়িয়ে ধীরে ধীরে ফিরে তাকাল ফ্লেনার, স্থির দৃষ্টিতে বিদ্ধ করল শেলবিকে। 'যা ইচ্ছে করতে পারো, কিন্তু ওই যে বললাম, টাকার শ্রাদ্ধ করা হবে শুধু। সবকিছুই আমার পক্ষে। বৈধ কাগজপত্র ছাড়াও আমার কাছে প্রমাণ আছে যে গরুর পাল চুরি করে এনেছ তোমরা। কি জানো, সেজন্যে তোমাকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে পারি। একই অভিযোগ মিস্ কীনলের বিরুদ্ধেও রয়েছে। তবে পাল ফিরে পেলেই খুশি আমি। তাছাড়া কালকের দিনটার কথা ভেবে অগ্রাহ্য করছি ব্যাপারটা। যত যাই হোক, দয়া করে আমার সব গরু পৌঁছে দিচ্ছ তোমরা। বিনিময়ে এটুকু ছাড় তোমাদের পাওনা! বিদায়, বন্ধুরা!' হ্যাট তুলে আবারও ক্যারেনকে উইশ করল সে, দৃঢ় আত্মবিশ্বাসী পদক্ষেপে হাঁটতে শুরু করল।

কপালে ভাঁজ পড়েছে শেলবির। ক্ষোভ, রাগ আর অসন্তোষের আগুনে পুড়ছে ওর ভেতরটা। অস্থির ভঙ্গিতে বোর্ডওঅক ধরে এগোল ও। পকেট হাতড়াল তামাক আর পাইপের খোঁজে। শুধু পাইপ বের

হলো। ভুলে গেছে শেষ টুকরো তামাক দিয়ে গতরাতে ধূমপান করেছিল।

শহরের দিকে আগুয়ান জ্যাক ফ্লেনারকে দেখছে ও চিন্তিত দৃষ্টিতে। 'মনে হচ্ছে এখন আরও বেশি বেশি ধূমপান করতে হবে আমার!' অন্যমনস্ক স্বরে স্বগতোক্তি করল ও।

স্থির দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে থাকল মেয়েটি, কিছুটা হলেও বিহ্বল হয়ে পড়েছে শেলবির হেঁয়ালিতে।

ক্যারেনের দিকে ফিরল শেলবি। মেয়েটির গাঢ় নীল চোখে বিদ্রূপ দেখতে পেল।

'আমার সারা জীবনে দেখা সবচেয়ে ব্যর্থ লোক তুমি, ক্যাপ্টেন, চরম এবং করুণ ভাবে পরাজিত হয়েছ,' সমালোচনার সুরে বলল ক্যারেন, ঠোঁটের কোণ বেঁকে গেছে তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে। 'আমাদের একহাত দেখে নিল লোকটা, অথচ তুমি কিনা আরও ধূমপানের চিন্তা করছ!'

'ঠিকই বলেছি,' নিরুত্তাপ উত্তর এল।

সহসা সংবিৎ ফিরে পেল শেলবি, ক্যারেনের শ্লেষের জবাব দিতে গিয়েও নিরস্ত করল নিজেকে। মেয়েটির প্রতি সহানুভূতি বোধ করল। যত যাই হোক, ওকে তো দু'হাজার গরু হারাতে হয়নি, স্বভাবতই অপমান আর যন্ত্রণার শোক ক্যারেনের বুকেই বাজবে বেশি।

'কি করব এখন আমরা–মি. পামারের কাছে যাব, নাকি আগে আচ্ছামত ধূমপান করবে তুমি?'

'সমস্যা শোনার আগেই আগাম একশো ডলার ফী দিতে হবে ওকে। ফ্লেনার ভুল বলেনি, ওয়েলিংটনে সত্যিই চড়া দামের মানুষ লোকটা।'

ফিরে গিয়ে ঘোড়ায় চড়ল ওরা, তারপর রেলরোডের পাশের সরু রাস্তা ধরে এগোল শহরের দিকে। শুরুতেই বাণিজ্যিক এলাকা, একপাশে হোটেল ওয়েলিংটন প্যালেসের তিনতলা সুদৃশ্য ও বিশাল দালান চোখে পড়ল। হিচিং রেইলে ঘোড়া রেখে হোটেলে ঢুকল ওরা।

কখনও এত লোকের সমাগম দেখেনি ক্যারেন কীনলে। পশ্চিমের বা টেক্সাসের ছোট শহরগুলোয় এত ভিড় কল্পনাও করা যায় না। রৌদ্রের মধ্যেও রাস্তায় দাঁড়িয়ে গল্প করছে লোকজন। উদ্দেশ্যহীন ভাবে দাঁড়িয়ে

থাকা কিছু ইন্ডিয়ান চোখে পড়ল, মূর্তির মত মুখ এদের–অভিব্যক্তিহীন। আশপাশে কি ঘটছে তা দেখা ছাড়া কিছুই করছে না ওরা। কেউ কেউ দারুণ ব্যস্ততার সঙ্গে পথ চলছে। ক্যারিজ, ওয়্যাগন বা বাগির অভাব নেই রাস্তায়। ঘোড়সওয়ারও রয়েছে। কাছাকাছি কামারের দোকান থেকে হাতুড়ি আর নেহাইয়ের গম্ভীর কিন্তু ছন্দময় শব্দ ভেসে আসছে। বিভিন্ন ধরনের গন্ধ নাকে লাগছে ওর–সবগুলোর পার্থক্য ধরার বা বিশেষত্ব বোঝা কঠিন মনে হলো ক্যারেনের কাছে।

ওয়েলিংটনের মত বড় শহরের ব্যস্ততা, সৌন্দর্য বা প্রাণচাঞ্চল্য–সবই নতুন ওর কাছে। একইসঙ্গে রোমাঞ্চকরও। অথচ মানুষগুলোর বেশিরভাগই গম্ভীর, নির্লিপ্ত মুখে ভাবের কোন পরিবর্তন নেই। এ জিনিসটাও ওর জন্যে ভিন্ন অভিজ্ঞতা। ক্যারেন এমন একটি জায়গা থেকে এসেছে যেখানে রাস্তায় সুন্দরী মেয়েকে দেখে উইশ না করলেও অন্তত মৃদু হাসে লোকজন, মেয়েটির সামনে উপস্থিত হতে পারাকে সৌভাগ্য মনে করে; নিতান্ত সাধারণ এই মুহূর্তও অনেকদিন মনে রাখে তারা।

এই প্রাণচাঞ্চল্য নেই এখানকার কারও মাঝে, অন্তত পথচারীদের মধ্যে অনুপস্থিত।

হঠাৎ ছুটন্ত ঘোড়ার খুরের শব্দ শোনা গেল। একটা ক্যারিজের সামনে দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে রাস্তা পেরোল দু'জন লোক। 'ক্যাপ্টেন শেলবি! মিস্ কীনলে!' পেছন থেকে ডাকল কেউ।

ঘুরে তাকাল শেলবি। স্টুয়ার্ট আর গিলরয়। মানিকজোড় বলা যেতে পারে দু'জনকে, খুব কমই পরস্পরের কাছ থেকে আলাদা হয় এরা। পরিচিত হওয়ার পর থেকে তাই দেখে এসেছে ও।

হিচিং রেইলে ঘোড়া বেঁধে এগিয়ে এল ওরা।

'সর্বনাশ হয়েছে, ম্যা'ম!' রাগে কুৎসিত দেখাচ্ছে গিলরয়ের সুদর্শন মুখ। 'তোমরা দু'জন চলে আসার পরপরই ক্যাম্পে উপস্থিত হয় ফ্লেনারের ক্রুরা। সঙ্গে টাউন মার্শাল আর শেরিফ, দু'জনেই ছিল। কাগজপত্র দেখে ওরিন বলল, কিছুই করার নেই আমাদের। গরুর পাল শহরের দক্ষিণে নিয়ে আসছে ওরা। তোমাদের খবর দিতে আমাদের পাঠাল ওরিন। চাক ওয়্যাগন নিয়ে গরুর পালের পিছু পিছু আসছে ও।'

'একটু আগে ফ্লেনারের সাথে দেখা হয়েছে আমাদের, ওর কাছ

থেকে জেনেছি সবকিছু। আপাতত বোধহয় হাত গুটিয়ে বসে থাকতে হবে আমাদের। মাথা গরম করে লাভ হবে না। দয়া করে ফ্লেনারের কোন ক্রুর সঙ্গে ঝামেলায় জড়িয়ো না। ফিরে গিয়ে ওরিনকে চলে আসতে বলো এখানে। সাথে জো-কেও নিয়ে এসো। সন্ধের পর হোটেলে দেখা হবে আমাদের।'

'ক্যাপ্টেন, কিছুই কি করার নেই আমাদের? চোখের সামনে দিয়ে গরু নিয়ে যাবে ওরা…' খেপা স্বরে অসন্তোষ প্রকাশ করল স্টুয়ার্ট।

'ঠাণ্ডা মাথায় ভাবতে হবে। হয়তো এখনও সুযোগ আছে আমাদের। যাক্‌গে, সন্ধেয় হোটেলে দেখা হবে। অ্যাডিওস!'

ক্যারেনকে নিয়ে হোটেলে ঢুকল ও। ভাই-বোনের জন্যে কামরা ভাড়া করল। রেজিস্ট্রারে সই করে দোতলায় চলে গেল ক্যারেন। কিছুই বলল না শেলবিকে। খানিকটা বিস্ময় নিয়ে মেয়েটিকে দেখল ও, ঠিকই বুঝল ক্লান্তি নয়, বরং হতাশার কারণে নির্লিপ্ত আচরণ করছে মেয়েটা। নিজের দুর্ভাগ্যের জন্যে ওকেই দোষারোপ করছে বার-কে মালিক।

তিক্ত মনে নিজেকে অভিসম্পাত করল শেলবি। নিজের জন্যে একটা কামরা ভাড়া করে গরম পানির ফরমাশ দিয়ে সিঁড়ির দিকে এগোল।

সিঁড়িতে ক্যারেনের দেখা পেয়ে বিস্মিত হলো ও। বিব্রত দেখাচ্ছে মেয়েটিকে।

এগিয়ে এসে ওর জামার আস্তিনে হাত রাখল ক্যারেন। 'তুমি বোধহয় আমার ওপর রাগ করেছ, ক্যাপ্টেন! আমি সত্যিই দুঃখিত। কিন্তু কি করব বলো…হতাশার মধ্যেও অজুহাত খুঁজে বেড়ায় মানুষ। বিশ্বাস করো, শুধু তোমাকেই নয়, মনে মনে নিজেকেও দোষারোপ করছি আমি…'

ক্যারেনের প্রতি সহানুভূতি বোধ করল শেলবি। 'কিছু মনে করিনি আমি,' অন্যমনস্ক সুরে বলল ও, তারপর সিঁড়ি ভেঙে উঠতে শুরু করল।

নিজের দুর্ভাগ্যের জন্যে ওকে দোষারোপ করেছে ক্যারেন। কিন্তু ও কাকে দোষারোপ করবে? দু'জনেরই অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে, জানে শেলবি, ক্যারেনের ক্ষতি হয়তো কোন ভাবে পুষিয়ে নেয়া সম্ভব। কিন্তু ওর ক্ষতি কি পুষিয়ে নেয়ার মত–চাইলেই কি সুসান স্টিফেন্সকে পাওয়া সম্ভব?

'ওর কথা ভাবছ তুমি!' ফিসফিস করে বলল মেয়েটা। 'সুসান স্টিফেন্সের কথা ভাবছ! ওর সৌভাগ্যকে হিংসে হচ্ছে আমার!'

'সৌভাগ্য?' প্রায় কর্কশ হয়ে গেল শেলবির কণ্ঠ। টের পেল অজান্তে লবির লোকজনের মনোযোগ আকর্ষণ করে ফেলেছে। আলাপ থামিয়ে ওদের দিকে তাকিয়ে আছে কয়েকজন, চোখে কৌতূহল।

লবির কোণে বসে নিজেদের মধ্যে আলাপ করছিল দু'জন লোক। শেলবির তীক্ষ্ণ স্বরে সিঁড়ির দিকে তাকাল ওরা। বিস্ময় ফুটে উঠল দু'জনের চোখে। আগে থেকেই ওকে চেনে এরা, তবে মনোযোগ দেয়নি বলে বিশাল লবির এ প্রান্ত থেকে চিনতে পারেনি শেলবিকে। ট্রেইলে রাইড করার পোশাক আর ওর ক্ষৌরিহীন মুখও দায়ী কিছুটা।

'মি. শেলবি!' পেছন থেকে ওকে ডাকল কমবয়েসী লোকটা, দ্রুত এগিয়ে আসছে।

ফিরে তাকাল ও। গরু ব্যবসায়ী স্কট হিগিন্স আর ল-ইয়ার হ্যারল্ড পামার।

কাছে এসে ওর হাত ধরে ঝাঁকাল স্কট হিগিন্স। 'টেক্সাসে থাকার কথা এখন তোমার! যাওয়ার সময় তো বলেছিলে আগামী বছরের আগে দেখা হবে না। যাক্‌গে, সৌভাগ্যটা উদ্‌যাপন করা যাক। কি বলো, মি. পামার?' সম্মতির আশায় ঝানু আইনজ্ঞের দিকে তাকাল গরু ব্যবসায়ী।

দু'জনের সঙ্গে হাত মেলাল শেলবি, ক্যারেনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। টেবিলে এসে বসল চারজন।

'মজার ব্যাপার কি জানো, ম্যা'ম, তোমার ব্যাপারেই আলাপ করছিলাম আমরা,' জানাল রোনাল্ড পামার। পঞ্চাশোর্ধ্ব সুদর্শন মানুষ। পোশাক এবং আচরণে পুরোদস্তুর শহুরে ভদ্রলোক। হাতছানি দিয়ে ওয়েটারকে ডাকল সে। 'ব্যবসার খাতিরে আমার পরিচয় ছিল তোমার বাবার সঙ্গে।'

'মিস্, তোমার পালের ব্যাপারে সত্যি আগ্রহ আছে আমার,' ক্যারেন কিছু বলতে যেতে হাত তুলে থামিয়ে দিল গরু ব্যবসায়ী, তারপর নিচু স্বরে খেই ধরল। 'প্রায় কয়েক হাজার গরু কেনার অফার পেলাম আজ, কিন্তু বিক্রেতার কাগজপত্র দেখে সন্তুষ্ট হতে পারিনি আমি। মি. পামারের সঙ্গে পরামর্শ করতে গিয়ে আরও জানলাম ওই পালে তোমার গরুও রয়েছে। ব্যবসার ব্যাপারে বরাবর পরিষ্কার থাকতে চাই আমি, সেজন্যেই

আইনগত দিক নিয়ে আলাপ করছিলাম ওর সঙ্গে। আমার তো মনে হয় পরিস্থিতির কিছুটা ব্যাখ্যা দিতে পারবে তুমি।'

'নিশ্চই, মি. হিগিন্স,' অনুমোদনের আশায় শেলবির দিকে তাকাল ক্যারেন।

'সবকিছু খোলসা করতে সময় লাগবে,' বলল শেলবি। 'এক কাজ করা যায়, লাঞ্চের পর মি. পামারের অফিসে বসে আলাপ করতে পারি আমরা।'

দুই ব্যবসায়ীকে বিদায় করে যার যার কামরায় ঢুকল ওরা। দাড়ির জঙ্গল সাফ করে গোসল সারল শেলবি, নিচে নেমে ডেস্কে চলে এল। 'মিস্ সুসান স্টিফেন্স নামে কেউ উঠেছে এখানে?' কেরানির কাছে জানতে চাইল।

'এখনও উঠেনি, তবে দুটো কামরা ভাড়া করা হয়েছে—ওর আর মেইডের জন্যে। দুপুরের দিকে আসার কথা ওদের। কোন সংবাদ দিতে হবে?'

'না, ধন্যবাদ। আমি নিজেই দেখা করব ওর সঙ্গে।'

হোটেল থেকে বেরিয়ে প্রথমে লিভারি স্টেবলে গেল ও। ঘোড়া দুটোর বিশেষ যত্নের ফরমাশ দিয়ে ফেরার পথে কয়েকপ্রস্থ কাপড় আর তামাক কিনল। একটার সময় ক্যারেনের সঙ্গে লাঞ্চ করার কথা। হাতে যথেষ্ট সময় আছে দেখে পিস্তল দুটো পরখ করল ও, তেল দিয়ে পরিষ্কার করল। তারপর হোলস্টারে পুরে কয়েকবার ড্র করল। কোল্ট দুটো ওর নিজের না হলেও মোটামুটি অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে এ ক'দিনে।

কাপড় পরে একটার সময় ডাইনিংরুমে এল শেলবি। একটা টেবিলে বসে অপেক্ষায় থাকল ক্যারেনের জন্যে।

লাঞ্চ সেরে রোনাল্ড পামারের অফিসের দিকে এগোল ওরা। কোর্টহাউসের দোতলায় আইনজ্ঞের অফিস। ছোটখাট একটা বিস্ময় অপেক্ষা করছিল ওদের জন্যে। সিঁড়ির গোড়ায় দেখা হয়ে গেল জ্যাক ফ্লেনারের সঙ্গে। তিন ক্রু সহ সবে বেরিয়ে এসেছে অফিস থেকে। চওড়া হাসি উপহার দিল চকটো বেন্ড বস্, হ্যাটে আঙুল ছোঁয়াল ক্যারেনের সঙ্গে চোখাচোখি হওয়ার সময়।

কিছু না বলে পাশ কাটিয়ে চলে গেল সে।

অফিসে ঢুকল ওরা। দুই ব্যবসায়ীর মুখ দেখেই বুঝে নিল এবারও

ব্যর্থ হয়েছে ওরা।

'কাগজপত্র দেখিয়ে গেল ফ্লেনার,' ওরা বসার পর বলল পামার। 'ওর কাগজে চীফ বিগ জন আর কয়েকজন সাক্ষীর দস্তখত আছে। দুঃখজনক হলেও সত্যি, ফেডারেল সরকারের সঙ্গে ইন্ডিয়ানদের চুক্তি অনুযায়ী গরু বিক্রি করার বৈধ ক্ষমতা আছে ওর।'

নীরবে কেটে যাচ্ছে সময়। প্রত্যাশা নিয়ে আইনজ্ঞের দিকে তাকিয়ে আছে ক্যারেন, কামড়ে ধরায় ফ্যাকাসে হয়ে গেছে নিচের ঠোঁট। এদিকে ধীরে-সুস্থে পাইপে তামাক ভরল শেলবি, অনেকক্ষণ পর নীরবতা ভাঙল। 'চুক্তির এক্তিয়ারভুক্ত ফেডারেল জাজ কোথায় বসেন?'

'ক্যান্সাস সিটিতে, মি. শেলবি,' জানাল আইন ব্যবসায়ী। 'গত বছর এমন আরেকটা ঘটনা ঘটেছিল। ফ্লেনারের বিরুদ্ধে ইনজাংশন জারি করেও কাজ হয়নি। শেষপর্যন্ত সে-ই জিতেছে।'

'ঠিক ওরকম কিছুই করতে চাই আমি,' বলল শেলবি, কিছুটা হলেও আশাহত হয়ে পড়েছে। 'ফ্লেনার কেবল উঁচুদরের চোরই নয়, সম্ভবত চীফ বিগ জনের ছেলের খুনীও। ওর জোচ্চুরির খবর জানত ছেলেটা। চীফ বা ইন্ডিয়ানদের কাছে যাতে প্রকাশ না পায়, সেজন্যেই খুন করেছে লিটন জনকে।'

'গরু হাতবদল হওয়ার আগে যদি যথেষ্ট প্রমাণ দেখাতে পারো এবং বিগ জনকে যদি এখানে আনতে পারো···হয়তো ফ্লেনারকে আটকাতে পারব আমরা। কিন্তু খুব একটা সময় পাবে না তুমি, মি. শেলবি। বড়জোর কয়েক ঘণ্টা। রেলরোডে প্রচুর ওয়্যাগন পড়ে আছে, এবং সকালের মধ্যে ওগুলো ভরে ফেলতে চাইছে কোম্পানি।'

'প্রায় অসম্ভব একটা কাজ করতে বলছ আমাদের!'

'আমি সত্যিই দুঃখিত, বিশেষ করে তোমার জন্যে, মিস্ কীনলে,' গম্ভীর কিন্তু আন্তরিক স্বরে বলল স্কট হিগিন্স। 'ব্যবসা ব্যবসাই। বুঝতে পারছ, এ অবস্থায় কিছুই করার নেই আমার। আমাকে দেরি করতে দেখলে অন্য কারও সঙ্গে কথা বলবে ফ্লেনার। টেক্সাস থেকে আরও গরু আসবে, এই আশায়ও বসে থাকতে পারি না। তাছাড়া, ওর কাগজপত্রে তেমন কোন খুঁত দেখতে পায়নি মি. পামার।'

বিদায় জানিয়ে বেরিয়ে গেল সে।

'সব শেষ! একেবারে দেউলিয়া হয়ে গেলাম আমি!' ক্যারেনের কণ্ঠ

অপরিচিত ঠেকল শেলবির কাছে। 'ক্রুদের বেতন দেয়ার সামর্থ্যও এখন নেই আমার। জো স্কুলে যেতে পারবে না। টেক্সাসে ফিরে যেতেও ভয় লাগছে, বেশ কয়েকজন পাওনাদার আছে ওখানে। ওহ্, কেউ যদি খুন করত ফ্লেনারকে! তাহলে আর কারও সঙ্গে এমন জঘন্য জোচ্চুরি করতে পারত না ও!' ঝট করে উঠে দাঁড়িয়ে শেলবির দিকে ফিরল মেয়েটি। 'কি বলছি বুঝতে পারছ না, ক্যাপ্টেন? সারা জীবনে কারও অমঙ্গল চাইনি আমি, কিন্তু এখন···সারা দুনিয়ায় কেবল এই একটা লোকের অমঙ্গল চাইছি, ওর মৃত্যু হলে এত দুঃখের মধ্যেও হয়তো একটু হাসতে পারতাম!'

'তোমার সঙ্গে অনেকেই হাসবে, ম্যা'ম,' উঠে দাঁড়ানোর সময় গম্ভীর স্বরে বলল শেলবি। 'এবং এদের কেউই মন্দ লোক নয়। চলো।'

আইনজ্ঞকে ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে এল ওরা। নীরবে এগিয়ে চলল হোটেলের দিকে।

লবিতে জো কীনলের দেখা পেল ওরা। ভাইকে দেখে নিজেকে সামলে নিল ক্যারেন, অন্তত এখনই দুঃসংবাদ দিতে চাইছে না। 'তোমার জন্যে কিছু নতুন কাপড় কিনেছি, জো,' চেষ্টাকৃত কোমল কণ্ঠে বলল ও। 'গোসল সেরে ওগুলো পরবে তুমি।'

চেষ্টা করলেও হতাশা লুকাতে পারেনি ক্যারেন, সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে ওকে দেখছে জো। 'নতুন কাপড় দিয়ে কি হবে, সিস্? আমি বরং ক্যাপ্টেন শেলবির মত পুরোদস্তুর কাউবয় হয়ে যাব।' থেমে শেলবির দিকে ফিরল সে। 'হয়েছে কি, বলো তো? গরু বিক্রি করতে কোন ঝামেলা হয়নি তো?'

'প্লীজ, জো!'

বোনের অনুরোধে কাজ হলো না, অবাধ্য বাচ্চার মত ঠায় দাঁড়িয়ে আছে জো। প্রশ্নটার উত্তর আশা করছে।

'রূমে যাও, সোল্‌জার!' হাত বাড়িয়ে ছেলেটার মাথার চুল এলোমেলো করে দিল শেলবি। 'ও যা বলছে করো।'

ভাই-বোন চলে যাওয়ার পর লবির একপাশে সরে এল শেলবি। পাইপ বের করে তামাক ভরল, তারপর হোটেলের বাইরে সাইডওঅকের দিকে মুখ করে রাখা আর্মচেয়ারের একটায় বসে পড়ল। কাচের দেয়ালের ওপাশে রাস্তার দিকে তাকাল। ধূমপানের ফাঁকে খাপছাড়া

চিন্তাগুলো জোড়া লাগানোর চেষ্টা করছে। আশপাশের কোন শব্দই ওর কানে এল না।

অপেক্ষা করা ছাড়া কিছুই করার নেই এখন, তিক্ত মনে উপসংহারে পৌঁছল। সর্বনাশের অপেক্ষা! চূড়ান্ত পরাজয় খুব বেশি দূরে নেই। সুসান স্টিফেন্সকে মনে পড়ল, এখানে অপেক্ষা করলে হয়তো দেখা হবে মেয়েটার সঙ্গে। কথা বলা দরকার ওর সঙ্গে। ফ্রেনা বোধহয় উপস্থিত থাকবে, কিন্তু তাতে কি?

সেদিন রাতে চকটো বেন্ডেই সবকিছুর কিনারা করে ফেলতে পারত ও। কেন করল না? সুসানের অনুরোধ ফেলতে পারেনি, ভাবছে শেলবি, মেয়েটির প্রতি ওর অন্ধ ভালবাসা কিছুক্ষণের জন্যে হলেও বিচলিত করে তুলেছিল ওকে। মনে হয়েছিল এটাই উচিত এবং পরেও সুযোগ মিলবে। অথচ এখন অসহায়ের মত সবকিছু হারাতে বসেছে! চরম ওই বোকামির শেষ কোথায়?

সহসাই উত্তরটা খুঁজে পেল ও।

ফ্রেনারকে ভালবাসে কিনা, এ প্রশ্নের উত্তর দেয়নি মেয়েটি। মুখে না বললেও উত্তরটা দিয়েছিল–সুসানের চোখে ফুটে উঠেছিল। সেটাকে নিজের পক্ষে ধরে নিয়েছিল শেলবি, ভেবেছে এখনও ওকে ভালবাসে সুসান। ফ্রেনারের সঙ্গে বিয়েতে সম্মতি দিয়ে ওর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে চেয়েছে, অথচ বিনিময়ে নিজের ভালবাসা বিসর্জন দিয়েছে।

আগে তাই মনে হলেও, এখন আর নিশ্চিত নয় শেলবি। উত্তরটা চাই ওর। দারুণ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে সেটা, কারণ পরবর্তী সবকিছু নির্ভর করবে সুসানের উত্তরের ওপর।

ওর দু'পাশের চেয়ার খালি হয়ে গেছে। দু'জন লোক এসে বসেছে এখন, মাঝখানে ওকে রেখেই দিব্যি আলাপ শুরু করেছে। বিরক্ত হয়ে উঠে দাঁড়াল শেলবি, শুনতে পেল সঙ্গীর উদ্দেশে সময় জানতে চাইছে বাম দিকের লোকটা।

'তিনটে দশ,' জানাল অন্যজন।

চোখের কোণে কি যেন ধরা পড়ল ওর। চট করে পাশ ফিরল শেলবি, দেখতে পেল সোনার একটা ঘড়ি ডান দিকের লোকটার হাতে, এবং ওর দিকেই তাকিয়ে আছে সে। বিশালদেহী মানুষ, ভুরুর ওপর বড়সড় একটা ক্ষতচিহ্ন থাকায় প্রায় সারাক্ষণই কপাল কুঁচকে থাকে।

ওর ঘড়িটা! ওপরের ঢাকনায় কনফেডারেট আর অ্যালাবামা রাজ্যের দুই পতাকা আড়াআড়ি খোদাই করা, ক্রসের মত, ঠিক নিচে ওর নামের আদ্যক্ষর খোদাই করা: ই.ডব্লু.এস।

ইচ্ছে করেই ওকে ঘড়ি দেখাচ্ছে লোকটা! *চোরের এত সাহস হয় কি করে?*

চারপাশে তাকিয়ে তৎক্ষণাৎ কারণটা আবিষ্কার করল শেলবি। ওকে প্রলুব্ধ করছে! ঠিক সামনে দাঁড়িয়ে আছে আরও দু'জন। সশস্ত্র এবং পিস্তলের কাছাকাছি চলে গেছে হাত। চারটে মুখ খুঁটিয়ে দেখে নিল ও, ঘড়ির মালিকানা দাবি করার অদম্য ইচ্ছে চেপে রেখেছে কোন রকমে। এদের কাউকে আগে কখনও দেখেছে কিনা মনে করতে পারল না। চক্কটো বেন্ডেও দেখেনি। চেহারা-সুরতে বন্দুকবাজ মনে হচ্ছে।

উত্তেজনার জায়গায় সচেতনতা অনুভব করল শেলবি। বুঝতে পারছে একটা ছুঁতো পেলে নির্দ্বিধায় ওকে খুন করবে এরা। চাইছে ভুল করুক শেলবি, সাধারণ তর্ক থেকে গানফাইটে গড়িয়ে যাবে ব্যাপারটা। নিখুঁত সেট-আপ।

কিন্তু ওদের উৎসাহে পানি ঢেলে ডেস্কের দিকে এগোল শেলবি। পেছনে হেসে উঠল লোক দুটো। *পরে, বাছাধন,* অপমান হজম করার সময় অনমনে ভাবল ও, *জায়গামত তোমাকে ঠিক চেপে ধরব আমি!*

সুসান এসেছে কিনা, কেরানির কাছে জানতে চাইল ও।

'এসেছে, মি. শেলবি। ঘণ্টাখানেক হলো। একশো আঠারো নম্বর কামরা। উনিশে আছে ওর মেইড।'

ধনবাদ জানিয়ে সিঁড়ির দিকে এগোল শেলবি, দ্রুত উঠে এল দোতলায়। দীর্ঘ করিডর আলোকিত হয়ে আছে দেয়ালে ঝুলন্ত লণ্ঠনের আলোয়। দু'পাশে সারিবদ্ধ কামরা। একেবারে শেষ দিকে উদ্দিষ্ট কামরাটা খুঁজে পেল ও। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে দ্বিধা করল কয়েক মুহূর্ত, তারপর লম্বা শ্বাস নিয়ে নক্ করল।

টিলি দরজা খুলল। ওকে দেখে উজ্জ্বল হয়ে গেল কালো মুখ। 'মনে মনে তোমাকেই আশা করছে মিসি!' চাপা স্বরে বলল সে। 'ভেতরে এসো, মাসাহ্ ক্যাপ'ন। মিসি কাপড় বদলাচ্ছে। জানালার পাশে বসো, প্লীজ, মিসি তৈরি হলে নিয়ে আসব তোমার সামনে।' একটা চেয়ার তুলে দেখাল সে, তারপর ভেতরের কামরার দিকে এগোল।

'সত্যিই কি ফ্লেনারকে বিয়ে করবে ও?'

থমকে দাঁড়াল টিলি। একইসঙ্গে বেদনা, শঙ্কা আর হতাশা ফুটে উঠল কালো মুখে। 'জানি না, মাসাহ্,' হঠাৎ ফুঁপিয়ে উঠল মেয়েটা। 'কিন্তু একটা কথা জানি, এই ভুলে জীবন বরবাদ হয়ে যাবে ওর! কখনোই সুখী হতে পারবে না আমার মিসি! তুমি কি ওকে নিয়ে যেতে পারো না?' মিনতি ঝরে পড়ল নিগ্রো মেয়েটির চোখে।

'টিলি, কার সঙ্গে কথা বলছ?' ভেতরের কামরা থেকে সুসানের কণ্ঠ ভেসে এল। 'বুঝেছি, আবার নাকি কান্না শুরু করেছ!'

দ্রুত পর্দার ওপাশে চলে টিলি।

জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল শেলবি, প্রায় অধৈর্য হয়ে উঠেছে। ভেতরের কামরা থেকে সুসানের নিচু কণ্ঠ শুনতে পেল, টিলিকে ভর্ৎসনা করছে। দীর্ঘ নীরবতা নেমে এল এরপর।

একটু পর দুই কামরার দরজায় এসে দাঁড়াল সুসান।

গাঢ় গোলাপী স্কার্ট আর সাদা ব্লাউজের সঙ্গে ম্যাচিং করা ওয়েস্টকোট ওর পরনে। গলায় মুক্তোর হার। কালো চুল ক্লিপ দিয়ে আটকানো, ছোটখাট একটা গম্বুজ তৈরি হয়েছে চাঁদির ওপর। মুখে সামান্য প্রসাধনও নেই, কিন্তু পেলব অপূর্ব মুখশ্রী যাদুর মত আকর্ষণ করবে যে-কারও দৃষ্টি।

দৃশ্যত, ওর আসার কথা জানায়নি টিলি। সুসানও কিছু টের পায়নি। দরজার ওপর থমকে দাঁড়াল মেয়েটা। বিহ্বল চোখে অনিশ্চয়তা ফুটে উঠল ক্ষণিকের জন্যে, তারপর সেখানে আনন্দ আর উল্লাসের ঝিলিক দেখতে পেল শেলবি।

দু'বাহু প্রসারিত করে ছুটে এল সুসান। অনুরাগ বা ভালবাসা নয়, নিজেকে সঁপে দেয়ার ভঙ্গিতে ওর অসহায়ত্ব আর নির্ভরতাই বেশি প্রকাশ পেল।

সুসানের হাত নিজের হাতে তুলে নিতে বিস্মিত হলো শেলবি। বড্ড ঠাণ্ডা! অথচ সবসময়ই উষ্ণ থাকে মেয়েটির হাত, মনে পড়ল ওর, এমনকি শীতের দিনেও। প্রবল নির্ভরতায় শেলবিকে জড়িয়ে ধরে কাঁধে মাথা রাখল সুসান।

গলায় ঠাণ্ডা পানির স্পর্শ পেল শেলবি। সুসানের কানের কাছে মুখ নিয়ে এল ও, নিবিড় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করল মেয়েটিকে। 'তোমাকে

আমার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়ার অধিকার বা ক্ষমতা কারও নেই। আমরা সবসময়ই পরস্পরের ছিলাম, সু। অ্যালাবামার সেই রাতের কথা মনে আছে, যুদ্ধে চলে আসার আগের রাতটা? তোমার প্রতিশ্রুতি মনে আছে?'

ধীরে ধীরে আলাদা হলো সুসান, তবে দূরে সরে গেল না। দু'হাতে ওর মুখ তুলে ধরল শেলবি। 'তুমি খুব নিষ্ঠুর, উইল!' কাঁপা স্বরে অভিযোগ করল ও। 'আমার কথা একবারও মনে পড়েনি তোমার। এখানে এসে থেকেছ এতগুলো বছর, যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরও নিজের বাড়িতে ফিরে যাওনি। ক'বছর অপেক্ষা করতে পারে মেয়েরা? একটা চিঠি লিখেও তো জানাতে পারতে, অথচ দাবি করো আমাকে ভালবাসো! ...ফ্লেনার আসার আগেই তোমার চলে যাওয়া উচিত। প্লীজ, আমার কষ্ট আর বাড়িয়ো না!'

'বেশ তো, যাব। কিন্তু তার আগে একটা জিনিসই জানবার আছে আমার, তুমি কি ওকে ভালবাসো?'

'ওকে যতটা ঘৃণা করি, দুনিয়ার কোন কিছুই তার তুলনা হতে পারে না! কিন্তু তারপরও, শুধু তোমার জন্যেই ওকে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছি...তাহলে তোমার কোন ক্ষতি করবে না ও। ওকে ভালবাসার কোন প্রতিশ্রুতি দেইনি আমি। ওহ্, উইল, না!' আতঙ্ক দেখা গেল সুসানের অশ্রুসিক্ত চোখে। 'তোমার মনে কি আছে, বুঝতে পারছি! ওকে খুন করতে চাইছ তুমি! না, উইল, ওর সামনাসামনি দাঁড়ানোর সুযোগ তোমাকে দেবে না ফ্লেনার। ওর মুখোমুখি হওয়ার আগেই তোমার লাশ ফেলে দেবে ওর ক্রুরা। ত্রিশজন খুনী, পিস্তলে দক্ষ সবাই। স্যান্ডি মরিসনের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে মুখিয়ে আছে ওরা, ফ্লেনার সামান্য ইঙ্গিত করলেই তোমাকে চেপে ধরবে সবাই। টেক্সাসে ফিরে যাও, উইল, প্লীজ! ...আর মনে রেখো, আজীবন তোমাকেই ভালবাসব আমি!'

কিছু একটা বলতে চেয়েছিল শেলবি, তারপর মত বদলে ঘুরে দাঁড়াল। মাথায় হ্যাট চাপিয়ে দরজার দিকে এগোল। দৃঢ় চোয়াল চেপে বসেছে, জেদ আর তেতে ওঠা রাগে আড়ষ্ট হয়ে গেছে প্রশস্ত কাঁধ। দরজা খুলে বেরিয়ে গেল ও। একটা কথাও বলল না, কিংবা ফিরেও তাকাল না।

এগারো

হন্যে হয়ে জ্যাক ফ্লেনারকে খুঁজছে শেলবি। শুরুতে হোটেলে অপেক্ষা করেছিল কিছুক্ষণ, অধৈর্য বোধ করায় শেষে রাস্তায় বেরিয়ে এসেছে। প্রায় আধ-ঘণ্টা ধরে শহরের বড়সড় এবং বিখ্যাত সবক'টা সেলুন, ড্যান্স-হল বা জুয়ার আড্ডা খুঁজে দেখল, কিন্তু কোথাও দেখতে পেল না চকটো বেন্ড বস্‌কে। ফ্লেনারের বেশ কয়েকজন ক্রুকে চোখে পড়েছে, অথচ পাত্তাও নেই লোকটার!

প্রথমে "সিলভার ডলার"-এ গিয়েছিল ও, সাইডওঅকে দাঁড়িয়ে জানালা দিয়ে ভেতরে নজর রাখার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু ঠাণ্ডা বলে সেলুনের সব জানালা ছিল বন্ধ, বাধ্য হয়ে ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও দরজায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে; কিন্তু সিগারেটের ধোঁয়ার কারণে ভেতরের কোন কিছুই স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল না। সুতরাং ভেতরে ঢুকল ও, দরজার একপাশে সরে গিয়ে খুঁটিয়ে দেখল সব লোককে। কারও মনোযোগ নেই ওর দিকে, ব্যস্ত সবাই। দুপুরে লবিতে যে-চারজন ওকে প্রলুব্ধ করতে চেয়েছিল, এরাও রয়েছে বারের কাছাকাছি। নিজেদের মধ্যে গল্পে মশগুল।

সহসাই শেলবির মনে পড়ল এদের কথা বলা হয়নি সুসানকে। ফ্লেনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল ওকে খুন করার চেষ্টা করবে না। কথা রাখেনি সে। চার ক্রুর মাধ্যমে উস্কে দিতে চেয়েছিল ওকে, খুনোখুনি হয়ে গেলে ঘটনার সঙ্গে ফ্লেনারের সম্পর্ক আবিষ্কার করতে পারত না কেউ। দারুণ একটা ফাঁদ পেতেছিল, টোপ ফেলেছিল চুরি করা ঘড়ি দিয়ে। নিখাদ সতর্কতার কারণে ফাঁদটা এড়িয়ে যেতে পেরেছে শেলবি।

অযথাই নিজেকে বিকিয়ে দিচ্ছে মেয়েটা, তিক্ত উপলব্ধি হলো আবারও, কেউটের সঙ্গে চুক্তি করা শুধু বোকামি নয়, নির্বুদ্ধিতাও।

ফ্লেনার নেই এখানে, সুতরাং সিলভার ডলারে থাকারও মানে হয়

না। ঘুরে ফিরতি পথ ধরল ও। সুইং ডোর ঠেলে বেরিয়ে আসার সময় পেছনে উচ্চকণ্ঠের হাসি শুনতে পেল, চোখের কোণ দিয়ে দেখতে পেল ওর উদ্দেশে তাচ্ছিল্যের হাসি হাসছে ফ্লেনারের চার ক্রু।

রাস্তায় বেরিয়ে ওয়েলিংটন প্যালেসের দিকে এগোল ও। ভেতরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে ওর দিকে ছুটে এল চারজন লোক, কিন্তু এদের কারও দিকে মনোযোগ নেই শেলবির। সিঁড়িতে জ্যাক ফ্লেনারকে দেখতে পেয়েছে, নেমে আসছে সে। এদিকে সমানে ওর কাঁধ বা হাত ধরে ঝাঁকাচ্ছে চারজন, কিন্তু গ্রাহ্য করল না শেলবি।

লবিতে, দরজার কাছাকাছি দাঁড়িয়ে পড়েছে ফ্লেনার; কারও উদ্দেশে হাসল। মৃদু স্বরে বলল কি যেন। কিন্তু কান খাড়া তার, শেলবি আর কাউবয়দের কথা শুনছে মনোযোগ দিয়ে।

হঠাৎ চুপ হয়ে গেল চারজন, বুঝতে পেরেছে ওদের কথায় তেমন আমল দিচ্ছে না শেলবি, তাছাড়া জ্যাক ফ্লেনার গোগ্রাসে গিলছে কথাগুলো। ধীর পায়ে সরে গেল ওরা। পনেরো ফুট দূরত্বে মুখোমুখি হলো দুই সাবেক ক্যাপ্টেন। হোলস্টার ছুঁইছুঁই করছে শেলবির হাত, টানটান হয়ে গেছে শরীর। এদিকে ফ্লেনারের মধ্যেও বিন্দুমাত্র আড়ষ্টতা নেই, কোটের দুটো বোতাম খুলে দিয়েছে সে, ডান হাতটা বুকের ওপর আড়াআড়ি পড়ে আছে। প্রয়োজন পড়া মাত্র শোল্ডার হোলস্টার থেকে পিস্তল ড্র করবে।

নিজেকে সামলে নিল শেলবি। জেদ আর বিদ্বেষে তেতে উঠেছিল ভেতরটা, অক্ষম রাগ প্রায় অন্ধ করে তুলেছিল ওকে, ফ্লেনারের পক্ষ থেকে সামান্য আভাস পেলেই ড্র করত। কিন্তু লবি ভরা লোকজনের মধ্যে গোলাগুলি করা উচিত হবে না, বুঝতে পেরেই নিজেকে সামলে নিয়েছে; তাছাড়া ভিড়ের মধ্যে ফ্লেনারের ক্রুও থাকতে পারে। ফ্লেনার আর ওর মধ্যে শো-ডাউন হলে তাতে চকটো বেন্ডের কোন ক্রু অংশগ্রহণ করবে না, এই নিশ্চয়তা আশা করা যায় না।

হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল চকটো বেন্ড বস্, তারপর দ্রুত পায়ে এগোল সিঁড়ির দিকে।

'থামো, জ্যাক!' তীক্ষ্ণ স্বরে ডাকল শেলবি।

কিন্তু গ্রাহ্য করল না সে, একই গতিতে এগোতে থাকল।

'শেষপর্যন্ত যে কি হবে!' পাশ থেকে বিড়বিড় করল বাডি ডুগাল,

দুশ্চিন্তায় কপাল কুঁচকে গেছে। 'আমাদের সব কথাই শুনে ফেলেছে ফ্লেনার!'

'চীফ বিগ জন বা লিটন জন, যাতে শহরে পৌঁছতে না পারে, সেজন্যে নিশ্চই কোন ফন্দি আঁটবে ও,' বলল ওরিন ওয়েনরাইট। 'তার আগেই আমাদের...'

চার কাউবয়ের উপস্থিতি সম্পর্কে এই প্রথম সচেতন মনে হলো শেলবিকে। 'কি যেন বলছিলে তোমরা?' বার-কে ফোরম্যানকে বাধা দিয়ে জানতে চাইল ও। 'মনে হচ্ছে বিগ জনের কথা বলছিলে?'

'কিছুই শোনোনি তাহলে! কিন্তু ফ্লেনার তো সবই শুনেছে, ওকে খেয়ালই করিনি আমরা!'

'বিগ জনের ব্যাপারটা কি?'

'লোকজন সহ শহরের তিন মাইল দূরে ক্রীকের কাছে ক্যাম্প করেছে চীফ জন, সঙ্গে লিটন জনও আছে। ছেলেটা নিজেই এসেছিল আমাদের ক্যাম্পে, বলল ফ্লেনারের সব জোচ্চুরি ফাঁস করে দেয়ার জন্যে ওয়েলিংটনে আসছে চীফ। শুধু তাই নয়, লিটন জনকে খুন করার অভিযোগও করবে সে। ফোর্ট স্মিথে লোক পাঠিয়েছে কমিশনারকে জানানোর জন্যে। সম্ভবত কমিশনারও চলে আসবে ওয়েলিংটনে।' টানা বলার পর থামল ডুভাল, তারপর বিব্রত মুখে শঙ্কা প্রকাশ করল: 'একটু আগে এসবই বলছিলাম তোমাকে, ক্যাপ্টেন। যে-খবর দিয়ে ফ্লেনারকে কুপোকাত করা যেত, সবই জেনে ফেলেছে সে। এখন যদি...'

'জলদি আমাদের সব লোকজন জড়ো করো!' তাড়া প্রকাশ পেল শেলবির কণ্ঠে। 'পুরো শহরে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে ওরা। খবর দিলেই চলে আসবে। সিলভার ডলার আর ক্যান্সাস কুইনে খোঁজ করব আমি, কুইনে দু'জনকে দেখেছি। ওরিন, ওয়েস্টার্ন স্টার আর মরিয়ার্টিসে যাবে তুমি; বাডি, তুমি যাবে গোল্ডেন হর্নে; রে, পিটকে নিয়ে সব রেস্টুরেন্ট, নাপিতের দোকান এবং রেলরোডের ওদিকে ঢুঁ মারবে তুমি। হ্যালারম্যানের স্টেবলে সবাই মিলিত হব আমরা। জলদি, অযথা সময় নষ্ট কোরো না!'

যতই চেষ্টা করুক, পনোরোজনের মিলিত হতে ঘণ্টাখানেকের মত লেগে গেল। চারটে বেজে গেছে তখন, সন্ধের বেশি দেরি নেই। আরও কয়েকজন ক্রু রয়েছে, খোঁজ পাওয়া যায়নি এদের। দ্রুত স্যাডলে চেপে

শহর থেকে বেরিয়ে এল শেলবি, ওরিন ওয়েনরাইট পথ দেখাচ্ছে।

রেলরোড পেরোনোর সময় দেরি হয়ে গেল ওদের। বেরসিকের মত চলে এসেছে একটা ল্লোকোমোটিভ। প্রেয়ারিতে ঘোড়সওয়ারদের একটা দল দেখতে পেল শেলবি, দ্রুত ছুটছে ক্রীকের দিকে। নিঃসন্দেহে ফ্লেনারের দল। এদিকে লোকোমোটিভের উদ্দেশে সমানে গালাগাল করছে ওয়েনরাইট, অধৈর্য ক্রুদের চেহারায় অসন্তোষ আর অসহায়ত্বের ছাপ। ওরা জানে অযথা কয়েকটা মিনিট দেরি হয়ে গেল।

'মুড়ির টিনের সরে যাওয়ার অপেক্ষায় থেকে লাভ নেই,' লক্করমার্কা লোকোমোটিভের দিকে তাকিয়ে বলল শেলবি, ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে লাইনের পাশের রাস্তা ধরে এগোল ও। 'ওটাকে পেরিয়েই যেতে হবে আমাদের।' স্পার দাবাল ও, ট্রেন থেকে নামতে থাকা যাত্রীদের পরোয়া করল না।

লাফিয়ে ট্রেন থেকে নামল এক লোক, শেলবির ঘোড়ার সামনে থেকে ছিটকে সরে গেল। তীব্র অসন্তোষ নিয়ে গালাগাল শুরু করল লোকটা, কিন্তু ভ্রূক্ষেপ করল না কেউ; লোকটার পাশ কাটিয়ে ঝড়ের বেগে ছুটে চলল পনেরোজনের দলটা।

প্রায় কয়েকশো গজ এগিয়ে ট্রেনের পেছন দিক দিয়ে লাইন পেরিয়ে এল ওরা, প্রেয়ারি ধরে ঘোড়া ছোটাল। 'চেরোকি রোড ধরে যাচ্ছে ওরা,' চিৎকার করে ক্রুদের জানাল শেলবি। 'সম্ভবত ব্রিজ পেরোবে। পুবে এগোব আমরা, বয়েজ, সরাসরি ক্যাম্পের দিকে ঘোড়া ছোটাব। আশা করি কিছুটা হলেও দূরত্ব কমাতে পারব।'

তুফান বেগে ঘোড়া ছোটাল ওরা, ক্রীক পেরিয়ে খোলা তৃণভূমি ধরে ছুটতে থাকল। আধ-মাইলের মত এগিয়ে থাকা ফ্লেনারের ক্রুদের দিকে দৃষ্টি চলে যাচ্ছে বারবার।

'ওদের আগে পৌঁছতে পারব না!' হতাশার সুরে বলল টম ব্লেভিন। 'শালার লোকো আর আসার সময় পেল না! ওটার জন্যেই মূল্যবান কয়েকটা মিনিট নষ্ট হলো। চীফের ক্যাম্পে কয়েকজন চকটো পুলিশকে দেখেছি, ওরা যদি কিছুক্ষণ ফ্লেনারকে আটকে রাখতে পারে…'

'মনে হয় না চীফের ক্যাম্পে হামলা করবে ফ্লেনার, তাহলে পস্তাতে হবে ওকে,' মতামত জানাল শেলবি। 'এত লোকের ওপর হামলা করে পার পাবে না ও, বরং বিগ জনকে কেনার চেষ্টা করবে।'

*

ক্রীকের কাছ থেকে একশো গজ দূরে কয়েকটা সিডারের ছায়ার নিচে ক্যাম্পটা। দূর থেকে বিশেষ ধরনের গোটা ছয়েক তাঁবু দেখা গেল, শুধু ইন্ডিয়ানরাই এ ধরনের তাঁবু ব্যবহার করে। ত্রিশজন রাইডারের দলটাকে দেখে এগিয়ে এল নীল কোট আর টুপি পরা চারজন চকটো পুলিশ। সশস্ত্র সবাই। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দাঁড়াল ওরা। দু'পা এগিয়ে এসে আগুয়ান রাইডারদের থামার সঙ্কেত দিল একজন।

লাগাম টেনে ঘোড়া থামাল জ্যাক ফ্লেনার। পেছনে সার বেঁধে দাঁড়াল অন্যরা।

'তুমি নিজে চলে আসায় ভালই হলো, মি. ফ্লেনার। কষ্ট করে তোমাকে খুঁজে বের করতে হলো না। চীফ মেটাওয়াহ্‌কিগাম কথা বলতে চাইছে তোমার সঙ্গে,' সবচেয়ে বড় তাঁবুর দিকে ইঙ্গিত করল চকটো পুলিশ। 'কমিশনার ওয়াল্টনের সঙ্গেও কথা বলতে হবে তোমার। শিগ্‌গিরই পৌঁছে যাবে সে।'

গম্ভীর মুখে নির্দেশটা শুনল চকটো বেন্ড বস্, ভেতরে ভেতরে অস্বস্তি বোধ করছে। ফোর্ট স্মিথ থেকে এখানে আসছে কমিশনার ওয়াল্টন! বিশ্বাস করতে পারছে না, তবে অবিশ্বাস করারও কিছু নেই। দুয়ে দুয়ে চার মেলাল সে। কমিশনারের সঙ্গে নিশ্চই চীফ জনও থাকবে। তারমানে লিটন জন সবই প্রকাশ করে ফেলেছে!

মোটা উপহার দিয়ে চকটো চীফকে সন্তুষ্ট করতে পারলেও কমিশনারকে ভাঁওতা দেয়া যাবে না। তিক্ত মনে নিজেকে গাল বকল ফ্লেনার, মনে করার চেষ্টা করল ওয়েলিংটন প্যালেসের লবিতে শেলবির উদ্দেশে এরকম কি যেন বলছিল টেক্সান ক্রুরা; কিন্তু খেয়াল করেনি সে। অবশ্য খেয়াল করলেও খুব একটা লাভ হত না বোধহয়।

পুরো ক্যাম্পের ওপর নজর চালাল ফ্লেনার। সবচেয়ে বড় তাঁবুর বাইরে ঈগলের পালক আর ভালুকের নখ সাজিয়ে গোলাকার একটা চাকতি ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে একটা খুঁটির মাথায়–চীফ বিগ জনের প্রতীক। সমানে চিৎকার করে অসন্তোষ প্রকাশ করছে কয়েকটা কুকুর, অনাকাঙ্ক্ষিত অতিথিদের উপস্থিতির প্রতিবাদ করছে। সিডারের গুঁড়ির কাছে রান্নার আয়োজন করেছে কয়েকজন স্কুঅ। ক্রীকের পাড়ে শুকনো ডালপালা কুড়াতে ব্যস্ত ছোট ছোট মেয়েরা।

'কমিশনার কখন আসবে, বি-টো?' জানতে চাইল ফ্লেনার।

'বেশি দেরি হবে না,' দক্ষিণে আঙুল তুলল বি-টো, দৃষ্টি সরায়নি ফ্লেনারের ওপর থেকে।

প্রেয়ারি ধরে তাকাল ফ্লেনার, সঙ্গে সঙ্গে বিস্ময়ে ঝুলে পড়ল মুখ। চেরোকি ট্রেইল ধরে তুফান বেগে ছুটে আসছে কয়েকজনের একটা দল। পনেরোজন হবে বোধহয়। *নিশ্চই শেলবি হারামজাদা!* কপাল আর কাকে বলে, একেবারে মোক্ষম সময়ে চলে এসেছে! কমিশনারের কাছে লিটন জনের স্বীকারোক্তি আর শেলবির দাবি, সব মিলিয়ে ওকে দোষী সাব্যস্ত করার জন্যে যথেষ্ট।

নিশ্চিত ভাবেই বলা যায়: পরাজয় খুব বেশি দূরে নয়। শেলবির কাছে হেরে যাবে সে! উইল শেলবি জিতে নেবে সব, এমনকি সুসান স্টিফেন্সকেও!

তীব্র ঘৃণা আর বিদ্বেষে দিশেহারা বোধ করল ফ্লেনার, শীতল শিহরণ বয়ে গেল মেরুদণ্ড বেয়ে। নিজেকে সামলে নিতে গলদ্‌ঘর্ম হতে হলো ওকে। নির্বিকার মুখে আগুয়ান অশ্বারোহীদের দেখল একবার, ক্রীকের প্রায় কাছাকাছি পৌঁছে গেছে ওরা।

হামলা করবে নাকি? খোলা প্রেয়ারিতে চূড়ান্ত মোকাবিলা করে ফেলবে? চিন্তাটা সঙ্গে সঙ্গে বাতিল করে দিল সে। জয়ের সম্ভাবনা ওরই বেশি, এমনকি চকটোরা যদি শেলবির পক্ষ নেয়, লোকবলের কারণেই জিতে যাবে সে। কিন্তু আগ বাড়িয়ে হামলার কারণে অভিযুক্ত হতে হবে, এর পরিণাম ওর পক্ষে থাকবে না। তাছাড়া, কে বলতে পারবে লড়াই হলে বহাল তবিয়তে শহরে ফিরে যেতে পারবে ও? শেলবির প্রথম গুলিটা যে ওর দিকেই ধেয়ে আসবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই, একই ভাবে ওর প্রথম গুলিটাও শেলবির দিকে যাবে।

শুধু শুধু ঝুঁকি নেয়ার চেয়ে শহরে গিয়ে গরু ব্যবসায়ীর সঙ্গে চুক্তি করে, গরু বিক্রির টাকা নিয়ে আজ রাতেই সুসানকে নিয়ে ওয়েলিংটন ছেড়ে চলে যাওয়াই মঙ্গল। কয়েকশো ডলার পেলে অনেকেই রাজি হয়ে যাবে উইল শেলবিকে খুন করার জন্যে। তাহলে আর পিছু নিতে পারবে না কেউ!

জিভ চালিয়ে ঠোঁট ভেজাল ফ্লেনার, চকটো পুলিশের দিকে তাকিয়ে স্মিত হাসল। 'ঠিক আছে, বি-টো, মেটাওয়াহ্‌কিগাম আর কমিশনারের

সঙ্গে কাল সকালে শহরে দেখা করব আমি।' ঘুরে ক্রুদের দিকে ফিরল সে, নিচু স্বরে নির্দেশ দিল।

লড়াই করতে এসেছে ওরা, টগবগ করে ফুটছিল শো-ডাউনে যাওয়ার জন্যে। নিরাশ হলেও কিংয়ের নির্দেশ অমান্য করার সাহস হলো না কারও, নীরবে ফিরতি পথ ধরল সবাই।

ক্রীক পেরোনোর সময় দু'শো গজ দূরে পনেরো-ষোলো জনের দলটাকে দেখতে পেল ফ্লেনার। মুখোমুখি হওয়ার সম্ভাবনা নেই, পরস্পরকে এড়িয়ে যাচ্ছে ওরা। আফসোস নেই তার। শহরে জরুরী কাজ পড়ে আছে।

ফ্লেনারের দলের পিছু পিছু ছুটে এল কুকুরগুলো, পঞ্চাশ গজ এগিয়ে আগ্রহ হারিয়ে ফেলল; তারপর বাঁক নিয়ে নতুন দলের দিকে ছুটে গেল।

ডা. হোয়াইটের মিশন থেকে পালানোর সময় শেলবিকে গুলি করেছিল দুই চকটো পুলিশ, বি-টো তাদের একজন। শেলবিকে দলবল সহ এগিয়ে আসতে দেখে সেদিনের মত বিদ্বেষ দেখা গেল না তার মধ্যে, বরং মৃদু হাসল। হাত তুলে থামতে বলল। একই ভাবে দাঁড়িয়ে আছে অন্য তিন পুলিশ, তবে রাইফেলের নল নিচু হয়ে গেছে।

বিশ গজ দূরে থামল শেলবির ঘোড়া। চকটোদের হাতের অস্ত্রের ওপর ঘুরে গেল ওর দৃষ্টি। ইন্ডিয়ানরা সাধারণত নিজেদের এলাকার বাইরে অস্ত্র বহন করে না। এর অর্থ একটাই: কমিশনারের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ পেয়েছে বিগ জন।

চীফের তাঁবু থেকে বেরিয়ে এল লিটন জন। প্রায় ছুটে এল সে। লাল একটা শার্ট আর বাকস্কিন ব্রীচ পরনে। মাথায় ব্যান্ডেজ। 'ইয়া-ইই,' দু'হাত তুলে সমানে চেঁচাচ্ছে সে। 'ক্যাপ্টেন! ক্যাপ্টেন!'

দু'চোখ ভরা স্বস্তি নিয়ে ছেলেটাকে দেখল শেলবি। স্মিত হাসল। স্যাডল ছেড়ে নামল ও, হাত মেলাল লিটন জনের সঙ্গে। 'তোমার বাবা কোথায়?'

'কিছুক্ষণের মধ্যে চলে আসবে,' দক্ষিণে আঙুল তুলে দেখাল লিটন জন। 'সাদা চীফের সাথে কথা বলেছে বাবা। কমিশনার ওয়াল্টন আসছে। তুমি বরং শহরে ফিরে যাও, ক্যাপ্টেন, ফ্লেনার খারাপ কিছু করার আগেই শায়েস্তা করো ওকে। চীফকে নিয়ে শহরে পৌঁছে যাবে বাবা। জলদি, ক্যাপ্টেন!' পরামর্শের সঙ্গে তাড়াও দিল সে। 'আমার তো

মনে হয় শহরে দারুণ একটা লড়াই হবে!' অদ্ভুত ভঙ্গিতে পাক খেল সে–ইন্ডিয়ানদের যুদ্ধের নাচন। 'ইশ্‌শ্‌! আমি যদি যেতে পারতাম!'

ছেলেটার কাঁধ ধরে ঝাঁকাল শেলবি। 'গ্রামে ফিরলে কিভাবে? কোথায় হাওয়া হয়ে গিয়েছিলে?'

'তোমাকে খুঁজতে নদীর কাছে গিয়েছিলাম, কিন্তু ফ্লেনারের তিন ক্রুর মুখোমুখি পড়ে গেলাম। তো, একজনকে ফুটো করে দিলাম, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মাথায় কি যেন আঘাত করল, তারপর আর কিছুই জানি না। পরে দেখলাম সোসিটাহ্‌র কেবিনে শুয়ে আছি। ও-ই বাবাকে খবর দিয়েছে। পরদিনই সাদা চীফের কাছে গেলাম আমরা।

'ক্যাপ্টেন, ফ্লেনারকে দেখেছ নিশ্চই? হঠাৎ চলে গেল কেন সে? নিশ্চই বদ মতলব জেগেছে ওর মাথায়! হয়তো শহর ছেড়ে চলে যেতে পারে সে। তাড়াতাড়ি যাওয়া উচিত আমাদের!' ফের নাচতে শুরু করল সে।

'কিন্তু কমিশনারের বক্তব্য জানা দরকার আমাদের,' উসখুস করতে থাকা ক্রুদের দিকে তাকাল শেলবি, চিন্তিত। সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না।

'ক্যাপ্টেন, আসছে ওরা!' উত্তেজিত স্বরে বলল লিটন জন।

প্রথমে কিছুই দেখা গেল না, খুরের শব্দ শোনা গেল শুধু। মিনিট কয়েক পর দিগন্তের সীমানায় কয়েকজন ছুটন্ত অশ্বারোহীর অবয়ব ফুটে উঠল। ধীরে ধীরে কাছে চলে আসছে ছয়জন ঘোড়সওয়ার।

অপেক্ষায় থাকল ওরা, মিনিট পাঁচ পর পৌঁছল ছয় রাইডার।

এগিয়ে গিয়ে সবার সামনের লোকটির সঙ্গে কথা বলল লিটন জন। চওড়া কালো হ্যাট তার মাথায়, গায়ে নীল কোট। বিশালদেহের তুলনায় রোয়ান ঘোড়াটাকে ক্ষুদ্র দেখাচ্ছে। পাশের জনকে দেখল শেলবি, আরও এক কাঠি সরেস এই ভদ্রলোক–সাত ফুটের কাছাকাছি হবে লম্বায়, বিশালদেহী। মাথার টোপরে ঈগলের পালক তার পরিচয় জানান দিচ্ছে। চীফ বিগ জন। তীক্ষ্ণ গভীর দৃষ্টি চোখে, চোখের কোণে অসংখ্য ভাঁজ। বয়স বোঝা কঠিন, তবে ষাট তো হবেই, ধারণা করল শেলবি। মজবুত সমর্থ শরীর।

দূর থেকে আঙুল তুলে দেখাল চীফ, ঘোড়ার গতিপথ বদলে ওদের দিকে এগিয়ে এল। দশ ফুট দূরে স্যাডল ত্যাগ করল দুই চীফ। পেছনে দাঁড়িয়ে থাকল অন্যরা।

চকটো চীফকে দেখল শেলবি। আগে কখনও দেখা হয়নি ওর, তাই জানে না মিশনের দীক্ষায় সুশিক্ষিত সে। এমনকি চকটো-চিকাসো ভাষায় বাইবেলের অনুবাদও করেছে চীফ জন। বিশাল দেহ যাদুর মত আকর্ষণ করল ওকে, কিছুক্ষণের জন্যে থমকে গেল শেলবি, কি বলবে ভেবে পেল না। সাদাদের মধ্যেও এত দীর্ঘদেহী মানুষ চোখে পড়ে না।

বিশাল হাত বাড়িয়ে দিল চীফ। বোবা মূর্তির মত হাতটা গ্রহণ করল শেলবি। নিজের হাতে চীফের সবল হাতের চাপ অনুভব করল। চকটো চীফের নির্ভুল ইংরেজি বিস্মিত করল ওকে। 'ক্যাপ্টেন শেলবি, তোমার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুশি হলাম! ইতোমধ্যে তোমার সম্পর্কে জেনেছি আমি,' স্মিত হাসল সে। 'বহুদিন ধরে ছেলের খবর পাচ্ছিলাম না, এদিকে তোমার সম্পর্কে মিথ্যে কিছু অভিযোগ শুনে আসছিলাম। তো, স্যার, সত্য সবসময় প্রকাশ পায়। তোমার মহত্ত্বের কথাও জানতে পারলাম। লিটন জনের জন্যে অনেক করেছ! ধন্যবাদ দিয়ে তোমাকে ছোট করতে চাই না। সত্যিই কৃতজ্ঞ আমি, ক্যাপ্টেন! তোমার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সৌভাগ্য হলো বলে খুশি আমি।

'তোমার দুর্ভোগের জন্যে দুঃখপ্রকাশ করছি। সত্যিই লজ্জিত আমি! বিপদে পড়ে আমার গ্রামে এসেছিলে তুমি, অথচ যোগ্য সমাদর পাওনি। সত্য জানা না থাকায় মুষড়ে পড়েছিল ওরা। যাক্‌গে,' কমিশনারের দিকে ফিরল সে। 'কমিশনার অ্যাবনার ওয়াল্টন, ইন্ডিয়ানদের জন্যে নিযুক্ত কমিশনার। কমিশনার, এ হচ্ছে ক্যাপ্টেন শেলবি। তোমাকে ওর কথাই বলেছি।'

শেলবির বিস্ময় তখনও কাটেনি। 'আমি সত্যিই অভিভূত, চীফ। কেউ আমাকে বলেনি যে চকটো চীফ এরকম শিক্ষিত ভদ্রলোক। কিভাবে কথা বলব সেটাই ভাবছিলাম। এখন ভাবছি কিভাবে এরকম সুশিক্ষিত একজন ভদ্রলোককে ঠকিয়েছে জ্যাক ফ্রেনার!'

'খুব সহজে, মি. শেলবি,' উত্তরে বলল কমিশনার, এদিকে চাপা হাসি ঝুলছে বিগ জনের মুখে। 'প্রথম দিকে সৎ ছিল ফ্রেনার, আইন মাফিক করেছে সবকিছু। কেবল এবারই লোভী হয়ে পড়ে সে। কারণটাও পরিষ্কার। চকটো ট্রেইল ধরে এত বেশি গরু আসেনি কখনও। এক বছরে অনেক মুনাফা কামানোর সুযোগ দেখে ট্রেইলের কর বাড়িয়ে দিল সে, অথচ নিয়ম অনুযায়ী চকটো চীফের সঙ্গে পরামর্শ

করেনি।

'মাসখানেক আগে সন্দেহ হয় চীফের, এবং আমার কাছে আসে সে। কয়েকজন পুলিশকে চকটো বেন্ডে রাখার সিদ্ধান্ত নিই আমরা, কোন অসঙ্গতি চোখে পড়লে আমাদের রিপোর্ট করার কথা ছিল ওদের।

'যাক্‌গে, রাসলিং এবং খুনের অভিযোগ আনা হয়েছে ফ্রেনারের বিরুদ্ধে। দু'জনে মিলে ঠিক করলাম ওয়েলিংটনে এসে ফ্রেনারের কাগজপত্র পরীক্ষা করলে হয়তো প্রমাণ পেয়ে যাব। ড্রাইভের মালিকদের সঙ্গেও কথা বলা যাবে। কে কত কর দিল, রসিদ থাকবে নিশ্চই। তাছাড়া, তুমিও বোধহয় কিছু প্রমাণ দেখাতে পারবে, অন্তত তাই আশা করছি আমরা।'

'সময়মত শহরে পৌঁছতে পারলে হয়তো ঠেকানো যাবে ওকে,' চিন্তিত স্বরে বলল শেলবি। 'এতক্ষণে ও ঠিকই বুঝতে পেরেছে ভরাডুবি হতে যাচ্ছে। এ অবস্থায় নগদ যা পায়, অর্থাৎ গরু বিক্রি করে হয়তো শহর ছেড়ে চলে যেতে পারে। ও গরু বিক্রি করার আগেই যদি মি. হিগিন্সের সঙ্গে কথা বলা যায়...'

'ঠিকই বলেছ তুমি,' ঘুরে চীফের দিকে তাকাল কমিশনার। 'লোকজন নিয়ে আমাদের সঙ্গে শহরে যেতে পারবে, চীফ?'

'নিশ্চই, মি. ওয়াল্টন। এখুনি রওনা দেব আমরা।'

'আ-ইই!' শেলবির দিকে তাকিয়ে যুদ্ধের ঘোষণা দিল লিটন জন। 'দেরি কিসের, ক্যাপ্টেন? জলদি চলো! বিরাট যুদ্ধ হবে!'

দ্রুত চকটো ভাষায় লিটন জনকে কি যেন বলল চীফ, কিছুই বুঝল না শেলবি। কিন্তু একটু পর ছেলেটার মুখ কালো হয়ে যেতে দেখে আঁচ করতে পারল। লিটন জনকে আপাতত এখানে থাকার নির্দেশ দিয়েছে চীফ।

'আমার ছেলেটা অতিরিক্ত উৎসাহী, ক্যাপ্টেন,' ঘুরে দাঁড়িয়ে ইংরেজিতে ব্যাখ্যা দিল চকটো চীফ। 'যুদ্ধের গল্প শুনে শুনে মাথা খারাপ হয়ে গেছে ওর, অ্যাডভেঞ্চারের নেশায় পেয়ে বসেছে ওকে। কয়েকদিন তোমার সঙ্গে থেকে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা হয়েছে ওর, আমার তো মনে হয় এই যথেষ্ট। মিশনের স্কুলে নিয়মিত যেতে থাকলে কয়েকদিন পর সবই ভুলে যাবে। আমি চাই না বইপত্র ফেলে ঘুরে বেড়াক ও, তাতে নিজের জীবনই বিপন্ন হবে ওর। মি. ওয়াল্টন, আমাদের এখনই যাত্রা করা

উচিত।'

কমিশনারের সঙ্গীদের দু'জন ইউ.এস মার্শাল, অন্যরা ইন্ডিয়ান কোর্টের ডেপুটি। দুই চকটো পুলিশ সহ, মোটা আটজন এগোল শেলবির দলের পিছু পিছু।

গোধূলি লগ্নে ওয়েলিংটন প্যালেসের সামনে পৌঁছল ওরা। হিচিং রেইলের সঙ্গে ঘোড়ার লাগাম বাঁধার সময় কাচ গলে ভেতরের দিকে তাকাল শেলবি, লবিতে জ্যাক ফ্লেনার আর স্কট হিগিন্সকে দেখতে পেল। কথার মাঝখানে হঠাৎ বাইরের দিকে তাকাল চকটো বেন্ড বস্, শেলবিকে দেখতে পেল; মুহূর্তের মধ্যে ফ্যাকাসে হয়ে গেল মুখ। পলকের মধ্যে চকটো চীফ আর কমিশনারের ওপর ঘুরে গেল তার চঞ্চল দৃষ্টি, তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে সিঁড়ির দিকে এগোল সে।

ছুটে গিয়ে লবিতে ঢুকে পড়ল শেলবি। দেখল হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসছে স্কট হিগিন্স, মুখে দুশ্চিন্তা আর উদ্বেগ।

'ফ্লেনার কোথায় গেল, মি. হিগিন্স?' জানতে চাইল ও।

'রূমে গেল বোধহয়,' বিভ্রান্ত স্বরে উত্তর দিল সে। 'কিছুই তো বুঝলাম না, হঠাৎ এভাবে চলে গেল কেন? কিভাবে গরুগুলো ডেলিভারি দেয়া হবে তাই নিয়ে আলাপ করছিলাম আমরা···' শেলবিকে ছুটতে দেখে থেমে গেল সে।

সিঁড়ির দিকে ছুটল শেলবি, পিছু নিয়েছে দুই মার্শাল। দোতলায় উঠে করিডর ধরে এগোল ও, আঠারো নম্বর কামরার সামনে এসে থামল। দরজার নব ধরে মোচড় দিল, তারপর ধাক্কা দিল কবাটে। দুই অফিসারকে ইঙ্গিতে অপেক্ষা করতে বলল। সরে যাওয়া কবাটের ফাঁক দিয়ে ভেতর থেকে আসা সুসানের ত্যক্ত স্বর শুনতে পেল।

'জ্যাক, ছাড়ো আমাকে! উঁহুঁ, এভাবে তোমার সঙ্গে যেতে পারি না আমি। জ্যাক, তুমি আমাকে ব্যথা দিচ্ছ! বলেছি তো, তোমার কথামত···' থেমে গেল মেয়েটি, যন্ত্রণায় কাতর শোনাল কণ্ঠ।

হোলস্টার থেকে পিস্তল তুলে নিল শেলবি। পা ফেলল ঘরের ভেতর, সুসানের থেমে যাওয়া কণ্ঠস্বর ভয় ধরিয়ে দিয়েছে মনে। কয়েক পা এগোতে অদ্ভুত একটা দৃশ্য দেখতে পেল। কিভাবে যেন আরেকটা পোকার যোগাড় করে ফেলেছে টিলি, সন্তর্পণে এগিয়ে এসেছে ফ্লেনারের কাছাকাছি। ধাঁই করে মাথায় চালাল। অস্ফুট স্বরে বিস্ময় প্রকাশ করল

চকটো বেন্ড বস্, তারপর হুড়মুড় করে পড়ে গেল কার্পেটের ওপর।

হিংস্র দৃষ্টিতে ফ্লেনারের দিকে তাকিয়ে আছে মেইড, আবার আঘাত করার জন্যে তুলেছে পোকারটা। টলমল পায়ে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল ফ্লেনার, যন্ত্রণায় বিকৃত হয়ে গেছে মুখ। ভেতরে ভেতরে রাগে ফেটে পড়ছে। এক হাতে মাথা চেপে ধরেছে সে।

কয়েক হাত দূরে ফ্যাকাসে মুখে দাঁড়িয়ে আছে সুসান। ভীত, সন্ত্রস্ত। তিনজন লোককে হুড়মুড় করে কামরায় ঢুকতে দেখে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল আরও, পরমুহূর্তে শেলবিকে চিনতে পেরে স্বস্তি ফুটল মুখে।

কষ্টেসৃষ্টে উঠে বসল ফ্লেনার, বিড়বিড় করে খিস্তি আওড়াল। শেলবিকে দেখেই জিঘাংসা আর ঘৃণা ফুটে উঠল মুখে। টিলির প্রতি রাগ নিমেষে চলে গেছে।

'মি. ফ্লেনার, তোমাকে কাভার করেছি আমরা!' বলল এক মার্শাল, বদ্ধ ঘরে পিস্তল কক করার আওয়াজটা তীক্ষ্ণ শোনাল। 'ওটা বের করার দরকার নেই!'

বারো

দুই ঘণ্টার মধ্যে সারা ওয়েলিংটনে ছড়িয়ে পড়ল খবরটা, কারও জানতে বাকি থাকল না চিরশত্রু জ্যাক ফ্লেনারের জিম্মাদার হয়েছে উইল শেলবি–নিজের সঞ্চয়ের প্রায় পুরোটাই জমা রেখেছে জামিন হিসেবে। অবিশ্বাস্য এই ঘটনার কারণে দ্রুত গুজব ছড়িয়ে পড়ল, শেলবির উদ্দেশ্য নিয়ে সন্দেহ আর আলোচনা করতে শুরু করল লোকজন। কমিশনার অ্যাবনার ওয়াল্টন নিজেও যুগপৎ বিস্মিত এবং বিরক্ত, ফ্লেনার যাতে ফোর্ট স্মিথে ট্রায়ালের আগে ছাড়া না পায় সেজন্যে জামিনের অঙ্ক এমন ভাবে ধার্য করেছিল যাতে তৎক্ষণাৎ এত টাকা যোগাড় করতে ব্যর্থ হয় ফ্লেনার; কিন্তু ঘুণাক্ষরেও ভাবেনি স্বয়ং উইল শেলবি জাতশত্রুর জিম্মাদার হয়ে নিজের সর্বস্ব খোয়ানোর ঝুঁকি নেবে।

বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেনি শেলবি। কোর্টে সবার সামনে জামিনের প্রস্তাব দেয় সে, ব্যাঙ্কের প্রেসিডেন্ট সোমস আর্করাইট উপস্থিত ছিল ওর সঙ্গে। টাকার ব্যাপারে নিশ্চয়তা পাওয়ার পর কিছুই করার থাকল না কমিশনারের, বাধ্য হয়ে জামিন দিতে হলো। ত্রিশ মিনিটের মধ্যে কোর্ট থেকে বেরিয়ে এল জ্যাক ফ্লেনার, আপাতত মুক্ত একজন মানুষ হিসেবে।

রাত ন'টার দিকে ওয়েলিংটন প্যালেসের সামনে মিলিত হলো কীনলেদের সমস্ত ক্রু, সাথে ডুগালরা দুই ভাইও আছে। শেলবিকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে সবাই। একের পর এক প্রস্তাব আসছে, ফ্লেনারের সঙ্গে ওর শত্রুতা ব্যক্তিগত ভাবে দেখছে এরা, অচিরে চুকিয়ে ফেলতে চাইছে দেনা-পাওনা; চকটো বসের জামিনের ব্যাপারে ওর ভূমিকা নিয়ে অসন্তোষও প্রকাশ করল কেউ কেউ।

'ধন্যবাদ, বন্ধুরা,' শেষে বলল শেলবি। 'তোমাদের আন্তরিকতার জন্যে ধন্যবাদ। এটা আমার আর ফ্লেনারের ব্যক্তিগত ব্যাপার।'

'ফ্লেনার ধরা পড়েছে বলে নিশ্চিন্ত হওয়ার কিছু নেই, ক্যাপ্টেন,' প্রতিবাদ করল গিলরয়। 'জামিনদার হয়েছ বলে তোমার প্রতি ওর বিদ্বেষ চলে গেছে, এটাও বিশ্বাস করি না আমি। ইচ্ছে করলে তোমাকে খুন করতে পারে সে, ওর ক্রুদের মাধ্যমে। শহরে অন্তত ত্রিশজন ক্রু আছে ওর। সিলভার ডলারে ড্রিঙ্ক গেলার সময় ওদের কিছু কথা কানে এসেছে আমার, হাসাহাসি করছিল ওরা। দুপুরে তুমি নাকি নেংটি ইঁদুরের মত পালিয়ে এসেছ জব ক্যারিংটনের সামনে থেকে। জানি মিথ্যে বলছে ওরা, কিন্তু শহরের অর্ধেক লোক বিশ্বাস করে ফেলেছে কথাটা।'

গম্ভীর হয়ে গেল শেলবি। ঘড়ি দেখিয়ে ওকে উস্কে দেয়ার ঘটনাটা মনে পড়তে কিছুটা হলেও বিব্রত বোধ করল, তবে দ্রুতই নিজেকে সামলে নিল। চারপাশে ঘিরে থাকা ক্রুদের দেখল ও, মনে মনে কথাগুলো গুছিয়ে নিল। ওর সম্মতি পাওয়ার অপেক্ষায় আছে এরা। দীর্ঘ রাইড করেছে, খেয়েছে, ঘুমিয়েছে, লড়েছে একসঙ্গে। ওর সমস্যাকে নিজের সমস্যা বলে ভাবছে, চাইছে ওর পাশে এসে দাঁড়াতে।

কৃতজ্ঞ চিত্তে বন্ধুদের উদারতার প্রশংসা করল শেলবি, এরা সত্যিই ভালমানুষ। 'আমি চাই না অযথা কোন ঝুঁকি নাও তোমরা,' শেষে নিচু

কিন্তু দৃঢ় স্বরে বলল ও, কণ্ঠে আপসহীন সুর কারণ ওর দ্বিধা দেখলে নিরস্ত হবে না কেউ। 'আবারও বলছি, এটা আমার আর ফ্লেনারের লড়াই। অন্যরা এতে নাক না গলালেই মঙ্গল।'

'ক্যাপ্টেন, বুঝলাম তুমি একাই ফ্লেনারের মুখোমুখি হতে চাইছ,' যুক্তি দেখাল ওয়েনরাইট। 'কিন্তু তুমি বললেই তো ফ্লেনারের ক্রুরা সরে যাবে না। বসের আশপাশে থাকবে ওরা, কি নিশ্চয়তা আছে যে শো-ডাউনের সময় ভালমানুষের মত তামাশা দেখবে ওরা?'

যুক্তি আছে বার-কে ফোরম্যানের কথায়। ধূর্ত জ্যাক ফ্লেনারের পক্ষে এমন চাল দেয়াই বরং স্বাভাবিক। 'বেশ, যেতে পারো আমার সঙ্গে, কিন্তু ধারে-কাছে থেকো না। তোমরা শুধু দেখবে ফ্লেনারের কোন ক্রুর মাথায় যাতে কু-মতলব চেপে না বসে, কেউ আমাদের লড়াইয়ে বাগড়া দিতে এলে লোকটাকে থামিয়ে দেবে। তাতেই কৃতজ্ঞ থাকব আমি।'

হোটেল থেকে বেরিয়ে ধীর গতিতে সিলভার ডলারের দিকে এগোল ওরা।

বিশাল বাররুমে অন্তত এক ডজন টেবিল, কিন্তু একজনও বসে নেই। পুরো সেলুন নিজেদের জন্যে রিজার্ভ করেছে জ্যাক ফ্লেনার। চকটো বেন্ডের ক্রু ছাড়া আর কেউ নেই এখানে। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বারের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আছে সবাই, ফ্লেনারের জামিনের উপলক্ষ উৎসবের আমেজ এনে দিয়েছে, হুইস্কি গিলে উদ্‌যাপন করছে ওরা। তিন বারটেন্ডার সারাক্ষণই ব্যস্ত। সবার মধ্যমণি হয়ে আছে জ্যাক ফ্লেনার।

শেলবির পিছু নিয়ে ডুগালরা দুই ভাই, স্টুয়ার্ট আর গিলরয় ছাড়াও আরও চারজন ঢুকল সেলুনে। উল্টোদিকে, পেছনের দরজা দিয়ে ঢুকল ওরিন ওয়েনরাইট, সঙ্গে টম ব্লেভিন সহ আরও দুই ক্রু; বিশাল কামরায় ছড়িয়ে পড়ল ওরা। দেয়াল বা জানালার কাছাকাছি অবস্থান নিল, প্রায় ঘিরে ফেলল ফ্লেনারের সব ক্রুকে।

পুরো ব্যাপারটা ঘটেছে মাত্র মিনিট খানেকের মধ্যে। উইল শেলবির দল এখানে আসার দুঃসাহস দেখাবে, এটাই ছিল অপ্রত্যাশিত, তারওপর পেটে বেশ কিছুটা ড্রিঙ্ক পড়ায় প্রায় সবারই বুদ্ধি আর বিচক্ষণতা কম-বেশি ভোঁতা হয়ে গেছে। ঘরের প্রতিটি লোক দাঁড়িয়ে আছে এখন, নড়তেও ভুলে গেছে যেন, নিশ্চল মূর্তির মত অপেক্ষায়

আছে। একটু আগেও গল্প করছিল ওরা, হাসছিল, একে অন্যের কথায় খুনসুটি করছিল। কিন্তু এখন, পরস্পরের সাথে চেপে বসেছে সবার ঠোঁট, নিশ্চল দাঁড়িয়ে থেকে দেখছে টেক্সান ক্রুদের। সন্ত্রস্ত, চঞ্চল দৃষ্টি ঘুরে বেড়াচ্ছে চারপাশে। পরিস্থিতি বুঝে নিয়েছে।

একটা কিছু ঘটবে এখানে।

প্রায় সবার হাত পিস্তল ছুঁইছুঁই করছে, কারও কারও হাত হোলস্টারের ওপর। কিন্তু অস্ত্র তুলে নেওয়ার সাহস একজনেরও হয়নি। জানে কেউ শুরু করলেই হলো, মুহূর্তে নরক নেমে আসবে এখানে। সিলিং থেকে ঝুলন্ত ল্যাম্পের আলোয় লোকগুলোর মুখে কেবল উদ্বেগ আর অস্বস্তিই দেখা গেল। জানে দারুণ একটা সঙ্কটে পড়ে গেছে, গোলাগুলি হলে কাল সকালে সূর্যোদয় দেখার সৌভাগ্য অনেকেরই হবে না। টুঁ শব্দও করছে না কেউ, অস্বস্তিকর নীরবতা পুরো সেলুনে। শুধু মোটাসোটা এক বারটেন্ডারের গভীর নিঃশ্বাসের শব্দ, তীক্ষ্ণতায় মৃদু হলেও, অখণ্ড নীরবতার মধ্যে চাপা গর্জনের মত শোনাল।

বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কা কেটে যেতে, দ্রুত হাতে কোটের ল্যাপেল সরিয়ে দিল জ্যাক ফ্লেনার। বারের ওপর কিছুটা ঝুঁকে এল সে, জানালা পথে বাইরের আর সেলুনের ভেতরে দাঁড়িয়ে থাকা টেক্সান ক্রুদের দেখল। গাঢ় নীল চোখে সতর্কতা ফুটে উঠল, আড়চোখে শেলবির দিকে তাকাল। বাঁকা হাসি ফুটে উঠেছে ঠোঁটের কোণে। শেষপর্যন্ত তাহলে বহু প্রতীক্ষিত শো-ডাউন ঘটছে! শীতল জিঘাংসার পাশাপাশি বুনো পুলক অনুভব করল সে। আহ্, একেই বলে নিয়তি—জামিনদার খুন হবে ওরই হাতে!

শরীর টানটান করে দাঁড়িয়ে আছে শেলবি, প্রস্তুত। জব ক্যারিংটন ছাড়াও আরও তিনজনকে ফ্লেনারের পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতে পেল। 'শুনলাম টেক্সান কাউবয়দের জন্যে পার্টি দিয়েছ তুমি, ফ্লেনার,' কামরার অটুট নীরবতা ভাঙল ও। 'আমরা যোগ দিতে এলাম। তবে পার্টিটা তোমার-আমার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে বোধহয় খুশি হবে সবাই।'

চাপা গুঞ্জন শুরু হলো। জ্যাক ফ্লেনারের বেশিরভাগ ক্রুর মুখে স্বস্তি। যতই বেপরোয়া আর খুনে স্বভাবের হোক, পরিস্থিতি অসহায় করে তুলেছে তাদের, জানে দুই পক্ষে গোলাগুলি হলে সবচেয়ে ক্ষিপ্র বা

চালু লোকটাও মারা পড়তে পারে। কে কার গুলিতে মরবে, সেটা জানারও সৌভাগ্য হবে না।

দৃশ্যত, শেলবির প্রস্তাব পছন্দ করেছে বেশিরভাগ লোক। অন্তত এখন, এই পরিস্থিতিতে। চেপে রাখা নিঃশ্বাস ধীরে ধীরে ছাড়ল ওরা।

কিন্তু জ্যাক ফ্লেনারের মুখে চাপা অস্বস্তি ফুটে উঠল, আগের মত আত্মবিশ্বাসী নেই সে; এরকম কিছু হবে আশা করেনি। ধৈর্যচ্যুতি ঘটল তার। গাঢ় চোখজোড়া লণ্ঠনের আলোয় চকচক করে উঠল, ডুয়েলের পরিণতি সম্পর্কে মোটামুটি নিশ্চিত সে, নিজের ওপর আস্থা আছে। *শেলবির লাশের মুখে একটু পর থুথু মারব আমি,* আনমনে ভাবল সে।

ধীরে ধীরে কোট খুলে ফেলল ফ্লেনার, মুহূর্তের জন্যেও প্রতিদ্বন্দ্বীর ওপর থেকে চোখ সরায়নি। নিখাদ কৌতুকের সঙ্গে শেলবির মধ্যে গা-ছাড়া একটা ভাব লক্ষ করল, আসন্ন বিজয়ের আনন্দে উল্লাস যোগ হলো এবার। *ব্যাটা মরতে এসেছে এখানে!*

কৌতুকের ভঙ্গিতে বেঁকে গেল ফ্লেনারের ঠোঁটের কোণ। হঠাৎ সিধে হয়ে দাঁড়াল সে, বার ছাড়িয়ে দু'পা এগিয়ে এল।

লাইন অভ ফায়ার এড়াতে শেলবির কাছ থেকে একটু দূরে সরে গেল ওর বন্ধুরা।

চার চোখ মিলিত হলো, প্রবল বিতৃষ্ণা আর ঘৃণা নিয়ে শেলবিকে চ্যালেঞ্জ করল ফ্লেনার হিংস্র চাহনিতে। মুহূর্ত খানেক পরই ঝিলিক মারল চোখজোড়া। ছোবল মারল ওর হাত, সবল থাবায় উঠে এল পিস্তল। কমলা আগুন ওগরাল, পরপর তিনবার। ট্রিগার টেপার সঙ্গে সঙ্গে জায়গা বদল করেছে সে, স্থির থাকছে না।

ফ্লেনারের ওপর থেকে চোখ সরায়নি শেলবি, কোট খোলার পর থেকে আরও সতর্ক হয়ে গেল। এ লোকটি সম্পর্কে জানে ও, বহুদিন একসঙ্গে থেকেছে ওরা। লোকটির স্বভাব, মানসিকতা, লড়াই করার ভঙ্গি এমনকি চিন্তা বা কৌশল সম্পর্কেও জানে।

পছন্দ না হলেও, ফ্লেনার যেভাবে শুরু করল সেভাবেই শেষ করল ও।

কখন ড্র করেছে শেলবি, নিজেও জানে না। তাড়াহুড়ো করল না ও, সময় নিয়ে গুলি করল–একটা। চারটে গুলি ছুঁড়েছে দু'জন, মাত্র একটাই টার্গেট খুঁজে পেয়েছে–জ্যাক ফ্লেনারের সাদা শার্টের ঠিক মাঝখানে।

গুলির ধাক্কায় পেছনে হেলে পড়ল সে, মাথার সঙ্গে দৃষ্টিও উঁচু হয়ে গেল যেন সিলিঙে কিছু একটা দেখেছে। এলোমেলো কয়েক পা ফেলল সে, অনিয়মিত ভাবে নিঃশ্বাস নিল, তারপর হাঁটু ভেঙে পড়ে গেল মেঝেয়। হাত থেকে আগেই খসে পড়েছে পিস্তলটা।

ফ্লেনারের ক্রুদের ওপর সতর্ক দৃষ্টি চালাল শেলবি। কাউকে উৎসাহী মনে হলো না। নীরবতা নেমে এসেছে সেলুনে, টুঁ শব্দও করছে না কেউ। দৃষ্টি নামিয়ে মেঝেয় পড়ে থাকা জ্যাক ফ্লেনারকে দেখল শেলবি, ভেতরে ভেতরে বেদনা আর করুণা অনুভব করল। সমস্ত বিদ্বেষ বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা সত্ত্বেও একসময় বন্ধু ছিল দু'জন, অন্তত তাই মনে করত ও। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে বিদ্বেষটাই বড় ছিল সবসময়, তার জের ওয়েলিংটন পর্যন্ত গড়িয়ে শেষ হলো একজনের মৃত্যুর মাধ্যমে।

'জব ক্যারিংটন!' তীক্ষ্ণ স্বরে ডাকল শেলবি। 'আমার ঘড়িটা আছে তোমার কাছে!'

SUVOM

জ্যাক ফ্লেনারের ওপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে ওর দিকে তাকাল লোকটি, চোখে আতঙ্ক ফুটে উঠল। বারের সাথে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে, নড়ছে না এক চুল। ঝটিতি ক্যারিংটনের পাশ থেকে সরে গেল অন্যরা। ত্রিশ হাত দূরে দাঁড়িয়ে থাকা উইল শেলবির মুখোমুখি নিজেকে একা আবিষ্কার করল সে।

আজকের লড়াইয়ে একটাই রীতি: যার যার লড়াই তারই লড়তে হবে। নিয়মটা ভাঙার আগ্রহ দেখা গেল না ফ্লেনারের অন্য ক্রুদের মধ্যে; অথচ সেটা হলেই খুশি হত ক্যারিংটন।

পরিস্থিতি প্রতিকূল, বুঝতে অসুবিধে হলো না বিচক্ষণ জব ক্যারিংটনের। ভেতরে ভেতরে দারুণ ভয় পেয়েছে সে। কিছু একটা বলতে চেয়েও পারল না, জিভে জোর পাচ্ছে না। ঢোক গিলে গলা ভিজিয়ে নিল সে, ঠোঁট চাটল। অনুভব করল সব কয়টা চোখ তাকিয়ে আছে তার দিকে, দেখছে মরিয়া হয়ে কিভাবে কথা বলার জন্যে শক্তি সঞ্চয় করছে সে। 'আমি···আমি···' কোন রকমে কয়েকটা শব্দ উচ্চারণ করতে সক্ষম হলো ক্যারিংটন, ডান হাতে জ্যাক ফ্লেনারের পড়ে থাকা শরীর দেখাল। 'ঘড়িটা নিয়ে গেছে ও। ওর ভেস্টের পকেটে আছে···এখনও!'

'জলদি বের করো ওটা, তারপর আমার কাছে নিয়ে এসো,' নির্দেশ

দিল শেলবি, এখনও ডান হাতে ধরে আছে একটা কোল্ট।

মৃত বসের দিকে এগোল ক্যারিংটন। কাঁপা হাতে ভেস্টের পকেট থেকে ঘড়ি বের করে স্খলিত পায়ে এগিয়ে এল শেলবির দিকে। চার হাত-পার কাঁপন দেখে বোঝা যাচ্ছে আতঙ্ক কাটেনি তার।

ঘড়িটা একনজর দেখল শেলবি, তারপর চোখ তুলে ক্যারিংটনের মুখে তাকাল। নিখাদ বিতৃষ্ণা ফুটল ওর কণ্ঠে: 'ফ্লেনার আর তোমার মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পারছ, ক্যারিংটন? ডুয়েলে হেরে মরে গেছে ঠিক, কিন্তু ওকে কাপুরুষ বলবে না কেউ। তোমার গল্প অনেকদিন করবে ওয়েলিংটনের লোকেরা। কোন কাপুরুষের আলোচনা হলে উদাহরণ হিসেবে তোমার প্রসঙ্গ আসবে। যাক্‌গে, আমার ধারণা শেষ হয়ে গেছ তুমি!'

মিনিট খানেক অপেক্ষা করল ও, ফ্লেনারের ক্রুদের প্রত্যেকের মুখ জরিপ করল। নড়ছে না কেউ, একটা শব্দও উচ্চারণ করছে না। 'এবার যার যার ধান্ধা করো, বয়েজ! তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই আমার। সুতরাং যেখানে খুশি চলে যেতে পারো।'

ঘুরে বন্ধুদের দিকে তাকাল ও। 'আমাদের কাজ শেষ!'

'ওদের কারও হয়তো ভিন্ন মত থাকতে পারে,' সতর্ক সুরে মনে করিয়ে দিল ওরিন ওয়েনরাইট।

কিন্তু তার আশঙ্কা মিথ্যে প্রমাণিত হলো। জ্যাক ফ্লেনারের অনুপস্থিতিতে মনোবল হারিয়ে ফেলেছে লোকগুলো। বেতাল কিছু করতে গিয়ে খেসারত দিতে রাজি নয় কেউ। শেলবির পক্ষ থেকে ন্যায্য একটা সুযোগ পেয়েছে ওরা—যার যার ঘোড়ায় চড়ে নিরাপদে ওয়েলিংটন ছেড়ে যাওয়ার সুযোগ। এটাই বা কম কিসে?

'বয়েজ, শেরিফের অফিসে যাচ্ছি আমি,' স্বস্তির সুরে বলল শেলবি। 'কেউ সাক্ষী হতে চাইলে আসতে পারো আমার সঙ্গে।'

ল-অফিসে আনুষ্ঠানিকতা সেরে ঘণ্টাখানেক পর হোটেল ওয়েলিংটন প্যালেসে ফিরে এল শেলবি। জোঁকের মত পিছু লেগে আছে বন্ধুরা। ততক্ষণে সারা শহর চাউর হয়ে গেছে গানফাইটের খবর। লবিতে ক্যারেন কীনলেকে দেখতে পেল শেলবি, বাড়ি ডুগালের একটা বাহু চেপে ধরে আছে মেয়েটা। দারুণ সুখী দেখাচ্ছে দু'জনকে, কোন্ ফাঁকে দু'জনের মন দেয়া-নেয়া হয়ে গেছে বোধহয় শুধু ওরাই জানে। অচিরেই

একটা ঘোষণা আসবে, আঁচ করল শেলবি।

নতুন কাপড়ে অস্বস্তি বোধ করছে জো কীনলে, কিন্তু তার মুখেও চওড়া হাসি।

একসঙ্গে পান করল ওরা।

সিঁড়ির গোড়ায় টিলিকে দেখে বন্ধুদের কাছ থেকে আলাদা হলো শেলবি, সিঁড়ির দিকে এগোল।

উল্টো ঘুরতে করিডর ধরে আসা লিটন জন আর বিগ জনের সঙ্গে সংঘর্ষ হলো টিলির। খেপে গিয়ে অভিযোগের তুবড়ি ছোটাল নিগ্রো মেইড, কিন্তু এ নিয়ে বিন্দুমাত্র চিন্তিত বা অপ্রতিভ মনে হলো না বাপ-ছেলেকে। চাপা সন্তুষ্টির হাসি ওদের মুখে।

সিঁড়িতে বিশালদেহী চীফের মুখোমুখি হলো শেলবি।

'একটা সুখবর দিচ্ছি তোমাকে, মি. শেলবি,' হেসে বলল সে। 'মিস্ স্টিফেন্স তোমার হয়ে চকটো এলাকার লীজ নিয়েছে। স্বীকার করছি, একটু তাড়াহুড়ো হয়ে গেছে। কি জানো, এমন উদার ক্লায়েন্ট হারাতে চাইনি আমি।'

হেঁয়ালির মত মনে হলো কথাটা। সুসান চকটো এলাকার লীজ নিয়েছে? সামান্য বিস্ময় ছাড়া অন্য কোন প্রতিক্রিয়া হলো না শেলবির। ক্লান্তির কারণে কথাটার তাৎপর্য বোঝার চেষ্টা করল না। পেছন থেকে বাপ-ছেলের দিকে তাকিয়ে শ্রাগ করল ও, তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে সিঁড়ির শেষ কয়েকটা ধাপ টপকে উঠে গেল দোতলায়।

*

সুসান একাই অপেক্ষা করছিল ওর জন্যে। নীরব উষ্ণ কামরা। কবাট ভিড়িয়ে দিতে নিচে লবির হট্টগোল হারিয়ে গেল দরজার ওপাশে।

ছুটে এসে ওকে জড়িয়ে ধরল মেয়েটা। সুসানের মধ্যে সেই পুরানো আবেগ দেখতে পেল শেলবি, যেন কখনোই আলাদা হয়নি ওরা, কোন ভুল বোঝাবুঝির ঘটনা ঘটেনি।

একটু পর সুসানের গাঢ় চোখের দিকে তাকাল শেলবি, টের পেল ও একাই নয়, মেয়েটির ওপর দিয়েও শঙ্কা আর উদ্বেগের ঝড় বয়ে গেছে গত কয়েকদিন। 'সবকিছু মিটে গেছে, সু,' মৃদু স্বরে নীরবতা ভাঙল ও। 'এবার বাড়ি ফিরে যাব আমরা।'

'বাড়ি?' রুদ্ধ স্বরে জানতে চাইল সুসান।

'হ্যাঁ, অ্যালাবামায়।'

অনেকক্ষণ কথা বলল না সুসান, দীর্ঘক্ষণ শেলবির চোখের দিকে তাকিয়ে থাকার পর ক্ষীণ মাথা নাড়ল। 'বাড়ি যাব ঠিকই, তবে অ্যালাবামায় নয়। আজ রাতে হয়তো অ্যালাবামা প্ল্যান্টেশনের নির্জনতা আর শান্তিই বড় মনে হচ্ছে তোমার কাছে, উইল, কিন্তু আগামীকাল…' থেমে গেল মেয়েটি।

'কিন্তু পশ্চিমে থাকতে রাজি হওনি তুমি। যদ্দূর জানি তোমার ধারণায় পশ্চিম বুনো একটা দেশ, শুধু খুনী আর অসভ্য কিছু মানুষ থাকে এখানে…'

ঠোঁটে আঙুল চেপে ধরে শেলবিকে থামিয়ে দিল সুসান। 'হ্যাঁ, তাই মনে করতাম। তখন পশ্চিমে আসিনি আমি। দূর থেকে যা শুনেছি, তাই বিশ্বাস করেছি। কিন্তু এখানে এসে আমার ভুল ভেঙে গেছে, উইল।' একটু থামল ও, বিপুল প্রত্যাশা নিয়ে তাকাল শেলবির দিকে। 'তোমার খোঁজে আমি যখন অ্যালাবামা থেকে বেরোই, তখনই সিদ্ধান্ত নিয়েছি বুনো হোক আর যাই হোক এখানেই থাকব। তোমাকে পাওয়াই আসল ব্যাপার। তুমি পাশে থাকলে আমি নরকেও থাকতে পারব।

'মানছি, এটুকু ত্যাগ স্বীকার করতে চাইনি প্রথমে, কিন্তু তুমি চলে আসার পর উপলব্ধি করেছি আমার জীবনে তোমার উপস্থিতিই বড় ব্যাপার, উইল। তোমাকে ছাড়া পুবের আরামদায়ক বিলাসী জীবনও পানসে মনে হয়েছে। যুদ্ধের চারটা বছর তোমার অভাব বোধ করেছি আমি। অপেক্ষায় থেকেছি তোমার জন্যে। সামান্য একটা চিঠিও পেলাম না। যুদ্ধের পরও সেই অপেক্ষা শেষ হলো না, ফিরে যাওনি তুমি,' অভিযোগ ফুটে উঠল সুসানের চোখে। 'একবারও আমার কথা মনে পড়েনি তোমার? একবারও ভাবলে না যে আমার সিদ্ধান্ত তো বদলেও যেতে পারে। পরে তোমার খোঁজ করা শুরু করলাম, জানলাম টেক্সাসে আছ। জানার পর দেরি করলাম না আর।

'উইল, চীফ বিগ জন তোমাকে চকটো জমি লীজ দিতে চাইছে। এখানেই তো থেকে যেতে পারি আমরা, তাই না? কিংবা টেক্সাসে তোমার বাথানে ফিরে যেতে পারি।'

'টেক্সাসেই যাব আমরা,' খানিক ভেবে বলল শেলবি।

'কিন্তু তাহলে একটা চকটো ছেলে যে মনে খুব ব্যথা পাবে! ওর

ধারণা আমার মত তুমিও এ জায়গাটা ভালবাসো।'

বিহ্বল দৃষ্টিতে সুসানের দিকে তাকাল শেলবি। এ যেন অন্য এক সুসান! 'সত্যিই কি এ জায়গাটা পছন্দ তোমার?'

'কেন জানো?' সোৎসাহে বলল সুসান। 'কারণ এখানে তোমাকে ফিরে পেয়েছি আমি।'

বাইরে করিডরে হৈচৈ শোনা গেল, সুসান স্টিফেন্সের কামরার দিকে এগিয়ে আসছে অনেকগুলো পদশব্দ। এবার টিলির তীক্ষ্ণ কণ্ঠ শুনতে পেল ওরা: 'আর এগিয়ো না, বোকার দল! সময় দাও ওদের, আগে ওরা ঠিক করুক কখন প্রীচারের কাছে যাবে। তারপর ওদের কাছে যাব আমরা এবং দেখব আমাকে এখনও ওদের দরকার কিনা।'

কান খাড়া করে শুনল ওরা, দু'জনেই হেসে উঠল। পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকল অনেকক্ষণ, তারপর ফের হেসে উঠল। এবারের হাসির কারণ দু'জনেই অনুভব করতে পারল—বহুদিন একসঙ্গে এভাবে হাসেনি ওরা। সুসানের চোখের দিকে তাকাল শেলবি, এখনও প্রচ্ছন্ন হাসির রেখা দেখা যাচ্ছে চোখের তারায়। সরু কোমর জড়িয়ে ধরে মেয়েটিকে কাছে টানল ও। 'বেচারী টিলি দেখছি চাকুরি নিয়ে মহা সমস্যায় পড়ে গেছে। ওকে তাড়াতাড়ি উদ্ধার করা উচিত। তাছাড়া, আমার বন্ধুরাও একটা ঘোষণা শোনার অপেক্ষায় আছে। কাউকেই দেরি করানো ঠিক হবে না। কালই প্রীচারের কাছে যাব আমরা, কি বলো?'

'যাব, উইল, কিন্তু তারপর?'

সুসানকে প্রথমে চুমু খেল শেলবি, তারপর ঘনিষ্ঠ ভাবে ধরে রেখে কানের কাছে মুখ নিয়ে এল। 'তারপর? চকটো ট্রেইলে ফিরে যাব আমরা, ইন্ডিয়ান গ্রামে হানিমুন করব!'

***

আলোচনা

এই বিভাগে রহস্য সংক্রান্ত বুদ্ধিদীপ্ত মন্তব্য, মজার আলোচনা, মতামত কোন রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা, বিশেষ ব্যক্তিগত অনুভূতি বা সমস্যা, সুরুচিপূর্ণ কৌতুক ইত্যাদি লিখে পাঠাতে পারেন।

বক্তব্য সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কাগজের একপিঠে লিখবেন। নিজের পূর্ণ ঠিকানা দিতে ভুলবেন না। খাম বা পোস্ট কার্ডের উপর 'আলোচনা বিভাগ' লিখবেন।

আলোচনা ছাপা না হলে জানবেন স্থান সংকুলান হয়নি, মনোনীত হয়নি, বা বিষয়বস্তু পুরানো হয়ে গেছে। দয়া করে তাগাদা বা অনুযোগ করে চিঠি লিখবেন না। —কা. আ. হোসেন।

জি. মাওলা,

অক্সফোর্ড ছাত্রাবাস, সাধুর মোড়, রানীনগর, রাজশাহী-৬১০০

কাজী মায়মুর হোসেনের লুণ্ঠন পড়লাম। নতুন রঙ্গে বেননকে উপস্থাপনা করার জন্য ধন্যবাদ। বেননের বয়স ২৯ চলছে–দাড়ি ও চুলে পাক ধরেছে; আর কতদিন সে ও-রকম ফাস্ট-গানার থাকবে? সে কি সারা জীবন মানুষের উপকারই করে যাবে, নিজের জন্য কিছু করবে না? বুড়িয়ে যাচ্ছে বেনন, তাকে যত শীঘ্র সম্ভব সুন্দর একটা রাজকন্যা মিলিয়ে দিন না, দাদা। বিয়ের পরও তো গোলাগুলি করা যায়। তার বন্ধু ব্যাগলে পারছে যখন, বেননও পারবে।

বইটি ভাল লেগেছে। লেখককে ধন্যবাদ এই রকম বই উপহার দেয়ার জন্য।

আলোচনা বিভাগের মাধ্যমে জানা গেল, লেখকরা ইংরেজি কাহিনীর ছায়া অবলম্বন করে লেখেন। তাহলে তাঁরা লেখক হিসেবে নাম না দিয়ে অনুবাদক হিসেবে নিজের নাম দিতে পারেন। আর কোন্ বই বা কার কাহিনী থেকে ছায়া নেয়া হয়েছে সেটা প্রত্যেক বইয়েতেই উল্লেখ করা উচিত। নয় কি?

অনুবাদ ও ছায়া অবলম্বন দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার। অনুবাদের ক্ষেত্রে আপনি যা বলছেন তাই করা উচিত। কিন্তু কোনও কাহিনীর ছায়া নিয়ে নিজে একটি কাহিনী রচনা করলে আপনার 'উচিত' সেখানে

খাটে না।

রিদ্‌ওয়ান বিন শামীম,

১৮ গার্লস স্কুল রোড, ময়মনসিংহ।

কাজীদা, এ-পর্যন্ত তিন-তিনটি চিঠি আপনার কাছে লিখেছি– অটোগ্রাফের জন্য। একটা অটোগ্রাফ অবশ্য আপনার ভিজিটিং কার্ডের অপর পৃষ্ঠায় দিয়ে পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু আমার এক বন্ধু সেটা নিয়ে গেছে। অনুগ্রহ করে আর একটি অটোগ্রাফ পাঠাবেন। একজন ভক্ত হিসেবে এই দাবি তো আমি নিশ্চয়ই করতে পারি। অবশ্যই অটোগ্রাফ পাঠাবেন।

এটাও আরেক বন্ধু নিয়ে গেলে? তখন আরও একটা, না?

ডা. শাহীনুর হায়দার,

ডি.সি.এম.ও, কেরুজ হাসপাতাল, দর্শনা, চুয়াডাঙ্গা।

গত ২৮ বছর ধরে সেবা আমার জীবনে অবিচ্ছেদ্য সঙ্গী।

বিপদে, সঙ্কটে রানা আমার অনুপ্রেরণা, আমার আত্মার আত্মীয়। যখন ক্লাস নাইনে পড়ি, তখন থেকেই সে আমার আদর্শ। তার আদর্শ, তার দেশপ্রেম, তার কোমল মন, সংবেদনশীল হৃদয় আমার জীবনে পথ-প্রদর্শকের কাজ করে চলেছে।

এবার ওয়েস্টার্ন-প্রসঙ্গ। 'খুনের দায়' ভাল লেগেছে। আরও ভাল হতে পারত। প্রচ্ছদ মোটামুটি। 'বসতি' দিয়ে ওয়েস্টার্ন যাত্রা শুরু করেছিলাম। এখনও 'বুনো পশ্চিমে'র টান এড়াতে পারিনি। তাই 'মৃত্যু উপত্যকা'র 'বিপদ' মাথায় নিয়ে 'ডেথ সিটি' পার হয়ে 'আউট ল'দের 'মোকাবেলা' করেও 'সেই এরফানে'র খোঁজে পথ চলছি আজও।

আর বেনন? ওকে ভীষণ মিস্ করছি। শীঘ্রি আনুন, প্লিজ।

সবশেষে সেবা'র সবাইকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা।

সেবা'র দীর্ঘদিনের অন্তরঙ্গ বন্ধুকে আমাদের সবার তরফ থেকে অভিনন্দন।

মুরাদ চৌধুরী,

কুলাউড়া, মৌলভিবাজার।

গোলাম মাওলা নঈমের 'হরণ', কাজী মায়মুর হোসেনের 'বন্দুকবাজ' মোঃ সাইফুল্লাহ-র 'খুনের দায়' ও 'প্রতিঘাত' খুব ভাল লেগেছে।

আমার একটি পরামর্শ: ওয়েস্টার্ন বইগুলোর শুরুতে লেখকের পরিচয় ছাপলে কেমন হয়?

ভেবে দেখব।